প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান

মে ২০১৯

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

ভূমিকা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু			পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান: পটভূমি			৫
ক্ষেত্র		সুনির্দিষ্ট বিষয়	
১. শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার	১৫	১.১.১ পুষ্টি	১৫
	২১	১.১.২ শারীরিক সবলতা	২১
	২৫	১.২.১ স্থুল পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	২৫
	২৯	১.২.২ সূক্ষ্ম পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	২৯
	৩৪	১.২.৩ সংবেদনসম্বন্ধীয় পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	৩৪
	৩৮	১.৩.১ নিরাপদ থাকার আচরন	৩৮
	৪৬	১.৩.২ শরীর ও মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	৪৬
২. সামাজিক ও আবেগিক	৫১	২.১.১ বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া	৫১
	৫৯	২.১.২ সমবয়সী শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	৫৯
	৬৩	২.২.৩ ইতিবাচক সামাজিক আচরণ	৬৩
	৮০	২.২.১ আবেগিক অভিব্যক্তি	৮০
	৮৪	২.২.২ আত্ম নিয়ন্ত্রণ	৮৪
	৯১	২.২.৩ আত্ম ধারণা	৯১
	৯৫	২.৩.১ ব্যক্তিক ও আন্ত:ব্যক্তিক মূল্যবোধ	৯৫
	১০০	২.৩.২ পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের সাথে বন্ধন	১০০
	১০৪	২.৩.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	১০৪
	১০৮	২.৩.৪ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য	১০৮
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	১১২	৩.১.১ (ক) শোনা ও (খ) বোঝার সক্ষমতা	১১২
	১১৮	৩.২.১ (ক) বলা ও (খ) যোগাযোগের সক্ষমতা	১১৮
	১২৪	৩.৩.১ (ক) পড়া ও (খ) বোঝার সক্ষমতা	১২৪
	১২৯	৩.৪.১ (ক) লেখা ও (খ) লেখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা	১২৯
	১৩৩	৩.৫.১ একাধিক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান (বলা এবং বুঝতে পারা)	১৩৩
৪. বুদ্ধিবৃত্তিক	১৩৬	৪.১.১ পরিবেশ	১৩৬
	১৪০	৪.১.২ স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান	১৪০
	১৬১	৪.১.৩ সামাজিক বিজ্ঞান	১৬১
	১৮৩	৪.১.৪ গণিত ও সংখ্যা	১৮৩
	১৯৬	৪.২.১ ধারণা গঠন	১৯৬
	১৯৯	৪.৩.১ নান্দনিক সৃজনশীলতা	১৯৯
	২০২	৪.৩.২ সুর ও সংগীতের সৃজনশীলতা	২০২
	২০৫	৪.৪.১ যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধান	২০৫
Reference			২১৫
“প্রারম্ভিক শিখন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন”-এর জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ			২১৬
ELDS Validation Governance কমিটি			২১৭
ELDS Validation কারিগরি কমিটি			২১৮
ELDS - এর ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ			২১৯

প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান: পটভূমি

১. সূচনা

প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards - ELDS) হচ্ছে শিখন ও বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের বয়সভিত্তিক আচরণ ও কাজ করার ক্ষমতার আদর্শিক মান বিষয়ক বিবৃতির একটি সমাহার। এ আদর্শিক মানগুলো দ্বারা শিশুর বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, সম্পদ, জন্ম পরিচয় অথবা সামর্থ নির্বিশেষে একটি দেশ শিশুদের জন্য কি ধরণের মূল্যবোধ ধারণ করে তা প্রতিফলিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিকাশ ও শিখন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা বয়সের পূর্ববর্তী ধাপগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ক্রমান্নয়ে সংঘটিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই শিশুর বিকাশ ও শিখন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোই ইএলডিএস এর বিষয়বস্তুর মূলভিত্তি, যেখানে বিকাশের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যকার পরস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুর যত্নকারী, অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে ইএলডিএস একটি আদর্শ নির্দেশিকায় রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- শিশুরা দিবাযত্ন কেন্দ্র, প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ/প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইসিডি/ইএলসি) কেন্দ্র, প্রাক-প্রথমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি) যেখানেই থাকুক সকল শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করা।
- শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসমূহকে সমন্বিত করার ভিত্তি প্রদান করা যেখানে শিশুদের কি শেখানো হবে (শিক্ষাক্রম), তাদের কিভাবে শেখানো হবে (শিক্ষকদের পূর্বপ্রস্তুতি), কিভাবে তাদের অগ্রগতি নিরূপণ করা হবে (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), কিভাবে পরিবার শিশুদের বিকাশ ত্বরান্বিত করবে (প্যারেন্টিং অর্থাৎ শিশু লালন-পালনের শিক্ষা) এবং প্রারম্ভিক শৈশব সম্পর্কে জনসাধারণ কি ধারণা পোশন করবে (জনসাধারণের জন্য তথ্য) ইত্যাদি বিষয়গুলো যা সর্বসম্মত মানদন্ডের আলোকে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত।
- শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের অগ্রগতি পরিমাপ করা।

শিশুদের বয়সভিত্তিক বাঞ্ছনীয় বৃদ্ধি ও সর্বোত্তম বিকাশের আদর্শিক মান কি হবে তা নির্ধারণ ও সনাক্তকরনের বর্ননা থাকায় ইএলডিএস বিশ্বব্যপী ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ২০০৩ সালে ইউনিসেফের প্রধান কার্যালয় ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছয়টি নির্বাচিত দেশে শিশুদের শিখন ও বিকাশ পরিবীক্ষণের জন্য জাতীয় পদ্ধতি প্রণয়ন শুরু করে। এ প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী ব্যাপক উদ্দীপনা ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। ইএলডিএস এর উন্নয়নের সময়কালে অর্জিত জ্ঞান ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ইউনিসেফ আঞ্চলিক কার্যালয় ও ইউনিসেফ প্রধান কার্যালয়ের সহযোগিতায় ২০০৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ অত্র অঞ্চলের নিজস্ব ইএলডিএস প্রস্তুত করা শুরু করে। বাংলাদেশ শিশুদের বিকাশ ও শিখন ভালোভাবে বোঝা ও পরিমাপের এ বৈশ্বিক উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে ইএলডিএস প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দলিল Early Learning and Development Standards (ELDS) বিষয়ক উদ্যোগে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের একটি প্রতিফলন।

২. বাংলাদেশে ইএলডিএস

বাংলাদেশে ইএলডিএস এর উন্নয়ন হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ও ইউনিসেফ এর কারিগরী সহায়তায় একটি ব্যাপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সমন্বিত ইসিসিডি নীতির খসড়া তৈরীর জন্য মন্ত্রণালয় একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে, যা ২০১৩ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নীতিটির তৈরী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশের পটভূমিতে ইএলডিএস এর উন্নয়নের জন্য একটি কোর টীম ও একটি কারিগরী টীম গঠন করা হয়। কারিগরী টীমটি গঠিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিসহ শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিখন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে। এ টীমের কতিপয় সদস্য থাইল্যান্ড ও নেপালে ইউনিসেফ এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত ইএলডিএস বিষয়ক ধারণা ও এর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ইএলডিএস এর উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক নির্দেশনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কারিগরী ও কোর টীম আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে এক বছর সময়ের মধ্যে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের সহায়তা নিয়েছেন। তারা কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্র) ও রোমানিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ইএলডিএস প্রসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলাদি পর্যালোচনা করেছেন। কোর টীম এর তৈরী প্রাথমিক খসড়ার উপর মতামত জানার জন্য কারিগরী টীম ও ইএলডিএস এর সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করা হয়েছে।

চূড়ান্ত খসড়াটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেশীয় মূল্যবোধ ও শিশুদের জন্য প্রত্যাশার প্রাসঙ্গিকতা বিচার ও নিশ্চিত করার জন্য খসড়াটি দেশীয় বিশেষজ্ঞ দল দ্বারাও পর্যালোচনা করা হয়। ইএলডিএস এর বিষয়সমুহ নিরূপণের সময় নিম্নবর্ণিত নীতিগুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে:

- *বয়স ও বিকাশভিত্তিক যথার্থতা (Age and developmentally appropriate)*: এটা স্বীকৃত যে, সব শিশুই বিকাশের একই ধরনের ধাপ অতিক্রম করে, তবে তাদের নিজস্ব গতি এবং রীতিতে। এটি আশা করা বাস্তবসম্মত নয় যে, সব শিশু একই সময়ে সব দক্ষতা অর্জন করবে। তাই শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগি ধাপ অনুসরন করে ইএলডিএস এর বিষয়বস্তুর *যথার্থতা* ঠিক করা হয়েছে।
- *সামগ্রিক প্রক্রিয়া (Holistic approach)*: বিকাশের সব ক্ষেত্রগুলো বহুমাত্রিক ও আন্তঃসম্পর্কিত। বিকাশের একটি একক ক্ষেত্রকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা যায় না। তাই, শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে বিকাশের সবগুলো ক্ষেত্রকে একসাথে কেন্দ্রীভূত করে ইএলডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে।
- *বহুমাত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি ও বিভিন্ন পরিবেশ (Multiple teaching approaches and diverse environment)*: শিশুরা, তাদের আর্থ-সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক পটভূমি, মানসিক অথবা শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে শিখতে এবং সক্রিয় শিক্ষার্থী হতে সক্ষম। শিশুরা নিজেদের সুবিধামতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল সংশোধন করতে করতে শেখে। শিশুর সর্বোত্তম বিকাশ ও শিখনের জন্য একাধিক বিভিন্ন ধরনের সুযোগ প্রদানের গুরুত্ব স্বীকার করে ইএলডিএসে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

- *পরিবার ও পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interaction with family and environment)*: পরিবার ও পরিবেশের সাথে শিশুর মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কের দৃঢ়তার গুণগত মানের ভিত্তিতে তাদের বিকাশ ও শিখন নিরূপণ করা হয়। ইএলডিএস এর বিবষয়বস্তু প্রস্তুত করার সময় শিশুর বিকাশে পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের ভুমিকা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

- *অন্যান্য মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া (Alignment with other standards)*: সরকার, এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিরূপিত বিদ্যমান অন্যান্য মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য সর্ব্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো- Operational framework for pre-primary education, শিশুর বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও প্রচার কার্ড- Growth Monitoring and Promotion Card)।

"প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards - ELDS)" শিরোনামের দলিলটি বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতায় শিশুর জ্ঞান ও আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কিত কিছু বিবৃতির বর্ণণা। দরিদ্র পরিবার, সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং দূর্গম ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারীসহ জন্ম থেকে আট বৎসর বয়সী সকল শিশু এর অন্তর্ভূক্ত। এ আদর্শিক মান বাংলাদেশের পটভূমিতে সকল শিশুর জন্য প্রযোজ্য।

যদিও ইএলডিএস সকল শিশুর জন্য প্রযোজ্য সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ বহুমাত্রিক সূচক তৈরীর একটি উদ্যোগ, কিন্তু এটি মনে করা বাস্তবসম্মত নয় যে, এর দ্বারা প্রত্যেক পরিবারের শিশুর জন্য যে প্রত্যাশা তা আলাদাভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। বরং ইএলডিএস গবেষনা ও দেশীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমষ্টিগত জ্ঞানের একটি সমাহার। উপরন্তু এটা মনে রাখা সমীচীন যে, বাংলাদেশের শিশুদের জন্য এতো বড় মাপে আদর্শিক মান তৈরীর এটিই প্রথম প্রয়াস। তাই বর্তমান ইএলডিএস পরবর্তীতে পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এ শর্তসাপেক্ষে এটাও মনে রাখা উচিৎ যে, এটি সবার জন্য উচ্চতর আদর্শিক মান তৈরীর একটি উদ্যোগ (কেবলমাত্র সুবিধাভোগী কতিপয়ের জন্য নয়) যাতে সব শিশু সর্বোত্তম সুযোগ পেতে পারে।

৩. বাংলাদেশে ইএলডিএস এর ব্যবহার

ইএলডিএস সারা বিশ্বে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং শিশুর শিক্ষা ও জীবন যাপন পদ্ধতির উন্নয়নে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আদর্শিক মানগুলো বাংলাদেশে নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- শিশুদের শিখন কার্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন করা;
- বিকাশের ক্ষেত্র ও এর মাইলফলক সমূহের ভিত্তিতে শিখন নিরূপণের হাতিয়ার (tool) প্রস্তুত করা;
- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন এবং শিখনের উপাদান চিহ্নিত করা;
- শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রীর/উপকরণের উন্নয়নে সহায়তা করা (গল্পের বই, খেলনা এবং শিক্ষা সামগ্রী);
- সামগ্রীর/উপকরণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক/পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও উন্নয়ন করা;
- প্রাক প্রাথমিক শিখনের আদর্শিক মান ও মাইলফলক সমূহ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতির উপর যত্নকারী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

- মা-বাবা ও যত্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়ন করা;
- ইসিডি কর্মসূচীগুলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা; এবং
- বিকাশ উপযোগী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

যে সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা আদর্শিক মানগুলো পূরণ করতে পারে না, বিশেষজ্ঞরা এই ইএলডিএস এর ভিত্তিতে তাদের জন্য নিজস্ব সূচক, যত্নকারীর কৌশল ও সহায়তার পদ্ধতি তৈরী করে নিতে পারেন। তারা প্রয়োজনবোধে প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, পেশাজীবী এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারেন।

ইএলডিএস প্রস্তুত করা ছিলো একটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। এ কাজে দীর্ঘ সময় ধরে দলগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা, আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন, সংশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এক্যমত্যে পৌঁছাতে হয়েছে। এটি আসলে সফল দলগত উদ্যোগের ফল। ইএলডিএস একটি সার্বজনীন অবস্থান থেকে শিশুর বিকাশ ও শিখন বোঝার ও পরিবীক্ষণের একটি ভিত্তি গড়ে দেয়। পাঠক্রমের কার্যকর উন্নয়ন, যত্নকারী ও শিক্ষকদের প্রস্তুতি, অভিভাবকদের শিক্ষা এবং জনগণের জন্য তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে একটি সার্বজনীন ভিত্তি প্রদানের মাধ্যমে সকল যত্নকারী, মা-বাবা ও শিক্ষকদের জন্য শিশুদেরক সব ধরনের সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি সম্পদ।

৪. বাংলাদেশে ইএলডিএস এর জন্য শিশুর বয়সসীমা ও বয়সভিত্তিক ভাগ

শিখন বিষয়ক অসংখ্য মতবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানবজীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালটি একটি অনন্য সময়। এ সময়ে শিশুরা যেভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে ও শেখে তা বড়দের তুলনায় বিশেষভাবে আলাদা। এ কারনে বাংলাদেশে আদর্শিক মানগুলোতে জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভ্রূণাবস্থা থেকে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ধাপগুলো পর্যন্ত শিখন ও সেবা যাতে চলমান থাকে সেজন্য বয়সভিত্তিক ভাগ তৈরীর ক্ষেত্রে জীবনচক্র ধারাও বিবেচনা করা হয়েছে। এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী বয়সসীমার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রতিটি বয়সসীমার বিকাশের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এমনকি একই বয়সসীমার মধ্যেও শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তাদের বিকাশও ভিন্ন ভিন্ন গতিতে হয়। তাই এই প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে, ইএলডিএস এর উন্নয়নের সময় নীচের ছক অনুযায়ী শিশুদেরকে বয়সভিত্তিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ছক - ১: শিশুদের বয়সভিত্তিক ভাগ

জন্ম - ৬ মাস	৭ - ১২ মাস
১৩ - ২৪ মাস	২৫ - ৩৬ মাস
৩৭ - ৪৮ মাস	৪৯ - ৬০ মাস
৬১ - ৭২ মাস	৭৩ - ৯৬ মাস

৫. বাংলাদেশে ইএলডিএস এর বিষয়বস্তু ও বিভাজন

একটি শিশু কি জানে এবং কি করতে পারে তা জানার জন্য শিশুকে নিম্নবর্ণিত চারটি প্রধান ক্ষেত্রের ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হয়। তবে ইএলডিএস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এর বিষবস্তুগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে না দেখে একটির সাথে আরেকটির সম্পৃক্ততার আলোকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় রাখার বিষয়ে নজর দিতে হবে।

- *<u>শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ (Physical and Motor Development)</u>* : প্রতিদিনের কাজগুলো করার জন্য শিশুর শারীরিক দক্ষতা ও সমক্ষতা এর অন্তর্ভূক্ত যা সুস্থ্য বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
- *<u>সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional Development)</u>* : ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া এবং বড়দের ও সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরী ও বজায় রাখার জন্য শিশুর আবেগিক যোগ্যতা এর অন্তর্ভূক্ত।
- *<u>ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশ (Language and Communication)</u>* : ভাষার নিয়মকানুন বোঝার ও যোগাযোগের জন্য সেগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহারের সক্ষমতা এবং পড়া, লেখা ও গণিত ব্যবহারের সক্ষমতা এর অন্তর্ভূক্ত।
- *<u>বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (Cognitive Development)</u>* : সামাজিক ও ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান ও ধারণা এবং তাদের চিন্তা ও যুক্তি দেখানোর সক্ষমতা এর অন্তর্ভূক্ত।

৬. বাংলাদেশে ইএলডিএস এর গঠন

ইএলডিএস নীচের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে:

<u>ক্ষেত্র (Domain)</u>: শিশুর বিকাশ ও শিখনের বৃহত্তর শ্রেণীবিন্যাস বর্ণণা করে।

⇩

<u>উপ-ক্ষেত্র (Sub- Domain)</u>: প্রত্যেকটি ক্ষেত্র কিছু উপ-ক্ষেত্রে বিভক্ত। প্রত্যেকটি উপ-ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি অংশকে প্রকাশ করে।

⇩

<u>সুনির্দিষ্ট বিষয় (Specific Aspect)</u>: উপ-ক্ষেত্রে সংযোজিত বিকাশ ও শিখনের প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করে।

⇩

<u>আদর্শিক মান (Standards)</u>: শিশুদের কি জানা উচিৎ ও কি করতে পারা উচিৎ তার সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা প্রকাশ করে।

⇩

<u>সূচক (Indicators)</u>: শিশুর দৃশ্যমান আচরণ ও দক্ষতা বর্ণণা করে। আদর্শিক মান অথবা লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রকাশ করার জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করা হতে পারে।

⇩⇧

<u>যত্নকারীদের জন্য কৌশল (Strategies for caregivers)</u>: বয়স অনুযায়ী শিশুদের বিকাশ ও শিখনের সূচকগুলো অর্জন করার কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত বড়রা/প্রাপ্তবয়স্করা যে কৌশল বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন তার বর্ননা দেয়া হয়েছে। যত্নকারীরা এগুলো যে কোন পরিবেশে/স্থানে, যেমন, বাড়িতে, প্রারম্ভিক শৈশব কেন্দ্রে বা বিদ্যালয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সহযোগিতামূলক অনুশীলনগুলোর লক্ষ্য হলো শিশুর বিকাশ ও শিখনকে তরান্বিত করা।

ছক - ২: ক্ষেত্র, উপ-ক্ষেত্র, সুনির্দিষ্ট বিষয়, আদর্শিক মান ও সূচকের সার সংক্ষেপ

ক্ষেত্র	উপ-ক্ষেত্র	সুনির্দিষ্ট বিষয়	আদর্শিক মান	সূচক
১. শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার	১.১ শারীরিক বিকাশ	১.১.১ পুষ্টি	১	৩২
		১.১.২ শারীরিক সবলতা	১	২৮
	১.২ পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ	১.২.১ স্থুল পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	১	৪৭
		১.২.২ সূক্ষ্ম পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	১	৪৪
		১.২.৩ সংবেদনসম্বন্ধীয় পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা	১	৩৮
	১.৩ স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যবিধি	১.৩.১ নিরাপদ থাকার আচরন	২	৫০
		১.৩.২ শরীর ও মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১	৪৪
উপ-মোট			৮	২৮৩
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক বিকাশ	২.১.১ বড়দের সাথে মিথষ্ক্রিয়া	২	৫৫
		২.১.২ সমবয়সী শিশুদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া	১	৩২
		২.২.৩ ইতিবাচক সামাজিক আচরণ	৫	১২২
	২.২ আবেগিক বিকাশ	২.২.১ আবেগিক অভিব্যক্তি	১	২৫
		২.২.২ আত্ম নিয়ন্ত্রণ	২	৫০
		২.২.৩ আত্ম ধারণা	১	৪৩
	২.৩ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	২.৩.১ ব্যক্তিক ও আন্তঃব্যক্তিক মূল্যবোধ	১	২৮
		২.৩.২ পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের সাথে বন্ধন	১	৩৬
		২.৩.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	১	২৬
		২.৩.৪ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য	১	২৬
উপ-মোট			১৬	৪৪৩
৩. ভাষা ও যোগাযোগ	৩.১ শোনা	৩.১.১ (ক) শোনা ও (খ) বোঝার সক্ষমতা	১	৫০
	৩.২ বলা	৩.২.১ (ক) বলা ও (খ) যোগাযোগের সক্ষমতা	১	৬৩
	৩.৩ পড়া	৩.৩.১ (ক) পড়া ও (খ) বোঝার সক্ষমতা	১	৬১
	৩.৪ লেখা	৩.৪.১ (ক) লেখা ও (খ) লেখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা	১	৩৯
	৩.৫ একাধিক ভাষা জ্ঞান	৩.৫.১ একাধিক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান (বলা এবং বুঝতে পারা)	১	২৮
উপ-মোট			৫	২৪১
৪. বুদ্ধিবৃত্তিক	৪.১ জ্ঞান	৪.১.১ পরিবেশ		
		৪.১.২ স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান	৬	১১২
		৪.১.৩ সামাজিক বিজ্ঞান	৭	১২১
		৪.১.৪ গণিত ও সংখ্যা	৪	৬১
	৪.২ বোধগম্যতা	৪.২.১ ধারণা গঠন	১	২০
	৪.৩ সৃজনশীলতা	৪.৩.১ নান্দনিক সৃজনশীলতা	১	২৩
		৪.৩.২ সুর ও সংগীতের সৃজনশীলতা	১	১৭
	৪.৪ যুক্তি এবং কার্যকারন	৪.৪.১ যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধান	৩	৫৪
উপ-মোট			২৪	৪৩৪
সর্বমোট			৫৩	১৪০১

৭. ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাই

যথার্থতা যাচাই হচ্ছে একটি বিষয়ের যথার্থতা ও নিশ্চয়তা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিষয়টি অকৃত্রিম ও এর ভিত্তি মজবুত কিনা তা বোঝা যায়। যথার্থতা কোন কিছুর পরিমাপের সত্যতা প্রকাশ করে, তাই যে কোন পরিমাপ, যথা ইএলডিএস থেকে প্রাপ্ত ফলাফল/সূত্র সাধারণভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

ইএলডিএস এর বিস্তৃত ব্যবহারের জন্য একে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে যথার্থতা যাচাই একটি অবশ্য পালনীয় ধাপ। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য বিষয়বস্তু ও বয়সের যথার্থতা যাচাই (content and age validation) প্রয়োজন। এ দুটি যথার্থতা যাচাই দুই পর্যায়ে পর পর করতে হবে - প্রথমে বিষয়বস্তু (content) তারপর বয়সের (age) যথার্থতা যাচাই। যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, এ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আদর্শিক মানগুলো পরিবর্তন করতে হতে পারে। দলিলটি পরিবর্তনের পর সরকার ও জাতীয় পর্যায়ের সকল পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। জাতীয়ভাবে অনুমোদিত হলে এটা নিশ্চিত হবে যে, ইএলডিএস জাতীয় মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও শিশুর বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারণা তুলে ধরে এবং সূচকগুলো ক্ষেত্রগুলোর স্থানীয় প্রেক্ষিত নিশ্চিত করে।

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন দলিলপত্র ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের পটভূমিতে তৈরী ইএলডিএস এর আদর্শিক মানগুলোর সাংস্কৃতিক ও সামঞ্জস্যগত যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সঠিক যাচাই প্রয়োজন। এটা মনে রাখা জরুরী যে, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও বিষয়গত ভিন্নতার কারনে এক দেশে প্রস্তুত আদর্শিক মান অন্যদেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ইএলডিএস এ বিশেষজ্ঞগণের তাত্ত্বিক প্রত্যাশা অথবা অনুমানের যথার্থতা যাচাই করাও জরুরী, বিশেষ করে এগুলো আমাদের শিশুদের জন্য বয়স উপযোগী কি না। সাংস্কৃতিক এবং বয়স উপযোগী ইএলডিএস শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের সেবাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করে ও দেশের প্রারম্ভিক শৈশব সংক্রান্ত নীতিমালা ও কর্মসূচীসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন এবং সময়ের সাথে শিশুর বিকাশ পরিবীক্ষণেও ব্যবহৃত হতে পারে। যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদর্শিক মানগুলোর ভিত্তি বাংলাদেশের স্থানীয় পটভূমিতে কতটা দৃঢ় এবং দেশীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা পরীক্ষা করা যাবে। অতএব, ইএলডিএস এর সম্পূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য এর বিষয়বস্তু ও বয়স সংক্রান্ত সূচক ও আদর্শিক মানগুলোর যথার্থতা যাচাই করা প্রয়োজন।

৭.১ বিষয়বস্তুর এর যথার্থতা যাচাই

বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাই হচ্ছে, একটি ইএলডিএস শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও বৈজ্ঞানিক ধারণা কতটা ধারণ করে তা পরিমাপের একটি প্রক্রিয়া। বৈশ্বিক নির্দেশনা মোতাবেক এটি হচ্ছে ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। যথার্থতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সবগুলো ক্ষেত্র একসাথে শিশুর বিকাশের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে একটি ইএলডিএস সঠিক বলে মনে করা হয়। অপরপক্ষে, একটি ক্ষেত্রের মধ্যকার সূচক ও আদর্শিক মানগুলো সঠিক বলে গন্য করা হয় যখন এগুলো ঐ ক্ষেত্রের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। ইএলডিএস এর কাঠামোগত উপাদান, যথা ক্ষেত্র, আদর্শিক মান, সূচক এবং প্রস্তুতিমূলক শিখন কার্যক্রমের যথার্থতা এবং এগুলো যথাযথ কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করা হয়। বিষয়বস্তুর এর যথার্থতা যাচাই সংক্রান্ত প্রধান প্রশ্নগুলো হচ্ছে:

- আমাদের শিশুদের কি জানা উচিৎ এবং কি করতে পারা উচিৎ তা কি ইএলডিএস এর বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়?
- সূচক ও আদর্শিক মানগুলোর উদ্দেশ্য কি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে?

৭.২ বয়সের যথার্থতা যাচাই

বয়সের যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইএলডিএস এ বর্ণিত শিশুদের প্রত্যেকটি বয়সভিত্তিক ভাগের জন্য সূচকগুলো যথার্থ কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুরা তাদের বয়স উপযোগী বিকাশের নির্দিষ্ট মাইলফলক অর্জন করতে পারছে কিনা এবং সূচকের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো করতে পারছে কিনা তা দেখার জন্য আদর্শিক মানগুলো যাচাই করা হয়।

৭.৩ বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া

যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া হচ্ছে ফলাফলের গুণাগুণ নিশ্চিত করার জন্য আদর্শ কারিগরী ও তাত্ত্বিক বিধি অনুসরণ করে একটি সুসংগঠিত অনুশীলন। একটি জাতির সকল শিশুর জন্য প্রত্যাশা ও তাদের জীবন যাপনের উপর এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সেগুলো হলো:

- **পরিসর** (Breadth): শিখন ও বিকাশের সবগুলো বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে কি না?
- **ভারসাম্য** (Balance): ক্ষেত্রগুলো তুলনামূলকভাবে সমবন্টিত হয়েছে কি না?
- **গভীরতা** (Depth): একটি ক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সূচক ও আদর্শিক মান আছে কি না?
- **শুদ্ধতা** (Accuracy): সূচকগুলো নির্ভুলভাবে আদর্শিক মানগুলো প্রকাশ করে কি না? আদর্শিক মানগুলো নির্ভুলভাবে ক্ষেত্রগুলোকে প্রকাশ করে কি না?
- **পর্যায়ক্রমিক** (Hierarchical): সূচকগুলোকে পুর্বাপর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে কি না?
- **সাংস্কৃতিক অন্তর্ভূক্তি** (Cultural Inclusion): সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতিফলন যথাযথ ভাবে হয়েছে কি না?
- **সংযুক্তি** (Linkages): এই আদর্শিক মান ও সূচকগুলো অন্যান্য যেসব আদর্শিক মান/হাতিয়ার (instruments) বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে বা বিবেচনায় আছে সেগুলোর সাথে কতটা সংযুক্ত? আসলেই সংযুক্ত কি না?

সাধারণত বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাই করা হয় প্রধান অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে; সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে; এবং বিশেষজ্ঞ, যত্নকারী, শিক্ষক ও মা-বাবার সাথে পরামর্শের মাধ্যমে।

৭.৪ বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের প্রধান অংশীজন/অংশগ্রহণকারী

পেশাদার বিশেষজ্ঞ: যে সকল ব্যক্তিবর্গ আদর্শিক মানগুলো তৈরীর সাথে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু যাদের বিষয়বস্তুগুলো (শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ) সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে। এদের মধ্যে থাকতে পারেন শিশু বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, শিশুর বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোবিজ্ঞানী, পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

শিক্ষক, সম্মুখ সারির/মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও তত্ত্বাবধানকারী: ভিন্ন ভিন্ন দল থেকে আসা অভিজ্ঞ শিক্ষক, সম্মুখ সারির কর্মী এবং তত্ত্বাবধানকারী যারা শিশুদের বয়সভিত্তিক দলের সাথে কাজ করে।

মা-বাবা ও যত্নকারী: বিভিন্ন জনসমষ্টি থেকে আসা অভিভাবক ও যত্নকারী যারা আদর্শিক মানগুলো ব্যবহার করবে।

জাতি, ধর্ম, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, লিঙ্গ, সক্ষমতা, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রধান অংশীজন/অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা যাতে ইএলডিএস সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়।

৮. বাংলাদেশে ইএলডিএস-এর যথার্থতা যাচাই

বাংলাদেশে ইএলডিএস এর উন্নয়ন ঘটেছে বৈশ্বিক উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এটা সর্বসম্মত যে, ইএলডিএস প্রস্তুত করা শেষ হলে উপরোক্ত আদর্শ কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে বাংলাদেশও এর যথার্থতা যাচাই করবে। ইএলডিএস প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করার জন্য গঠিত করিগরী দলে দেশের ইসিডি বিশেষজ্ঞরা জড়িত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পটভূমিতে ইএলডিএস এর কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থতা যাচাই এ প্রক্রিয়ার একটি অন্তর্গত অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ।

২০১৪ সালের মার্চ ম্যাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যথার্থতা যাচাই সর্ম্পকে ধারণা দেয়া এবং এর উপায় ও প্রক্রিয়া খুঁজে বের করার জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করে। ইউনিসেফ ভুটান ও চীন থেকে দুজন বিশেষজ্ঞকে এ কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানায় যারা নিজ দেশে যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রায় সব পক্ষ ও বিশেষজ্ঞরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক পর্যালোচনার পর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালনা পদ্ধতির বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বৈশ্বিক নির্দেশনা মেনে নিয়ে, ভুটান ও চীনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাংলাদেশের পটভূমিতে নিম্নলিখিত কারিগরী সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়:

- বিষয়বস্তু ও বয়স উভয়ের যথার্থতা যাচাই বাংলাদেশ পরিচালত হবে।
- বিষয়বস্তুর সবগুলো মানদন্ডের যথার্থতা ০ - ৮ বছর বয়সসীমার শিশুদের জন্যই যাচাই করা হবে।
- বয়সের সবগুলো মানদন্ডের যথার্থতা প্রাথমিকভাবে ৩ - ৬ বছরের শিশুদের জন্য যাচাই করা হবে।
- বাংলাদেশের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চর্চা ও আদর্শ যথার্থভাবে বিবেচিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থতা যাচাইয়ের প্রথম ধাপ হিসেবে বিষয়বস্তুর সবগুলো মানদন্ডের যথার্থতা যাচাই করা হবে।
- পরবর্তী ধাপে বাকি শিশুদের (০-৩ ও ৬-৮) বয়সের যথার্থতা যাচাই করা হবে।

৮.১ বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য

বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইএলডিএস এর মাধ্যমে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও বৈজ্ঞানিক ধারণা কতটা প্রতিফলিত হয় তা মূল্যায়ন করা।

৮.২ বাংলাদেশে ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাইয়ের কর্মপরিকল্পনা

ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নেতৃত্বে সম্পাদিত হয়। এ কাজে বাংলাদেশ শিশু একাডমী কর্তৃক বাস্তবায়িত শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিখন প্রকল্পের ২য় পর্যায় সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করে এবং এর মাধ্যমে ইউনিসেফ কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়াটি দুই ধাপে সম্পাদন করা হবে (১) বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাই ও (২) বয়সের যথার্থতা যাচাই। বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন) এর সহযোগিতায় এবং বয়সের যথার্থতা যাচাই করা হবে একটি কারিগরী সংস্থার মাধ্যমে। শিশুর বিকাশে প্রাক প্রারম্ভিক শিখন প্রকল্প ও কারিগরী সংস্থাকে সহযোগিতা করার জন্য ইউনিসেফও একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে।

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিখন প্রকল্প ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইএলডিএস এর বিষয়বস্তুর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করে। ইএলডিএস এর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার সার্বিক নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য মন্ত্রণালয় একটি পরিচালন কমিটি গঠন করে। পুরো যাচাই প্রক্রিয়াটিতে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান ও কারিগরী সহায়তার জন্য জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কারিগরী কমিটিও গঠন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ও পেশাজীবী বিশেষজ্ঞরা এ কমিটির সদস্য ছিলেন। আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়ার হাতিয়ার ও বিধিবিধান বাংলাদেশের পটভূমিতে সঠিকভাবে বিবেচিত হয়েছে কিনা সেদিকেও কমিটি লক্ষ্য রেখেছে।

উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, বিষযবস্তুর যথার্থতা যাচাই প্রক্রিয়া ২০১৬ সালে সম্পন্ন হয় এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইএলডিএস তৈরীর জন্য গঠিত কার্যকরী দলের কাছে জমা দেয়া হয়। কার্যকরী দল প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে সে আনুযায়ী যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য গঠিত কারিগরী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে বৈশ্বিক আদর্শিক মান ও কার্যপ্রণালী অনুসারে ইএলডিএস হালনাগাদ করে। চূড়ান্ত ইএলডিএস এর ইংরেজী ভাষ্য এখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও সংগঠনের কাছে বিতরণের জন্য প্রস্তুত।

৯. পরবর্তী ধাপ

বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ইসিডি পেশাজীবী/ব্যবহারকারী/যত্নকারীদের ব্যবহারের জন্য চূড়ান্ত ইংরেজী ভাষ্যটি বাংলায় অনুবাদ ও পুণর্বিন্যাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বয়সের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও বাংলা ভার্সনটি ব্যবহার করা হবে।

ক্ষেত্র ১: শারীরিক এবং পেশীর কার্যক্ষমতা

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.১: শারীরিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.১.১: পুষ্টি
আদর্শিক মান:	১.১.১.১: শিশু বিভিন্ন প্রকারের সুষম ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার খেতে এবং বয়স অনুযায়ী সঠিক ওজন ও উচ্চতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. জন্ম থেকে চাহিদা মাত্র মায়ের বুকের দুধ টানে অথবা চোষে। ২. মায়ের স্তন এবং খাবার দেখলে শিশু বুঝতে পারে এবং সেদিকে এগোয় এবং খাবার জন্য উৎসাহ দেখায়। ৩. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card –GMP Card, NNS, MoHFW).	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। • বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করার পূর্বে কোনরকম খাবার (যেমন মধু, চিনির পানি, ইত্যাদি) শিশুকে খাওয়াবেন না। • প্রথম ৬ মাস (১৮০ দিন) শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়াবেন। • দুধের বোতল এবং চুষনি পরিহার করুন। • শিশুর সাথে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (যেমন, চোখে চোখ রাখা, স্পর্শ করা, গুনগুন সুরে গান ও ছড়া গাওয়া) করুন। • শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। • জাতীয় কার্যক্রম (ইপিআই) অনুযায়ী টিকাদান নিশ্চিত করার জন্য শিশুকে ইপিআই সেন্টার বা স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে নিয়ে যান।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. স্তন নাগালে পেতে এবং খাওয়ার কাপ ও প্লেটের প্রতি আগ্রহ দেখায়। ২. অর্ধশক্ত খাবার খেতে শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • ৭ মাস হতে পরিমিত সম্পূরক খাবার শুরু করুন এবং পাশাপাশি ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ান। • খেতে এবং উপভোগ করতে খাবার সময়কে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করুন, (যেমন ধরতে, কামড়াতে,

৩. নিজে নিজেই খাবার (বিস্কুট ইত্যাদি) ধরে, কামড়ায় এবং চিবোয়। ৪. দিলে বিভিন্ন রকমের খাবার খায় (৭ মাস হতে)। ৫. নিজেই ধরতে এবং খেতে চেষ্টা করে (১২ মাস থেকে)। ৬. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card – GMP Card, NNS, MoHFW).	চিবোতে দিন) যাতে শিশু ধীরে ধীরে স্বাবলম্বি হতে পারে। ● জোর করে খাওয়ানো পরিহার করুন। ● শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। ● জাতীয় কর্মসূচী (ইপিআই/এনআইডি) অনুযায়ী শিশুকে ইপিআই সেন্টার বা স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে টিকার জন্য ও ৭ মাস বয়স থেকে ভিটামিন ’এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যান ।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সব শ্রেণীর খাদ্য থেকে বিভিন্ন খাবার খায়। ২. অন্যের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়াই কাপ/পেয়ালা ধরে নিজ হাতে খায়, চামচ ধরে এবং খাবার মুখে দেয় (১৫ মাস)। ৩. দিলে নতুন খাবার চেষ্টা করে এবং পছন্দ দেখায়। ৪. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card –GMP Card, NNS, MoHFW).	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● ২ বছর পর্যন্ত পরিমিত সম্পূরক খাবার খাওয়া বজায় রাখুন। ● পরিবারের খাওয়ার সময় শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করুন। ● বাড়ীর তৈরী নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের খাবার শিশুকে খাওয়ান (নতুন নতুন খাবার ও ফল যোগ করুন) ● জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন। ● খাবার প্রস্তুত করতে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করুন। ● খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (যেমন, কথা বলা, গল্প বলা, খাদ্যদ্রব্য ও খাওয়ানোর সরঞ্জামাদির সাথে পরিচিত করানো) করুন। ● শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। ● জাতীয় কর্মসূচী (ইপিআই/এনআইডি) অনুযায়ী শিশুকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে টিকার জন্য ও ভিটামিন ’এ’ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যান ।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সব শ্রেণীর খাদ্য থেকে বিভিন্ন খাবার খায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● পরিবারের খাওয়ার সময় শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

২. খাওয়া যায় এবং খাওয়া যায় না এমন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে (২৫ মাস থেকে)। ৩. দিলে নতুন খাবার চেষ্টা করে এবং পছন্দ দেখায়। ৪. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card –GMP Card, NNS, MoHFW)	• পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে সুযোগ দিন। • বাড়ীর তৈরী নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের খাবার শিশুকে খাওয়ান (নতুন নতুন খাবার ও ফল যোগ করুন) • জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন। • ফল ও সব্জী খেতে উৎসাহিত করুন। • খাবার প্রস্তুত করতে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করুন। • শিশুকে তার নিজের খাদ্য/খাবার খেতে উৎসাহিত করুন। • খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (যেমন, কথা বলা, গল্প বলা, খাদ্যদ্রব্য ও খাওয়ানোর সরঞ্জামাদির সাথে পরিচিত করানো) করুন। • শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। • জাতীয় কর্মসূচী (ইপিআই/এনআইডি) অনুযায়ী শিশুকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে টিকার জন্য ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যান ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সব শ্রেণীর খাদ্য হতে বিভিন্ন প্রকৃতির খাদ্য গ্রহণ। ২. খাবার পরিবেশন করা ও ভাইবোন ও অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে সাহায্য করে। ৩. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card –GMP Card, NNS, MoHFW).	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নিয়মিত শিডিউল মেনে খাবার ও নাস্তা খেতে উৎসাহিত করুন। • বিভিন্ন শ্রেণীর নানা রকম খাবার খেতে উৎসাহিত করুন। • পরিবারের অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে সুযোগ দিন। • খাবার তৈরী করতে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করুন। • শিশুর সাথে স্বাস্থ্যের জন্য খাবার ও পানির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলুন। • শিশুকে প্রচুর/পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি পান করতে উৎসাহিত করুন।

	● শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। ● জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন এবং এগুলোর কুফল সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে বলুন। ● শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান। ● জাতীয় কর্মসূচী (ইপিআই/এনআইডি) অনুয়ায়ী শিশুকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে টিকার জন্য ও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যান ।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সব শ্রেণীর খাদ্য থেকে বিভিন্ন খাবার খায়। ২. খাবার তৈরী করতে অংশগ্রহণ করে। ৩. খাবার পরিবেশন করতে সাহায্য করে এবং ভাইবোন ও অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে। ৪. জাতীয় মান অনুযায়ী শিশুর ওজন ও উচ্চতা অর্জন করে (Growth Monitoring and Promotion Card –GMP Card, NNS, MoHFW).	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে নিজে নিজে পাত্রের সাহায্যে খেতে সাহায্য করুন। ● নিয়মিত সময়সূচী মেনে খাবার ও নাস্তা খেতে উৎসাহিত করুন। ● বিভিন্ন শ্রেণীর নানা রকম খাবার খেতে উৎসাহিত করুন। ● শিশুর সাথে স্বাস্থ্যের জন্য খাবার ও পানির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলুন। ● পরিবারের অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে উৎসাহিত করুন। ● খাবার প্রস্তুত করতে সম্মতি দিন এবং বন্ধু ও অতিথিদের পরিবেশন করতে উৎসাহ দিন। ● জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন এবং এগুলোর কুফল সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে বলুন। ● শিশুকে প্রচুর/পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি পান করতে উৎসাহিত করুন। ● খাবার প্রস্তুত করতে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করুন। ● শিশুর বৃদ্ধি ও ওজন পর্যবেক্ষণের জন্য GMP Card ব্যবহার করে ওজন এবং উচ্চতা লিপিবদ্ধ করুন। এ জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে শিশুকে নিয়ে যান।

	• জাতীয় কর্মসূচী (এনআইডি) অনুয়ায়ী শিশুকে নিকটস্থ ইপিআই/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যান। • শিশুদেরকে বীজ বোনা, ফসল কাটা এবং ছোট বাগান করতে নিযুক্ত করুন। • খাবার পূর্বে কি ভাবে ফল ও সব্জী ধুতে হয় অনূশীলন করান এবং খাবার পূর্বে ধোয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সাধারণ ভাষায় শরীরের জন্য কিছু কিছু খাবার খাওয়ার উপকারীতা ও অপকারীতা ব্যাখা করতে পারে। ২. বড়দের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য চিনতে পারে। ৩. বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের পুষ্টিমান বর্ণনা করতে পারে (যেমন ডিম ও ডাল আমিষ আছে যা শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে)। ৪. পরিবারের সদস্য ও অতিথীদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • খাবার রান্না করার উপাদান সংগ্রহে নিয়োজিত করুন। • জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন এবং এগুলোর কুফল সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে বলুন। • শিশুর সাথে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সম্পন্ন খাবার সম্পর্কে আলোচনা করুন। • শিশুকে খাবার পরিবেশন করতে উৎসাহিত করুন এবং যথাযথ ব্যবহার/আচরণ করতে শেখান। • শিশুকে নিয়ে বাজার/দোকান থেকে পুষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের খাবার ক্রয় করুন এবং খাবারগুলো সম্পর্কে তথ্য দিন। • শিশুদেরকে বীজ বোনা, ফসল কাটা এবং ছোট বাগান করতে নিযুক্ত করুন। • খাবার পূর্বে কি ভাবে ফল ও সবজী ধুতে হয় অনূশীলন করান এবং খাবার পূর্বে ধোয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. নিজে নিজে স্বাধীনভাবে পাত্র ব্যবহার করে খায়। ২. সহজ/সাধারণ ভাষায় শরীরের জন্য কিছু কিছু খাবার খাওয়ার উপকারীতা ও অপকারীতা ব্যাখা করতে পারে। ৩. নির্ধারিত খাবারের মধ্য থেকে কোনগুলি পুষ্টিসম্পন্ন এবং কোনগুলি পুষ্টিসম্মত নয় সনাক্ত করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সম্পন্ন খাবার খেতে দিন। • শিশুদের খাবার তৈরী ও পরিবেশন করতে সম্মতি দিন। • জাংক ফুড (আবর্জনা খাদ্য/বাজে খাদ্য) পরিহার করুন। • স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সম্পন্ন খাবার সম্বন্ধে কথা বলুন। • খাবার পরিবেশন এবং খাবারের সময় যথাযথ ব্যবহার/আচরণ নিয়ে খেলা সাজান।

৪. বড়দের সাহায্য ছাড়াই বিভিন্ন গোত্রের/ধরনের খাবার চিনতে পারে। ৫. একই পুষ্টিমানের খাবার একত্র করতে পারে যেমন- রুটি, ভাত এবং শর্করা জাতীয় যা বল/শক্তি যোগায়। ৬. পরিবারের সদস্য ও অতিথীদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করত পারে।	• শিশুকে পুষ্টি সম্পন্ন খাবারের উপাদান ক্রয়ে বিভিন্ন চরিত্রে নিয়োজিত করুন।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.১: শারীরিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.১.২: শারীরিক সবলতা
আদর্শিক মান:	১.১.২.১: বিভিন্ন প্রকার শারীরিক কার্যকলাপের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি, মনোবল ও কর্মচাঞ্চল্য থাকার সক্ষমতা অর্জন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. জন্মের পর থেকেই হঠাৎ শব্দ হলে চমকে উঠে। ২. জাগ্রত অবস্থায় সচেতনতা (যেমন- আলো, শব্দ, ও অভিভাবকদের গলার স্বর, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যেমন হাসিতে সাড়া দেয়) দেখায়। চোখে চোখ রাখে এবং তুলে ধরলে এবং কথা বললে কান্না থামায়। ৩. ৩ মাস বয়সে শব্দের উৎসের দিকে চোখ ও মাথা ঘোরায়। ৪. অল্প সময়ের জন্য শারীরিক ক্রিয়া (যেমন- সক্রিয়ভাবে হাত পা নাড়ানো) বজায় রাখতে পারে। ৫. দিন এবং রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমায় (নবজাতক - ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশু প্রতিদিন গড়ে ১৬ ঘন্টা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • প্রতিদিন কয়েকঘন্টা শিশুকে খেলতে ও শারীরিক কর্মকান্ডের (যেমন হাত পা নাড়া) জন্য সুযোগ করে দিন। • যত্ন নেয়ার সময় (যেমন-ডায়াপার/ কাপড় বদলানো, গোসল ইত্যাদির সময়) শিশুর শরীর মালিশ করুন। • শিশুর সাথে প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ করুন। (যেমন- আদর করুন, কথা বলুন, চোখে চোখ রাখুন, স্পর্শ করুন, গুনগুন করে ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গান শোনান)। • ঘুম এবং নিদ্রার জন্য ও তার অবস্থানান্তরের জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন বা শিডিউল নিশ্চিত করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. জাগ্রত অবস্থায় সচেতনতা (যেমন- আলো, শব্দ, ও অভিভাবকদের গলার স্বর, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যেমন হাসিতে সাড়া দেয়) দেখায়। চোখে চোখ রাখে এবং তুলে ধরলে এবং কথা বললে কান্না থামায়। ২. একা একা মেঝেতে বসে থাকতে পারে। ৩. শারীরিক ক্রিয়া (যেমন-হাত পায়ের নড়াচড়া) কিছু সময়ের জন্য একনাগারে চালিয়ে যেতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে প্রতিদিন খেলার জন্য কয়েকঘন্টা সময় দিন এবং নিয়মিত কাঠামোগত ও কাঠামোহীন কর্মকান্ডে এবং পর্যাপ্ত অনুশীলনে নিয়োজিত করুন। • ঘুম এবং নিদ্রার জন্য ও তার অবস্থানান্তরের জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন বা শিডিউল নিশ্চিত করুন। • শিশুর সাথে খেলুন, নাচুন এবং হাটাহাটি করুন।

৪. দুরন্ত ও চাঞ্চল্যপূর্ণ খেলায় হর্ষোৎফুল্ল সাড়া দেখায়। ৫. ঝুনঝুনি দিলে সাথে সাথে ধরে, স্বতস্ফুর্তভাবে ঝাকায় ও শব্দ করে এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টির সামনে রাখে। ৬. শারীরিক অনুসন্ধিৎসা এবং প্রতিক্রিয়া (যেমন - কোন বস্তু সামনে দিলে ধরা) শুরু করে । ৭. দিন রাতে গড়ে ১৪ ঘন্টা ভালোমত ঘুমায়।	• শিশুকে খেলনা দিন এবং শিশুর সাথে খেলুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ১৫-৩০ মিনিট শারীরিক কার্যক্রিয়া একনাগরে বজায় রাখতে পারে (যেমন সক্রিয়ভাবে হাত পা নাড়ানো)। ২. ইচ্ছে করেই সামনের দিকে খেলনা ফেলে দেয় বা ছুড়ে এবং পড়ে যাওয়া দেখে। ৩. নিজে নিজে স্বাধীনভাবে হাটে এবং দৌড়ায়। ৪. বাড়ীর বাইরের ও ভিতরের খেলা খেলে। ৫. দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখায়। ৬. গড়ে দিনে রাতে ১৩ ঘন্টা ঘুমায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সব খেলায় হাটা, দৌড়, লাফ আছে তেমন খেলায় শিশুদের যোগ দিতে সুযোগ দিন। • শারিরীক কর্মকান্ডের সুযোগ দিন (যেমন মাদুরে বসে খেলতে দেয়া, শিশুকে নাচতে ও বল অথবা নরম খেলনা ছুড়তে বলা, অপিচ্ছিল ভূমিতে হাটতে দেয়া, টানা খেলনা দিয়ে খেলা)। • শিশুদের এমন উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিন যা কাঠামোগত শারীরিক কর্মকান্ড (যেমন, গান ও ছড়ার সাথে নড়াচড়া) আরোহন, ভারসাম্য অনুশীলন ইত্যাদির সাথে জড়িত। • শিশুদের শারীরিক কর্মকান্ডের পর বিশ্রাম করতে দিন। • ঘুম এবং নিদ্রার জন্য ও তার অবস্থানান্তরের জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন বা শিডিউল নিশ্চিত করুন। • শিশুর সাথে খেলুন, নাচুন এবং হাটাহাটি করুন। • শিশুকে খেলনা দিন এবং শিশুর সাথে খেলুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ১৫-৩০ মিনিট শারীরিক কার্যক্রিয়া একনাগরে বজায় রাখতে পারে যেমন সক্রিয়ভাবে হাত পা নাড়ানো। ২. বড় খেলনা সহজেই ঠেলে ও টানে, আসবাবপত্রের উপর উঠে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সব খেলায় হাটা, দৌড়, লাফ আছে তেমন খেলায় শিশুদের যোগ দিতে সুযোগ দিন। • শারিরীক কর্মকান্ডের সুযোগ দিন (যেমন মাদুরে বসে খেলতে দেয়া, শিশুকে নাচতে ও বল অথবা নরম খেলনা ছুড়তে বলা, অপিচ্ছিল

৩. নিজের শরীরের উচ্চতার উর্দ্ধ থেকে অর্থাৎ মাথার উপর হাত দিয়ে বল ছুড়ে মারতে পারে, বড় বলে লাথি মারতে পারে। ৪. সাধীনভাবে হাটতে এবং দৌড়াতে পারে। ৫. বাড়ীর বাইরের ও ভিতরের খেলা খেলে। ৬. দৈনন্দিন কাজে আগ্রহ দেখায়।	ভূমিতে হাটতে দেয়া, টানা খেলনা দিয়ে খেলা)। ● শিশুদের এমন উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিন যা কাঠামোগত শারীরিক কর্মকান্ড (যেমন, গান ও ছড়ার সাথে নড়াচড়া) আরোহন, ভারসাম্য অনুশীলন ইত্যাদির সাথে জড়িত। ● শিশুদের শারীরিক কর্মকান্ডের পর বিশ্রাম দিন। ● শিশুর সাথে খেলুন, নাচুন, দৌড়ান, এবং হাটাহাটি করুন। ● শিশুকে খেলনা দিন এবং শিশুর সাথে খেলুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ক্লান্তি ছাড়াই সক্রিয়ভাবে খেলাধুলা, বাইরের খেলায় এবং অন্যান্য অনুশীলনে সহজেই একনাগারে ৩০ মিনিট পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারে। ২. খেলাধুলার সাথীদের সাথে সংগতি রাখতে পারে। ৩. তালে তালে কুচকাওয়াজ করতে পারে। ৪. এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় শারীরিক কার্যকলাপ (যেমন- হাত/বাহু ছোড়াছুড়ি, উকি/হাততালি দেওয়া ইত্যাদি) অন্তর্ভূক্ত করতে পারে । ৫. নিয়মমত ঘুমের রুটিন মেনে ঘুমায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শারিরীক কার্যকলাপ (যেমন- নাচা, বল দিয়ে খেলা, হাটা, লুকোচুরি খেলা, দৌড়ানো ইত্যাদিতে) করার জন্য উৎসাহ দিন। ● দিনের বিভিন্ন সময়ে শিশুকে ব্যাপক প্রকারের শারীরিক কর্মকান্ডে এবং চলাচলের সাথে নিযুক্ত করুন। ● বন্ধু ও সমকক্ষীয়দের সাথে প্রতিদিন শারীরিক কার্যকলাপে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিন এবং তা মজাদার ও উপভোগ্য করার সুযোগ করে দিন। ● ঘড়ের বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলার সুযোগ দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ক্লান্তি ছাড়াই সক্রিয়ভাবে খেলাধুলা, বাইরের খেলায় এবং অন্যান্য অনুশীলনে সহজেই একনাগারে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। ২. বাইরের খেলাধুলার বন্ধুদের সাথে সংগতি রাখতে পারে। ৩. ৫ মিনিটের মত তালে তালে কুচকাওয়াজ করতে পারে। ৪. এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় শারীরিক কার্যকলাপ (যেমন- এক পায়ে লাফ ঝাপ দিয়ে হাটা এবং দৌড় ইত্যাদি) অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শারিরীক কার্যকলাপ (যেমন- নাচা, বল দিয়ে খেলা, হাটা, লুকোচুরি খেলা, দৌড়ানো ইত্যাদিতে) করার জন্য উৎসাহ দিন। ● দিনেবিভিন্ন সময়ে শিশুকে ব্যাপক প্রকারে শারীরিক কর্মকান্ডে এবং চলাচলের সাথে নিযুক্ত করুন। ● বন্ধু ও সমকক্ষীয়দের সাথে প্রতিদিন শারীরিক কার্যকলাপে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিন এবং তা মজাদার ও উপভোগ্য করার সুযোগ করে দিন।

৫. সহায়তা করলে ঘুমের অনুসংগিক কাজে (যেমন- কম্বল আনা, বিছানায় শোয়া ইত্যাদি) অংশ নিতে পারে।	● ঘরের বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলার সুযোগ দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. নিয়মিত শারীরিক কর্মকান্ডে (যেমন- হাটা, নাচা, সংঘবদ্ধ খেলা অথবা অনানুষ্ঠানিক খেলা ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে পারে। ২. সহজ গৃহস্থালি এবং শারীরিক টুকিটাকি কাজ যা দেহ সঞ্চালন ও কর্মের সাথে যুক্ত সেইসব কাজে (যেমন মেঝে ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা, খেলনা গুছিয়ে রাখা, ধোলাই কাপড় ঝুলানো, ঘরের এক কোনা হতে অন্য কোনে জিনিসপত্র সরিয়ে রাখা) অংশগ্রহণ করতে পারে। ৩. অল্প সহায়তা করলে ঘুমানোর অনুসংগিক কাজ (যেমন- কম্বল আনা, বিছানায় শোয়া ইত্যাদি) করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শারিরীক কার্যকলাপ (যেমন- নাচা, বল দিয়ে খেলা, হাটা, লুকোচুরি খেলা, দৌড়ানো ইত্যাদিতে) করার জন্য উৎসাহ দিন। ● ঘরের বাইরের শারীরিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট সময় দিন এবং নতুন গতিবিধি দেখান এবং নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করুন। ● প্রতিদিনের গৃহস্থালি এবং শারীরিক টুকিটাকি কাজ (যেমন মেঝে ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা, খেলনা গুছিয়ে রাখা, ধোলাই কাপড় ঝুলানো, বিছানা গুছানো, ঘরের এক কোনা হতে অন্য কোনে জিনিসপত্র সরিয়ে রাখা ইত্যাদি) শিশুকে করার জন্য সুযোগ দিন ও উৎসাহিত করুন। ● ঘরের বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলার সুযোগ দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. দীর্ঘকালীন সময় নিয়মিত শারীরিক কর্মকান্ডে (যেমন- হাটা, নাচা, আনুষ্ঠানিক খেলাধুলা ও অনানুষ্ঠানিক অনুশীলন) অংশগ্রহণ করতে পারে। ২. সহজ গৃহস্থালি এবং শারীরিক টুকিটাকি কাজ যা দেহ সঞ্চালন ও কর্মের সাথে যুক্ত সেইসব কাজ (যেমন মেঝে ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা, খেলনা গুছিয়ে রাখা, পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা , ঘরের এক কোনা হতে অন্য কোনে জিনিসপত্র সরিয়ে রাখা, থালা-বাসন পরিষ্কার করা ইত্যাদি) করতে পারে। ৩. সাহায্য ছাড়াই বেশীরভাগ সময় নিজে নিজেই ঘুমানোর অনুসংগিক কাজ (যেমন- কম্বল আনা, বিছানায় শোয়া ইত্যাদি) করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শারিরীক কার্যকলাপ (যেমন- নাচা, বল দিয়ে খেলা, হাটা, লুকোচুরি খেলা, দৌড়ানো ইত্যাদিতে) করার জন্য উৎসাহ দিন। ● ঘরের বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলার সুযোগ দিন। ● ঘরের বাইরের শারিরীক কর্মকান্ডে যথেষ্ট সময় দিন এবং নতুন গতিবিধি দেখান এবং নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করুন। ● প্রতিদিনের গৃহস্থালি এবং শারীরিক টুকিটাকি কাজ (যেমন মেঝে ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা, খেলনা গুছিয়ে রাখা, পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা , থালা-বাসন ধোয়া, বিছানা বিছানো ও গোছানো ইত্যাদি) শিশুকে নিজে নিজে করতে উৎসাহিত করুন।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.২: শারীরিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.২.১: স্থুল পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা
আদর্শিক মান:	১.২.১.১: শিশু বড় মাংসপেশী ব্যাবহার ও সমন্বয় করে চলাফেরা ও অঙ্গভঙ্গি করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. মৌলিক প্রতিবিম্ব -primitive reflex (যেমন: আকড়ে ধরা, চোষা, স্পর্শে মুখ ঘোরানো ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকবে। ২. বড় ঝাকুনির সাথে (large jerky movements) হাত পা ছোড়ে। বিশ্রামের সময় বৃদ্ধাংগুলি মুঠোর ভিতরে রখে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে রাখে । ৩. ১ মাস বয়সে চিৎ হয়ে শুতে পারে এবং মাথা একপাশে ঘুরিয়ে রাখে। ৪. পেটের উপর শুইয়ে দিলে সাথে সাথে মাথা একদিকে ঘুরিয়ে রাখে। ৫. হাত ধরে বসালে ৩ মাস বয়সে মাথা পশ্চাতে/পিছনের দিকে হেলিয়ে পড়ে না। ৬. ৩ মাস বয়সে চিৎ অবস্থা থেকে পাশে ফিরতে পারে। ৭. ৪-৫ মাস বয়সে পেটে ভর দিয়ে মাথা ও বুক উপরে তোলতে পারে। ৮. ৪-৫ মাস বয়সে পায়ের আঙ্গুল ধরে এবং মুখে দেয়। ৯. ৫-৬ মাসে উপুর থেকে চিৎ হতে পারে এবং কিছুদিন পরে চিৎ হতে উপুর হতে পারে। ১০. ৬ মাসে কারো সাহায্যে বসতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● স্তন্যপান করার সময় শিশুকে সঠিকভাবে ধরে দুধপান করান। ● কোন বস্তু (যেমন- আঙ্গুল, কাপড় ইত্যাদি) ধরতে এবং ছাড়তে সুযোগ দিন । ● শিশুর সাথে ছড়া-গান শুনিয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করুন। ● শিশুর পাশে খেলনা রাখুন যাতে সে চিৎ হয়ে পাশ ফিরে দেখতে/ধরতে পারে। ● ৪-৫ মাস বয়স থেকে শিশুকে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য উপুর করে শুইয়ে রাখুন। ● ৫-৬ মাস বয়স থেকে পিঠে হাত রেখে শিশুকে বসতে সহায়তা করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ৭ মাসে কারো সাহায্য ছাড়াই বসে। ২. ৭-৯ মাসে নিজেই শোয়া থেকে উঠে বসতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে নিজেই বসতে ও হামাগুড়ি দিতে সাহায্য করুন।

৩. ৭-৮ মাসে হামাগুড়ি দেয়। ৪. গড়িয়ে মেঝেতে অগ্রসর হয়, পেট দিয়ে ছেচড়ায় এবং হামাগুড়ি দেয়। ৫. ৮-৯ মাসে দাড়াতে পারে। ৮-৯ মাসে সাহায্যের সাথে এবং ১০-১১ মাসে সাহায্য ছাড়াই দাড়াতে পারে। ৬. ১০-১২ মাসে অন্যের সাহায্যের সাথে হাঁটে।	• ধরা যায়, টানা যায়, ঠেলা যায় এমন খেলনা দিয়ে শিশুকে খেলতে দিন। • শিশু মুক্তভাবে যেন চলতে পারে, হাটতে চেষ্টা করে, উঠতে এবং আরোহন করতে পারে, সেজন্য জায়গা করে দিন। • ছড়া/গানের সাথে শিশুর হাত পা নাড়াচাড়া করে খেলা করুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ১৩ মাসে কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটে। ২. দিক এবং গতি পরিবর্তন করে সহজেই হাঁটে (১৫-১৮ মাসে)। ৩. ১৬ মাসে কারও সাহায্য নিয়ে দুই পায়ে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠতে ও নামতে পারে। ৪. ১৮ মাসে খেলনা ঠেলতে এবং টানতে পারে। ৫. ১৮ মাসে বড়দের চেয়ারে আরোহন করতে পারে। ৬. ২৪ মাসে কোন লাইনের পাশ দিয়ে সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে হাঁটে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • ঘরে এবং বাইরে পেশীর কার্যক্ষমতার খেলার জন্য লম্বা সময় দিন। • শিশুকে হাঁটতে, দৌড়াতে, আরোহন করতে এবং লাফ দিতে সুযোগ দিন। • শিশুকে বিভিন্ন দ্রব্যের তৈরী নানারকমের খেলনা খেলতে দিন যাতে শারিরীক কসরৎ প্রয়োজন (যেমন- চড়া, দোল খাওয়া, আরোহন করা ইত্যাদি) • শিশুদের এমন সব কাজকর্মে জড়ান যা শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সহজেই বিছানায় উঠতে ও নামতে পারে। ২. ২৬ মাসে এক জায়গায় দাড়িয়ে দুই পা ব্যবহার করে লাফায়। ৩. ৩৩ মাসে সাহায্য ছাড়া পা বদল করে (প্রথমে এক পা পরে অন্য পা) সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে। ৪. ৩৬ মাস বয়সে গোলাকার কোন বস্তু/বাধার চারপাশে হাটতে এবং দৌড়াতে পারে এবং পায়ের পাতার উপর ভর করে দাড়াতে এবং হাটতে পারে। ৫. ৩৬ মাসে দুই হাত দিয়ে একটি বড় বল ধরতে পারে। ৬. ৩৬ মাসে বলে লাথি মেরে সামনের দিকে পাঠাতে পারে। ৭. সাহায্য করলে সংকীর্ণ প্রান্তে (on a low narrow edge, etc.) ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সব খেলায় হঠাৎ শুরু এবং থামতে হয় ও সমবয়সিদের তাড়া করা যায় এমন খেলার সুযোগ দিন। ছোট মই বেয়ে উঠতে সহযোগিতা করুন। • শিশুকে হাটতে, দৌড়াতে, আরোহন করতে এবং লাফ দিতে সুযোগ দিন। • শিশুকে বল নিয়ে খেলতে দিন। • বিভিন্ন দ্রব্যের তৈরী নানারকমের খেলনা (যেমন- চড়া, দোল খাওয়া, আরোহন করা, ব্লক খন্ড দিয়ে তৈরী বাড়ি ইত্যাদি) যাতে শারিরীক কসরৎ প্রয়োজন শিশুকে সেগুলো শিশুকে খেলতে দিন এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রতিবন্ধকতা (যেমন- বড় বালিশ, সিড়ি, ঢালু পথ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করুন।

	• শিশুদের এমন সব কাজকর্মে জড়ান যা শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. টেবিল ও চেয়ারের তলে হামাগুড়ি দিতে পারে। ২. ৩৭ মাস হতে সামান্য নিয়ন্ত্রন ও গতি রেখে বল লাথি মারতে ও ছুড়তে পারে। ৩. পায়ের আঙ্গুলের ডগায় ভড় করে হাটতে পারে। ৪. ৩৭ মাসে তিন চাকার সাইকেল পাদানি ব্যবহার করে চড়তে পারে এবং প্রশস্ত কোনের ভিতর গোলাকারে চালাতে পারে। ৫. ৪২ মাসে সাহায্য ছাড়াই একাই সিড়িতে উপরে উঠে এবং পা বদলিয়ে (এক পা আগে ও অন্য পরে) নামতে পারে। ৬. ৪২ মাসে ভারসাম্য রেখে দুই পায়ে লাফ দেয় এবং ছোট প্রতিবন্ধকতা/বস্তু অতিক্রম করতে পারে। ৭. ৪২ মাসে দড়ির উপর দিয়ে অল্প উচ্চতায় লাফ দিতে পারে। ৮. ৪৮ মাসে এক পায়ে লাফাতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে চারপাশে দৌড়াতে, আসবাবপত্রের নীচে হামাগুড়ি দিতে এবং নিরাপদ স্থানে আরোহন করতে সুযোগ দিন। • শিশুর সাথে খেলুন এবং নতুন কলাকৌশল ও গতিবিধি দেখান ও চেষ্ঠা করতে উৎসাহ দিন। • যে জন্তু লাফ দেয় তা অনুসরণ করে শিশুর সাথে খেলুন। • নড়াচড়ার সাথে সংগীত যোগ করে শিশুর সাথে গান করুন। • শরীরের সমস্ত প্রত্যঙ্গ যোগ করে নাচের মূদ্রা ব্যবহার করুন। • তিন চাকার সাইকেল দিন এবং চড়তে ও চালাতে সহযোগিতা করুন। • শিশুদের এক পায়ে লাফাতে উৎসাহ দিন ও সাহায্য করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. হাত দিয়ে রেলিং ধরে পা বদল করে (এক পা আগে ও অন্য পরে) সিড়িতে উঠতে ও নামতে পারে। ২. পায়ের আঙ্গুলের ডগায় ভর করে হাটতে, দাড়াতে ও দৌড়াতে পারে। ৩. গাছে ও মইয়ে উঠতে পারে। ৪. গতি নিয়ন্ত্রন করে বলে লাথি মারে। ৫. ৪৯ মাসে সহজেই ইউ টার্ন নিয়ে তিন চাকার সাইকেল চালাতে পারে। ৬. ৬০ মাসে সহজেই চিকন রেখার উপর হাটতে পারে। ৭. ৬০ মাসে পা বদলিয়ে লাফালাফি (skiping) করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে ও নীচে নামতে দিন। • শিশুদের জন্য নিরাপদ আরোহনের সুযোগ করে দিন। • শিশুকে বিভিন্ন সাইজের বল দিন। বিভিন্ন প্রকারের বল খেলায় নিয়োজিত করুন। • তিন চাকার সাইকেল দিন এবং চড়তে ও চালাতে উৎসাহিত করুন। • শিশুকে চিকন রেখার উপর হাটতে ও লাফালাফি করতে গাইড করুন। • শিশুকে লাফালাফি (skiping) করার সুযোগ করে দিন।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ১ - ৩ পদক্ষেপ পর্যন্ত পছন্দের পা দিয়ে লাফাতে পারে। ২. গতি নিয়ন্ত্রন করে বলে লাথি মারতে পারে। ৩. সাহায্য ছাড়াই চিকন রেখা ও নীচু দেয়ালের উপর হাটতে পারে। ৪. অন্তত পক্ষে ৫-১০ সেকেন্ড না পড়ে গিয়ে এক পায়ের উপর দাড়িয় থাকতে পারে, এমনকি হাত গুটিয়েও। ৫. পা বদল করে লাফালাফি (skiping) করতে পারে। ৬. যে কোন রকমের নড়াচড়া অনুকরণ করতে পারে, যেমন নাচের মূদ্রা। ৭. ছোট শিশুদের /বেবী বাইসাইকেল চড়তে ও চালাতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে বিভিন্ন সাইজের বল দিন। বিভিন্ন প্রকারের বল খেলায় নিয়োজিত করুন। ● শিশুকে অনুকরণ করার সুযোগ দিন এবং নড়াচড়া করার খেলা খেলুন। ● জন্তুদের চলাফেরা, চরিত্র অনুকরণ করতে এবং শরীরে বিভিন্ন ভঙ্গির (যেমন দুইজন শিশু তাদের শরীরের সাহায্যে বৃত্ত, ব্রীজ, চতুষ্কোন ইত্যাদি বানাবে) এবং আঙ্গুল দিয়ে আকার তৈরী করতে উৎসাহ দিন। ● শিশুকে লাফালাফি (skiping) করতে সুযোগ ও নির্দেশনা দিন। ● বেবী বাইসাইকেল দিন এবং চড়তে ও চালাতে সাহায্য করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. শরীরে উপর ও নীচের অংশের গতিময়তা/বিচলন সমন্নয় করতে পারে। ২. জটিল ধরনের শারীরিক বিচলন/কসরৎ (যেমন-লাফালাফি, দন্ডের উপর ভারসাম্য, একস্থান হতে অন্যস্থানে এক পায়ে লাফ) সহজেই সম্পন্ন করতে পারে। ৩. গতি নিয়ন্ত্রণ করে মাথার উপর দিয়ে বল ছুড়ে মারতে পারে। ৪. মাথা দিয়ে বল মারতে পারে। ৫. দলবদ্ধ খেলায় (যেমন- হাডুডু, দারিচা/ দাড়িয়াবান্ধা, ছিবুড়ি, এক্কা দোক্কা এবং অন্যান্য স্থানীয় সক্রিয়মুলক খেলা) খেলায় অংশ নিতে পারে। ৬. স্বাধীনভাবে বেবী সাইজ বাইসাইকেল চড়তে ও চালাতে পারে। ৭. সাহায্যের সাথে সাতরাতে পারে। ৮. সাহায্যের সাথে মই ও গাছে চড়তে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● বহিরাঙ্গনে শারীরিক অনুশীলনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দিন। ● শিশুকে বহিরাঙ্গনের খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে খেলা সংঘটিত করতে নিয়োজিত করুন। ● সমকক্ষীয়দের সাথে স্কুলে ও মাঠে দলবদ্ধ খেলায় (যেমন- হাডুডু, দারিচা/ দাড়িয়াবান্ধা, ছিবুড়ি, এক্কা দোক্কা এবং অন্যান্য স্থানীয় সক্রিয়মুলক খেলা) অংশ নিতে সুযোগ কওে দিন ও খেলতে উৎসাহিত করুন । ● বাইসাইকেল দিন এবং চড়তে ও চালাতে উৎসাহিত করুন।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.২: শারীরিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.২.২: সুক্ষ পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা
আদর্শিক মান:	১.২.২.১: শিশু হাত ও আঙ্গুলের ছোট মাংসপেশীর চালন সমন্বয় করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. প্রতিসমরূপে দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠি ধারন (Strong and symmetrical palmer grasp) করে যা ৪-৫ মাসের মধ্যে দ্রুত বিলীন হয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে মুষ্ঠি বন্ধ করে ও খোলে। ২. চিৎ হয়ে শোয়া- মুখের সামনে হাতের নড়াচড়া দেখে এবং আঙ্গুলের খেলায় নিমগ্ন হয়। ৩. ৩ মাসে বয়স্কদের আঙ্গুল/অন্যবস্তু ধরে ও ধরে রাখে। ৪. ৪ মাসে কোন বস্তু, খেলনা বা বোতল ধরবার জন্য হাত বাড়ায়। ৫. ৬ মাসে ধরে এবং এক হাত হতে অন্য হাতে বস্তু স্থানান্তর করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে ধরার জন্য (যেমন আঙ্গুল, কাপড়, খেলনা) হাত বাড়াতে এবং ধরতে সুযোগ করে দিন। ● হাত এবং আঙ্গুল সঞ্চালন করে এমন খেলা খেলুন ও গান করুন (হাততালি এবং হাত নাড়ানো)। ● যেসব পুতুল ও খেলনা চুপসে যায় সেধরনের পুতুল ও খেলনা শিশুকে ধরার জন্য দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. শক্ত বস্তু (যেমন- ঝুনঝুনি, ব্লক, কিউব) পুরো হাতের মুষ্ঠিতে ধরতে পারে। (৭ মাসে সম্পূর্ণ হাত দিয়ে ধরে)। ২. ৭ মাসে খাবার সময় কাপ ও গ্লাস ধরতে পারে। ৩. ৯-১০ মাসে ছোট জিনিস চিমটি দিয়ে তুলতে পারে। ৪. লেখা ও ছবি আকার সরঞ্জাম দিলে কাগজের উপর বড় বড় চিহ্ন আঁকে । ৫. ৯ মাসে পাত্র থেকে বস্তু খালি করতে পারে। ৬. ৮ মাসে বড় বইয়ের পাতা উল্টাতে পারে। প্রায়শই একাধিক পাতা উল্টাতে পারে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে শক্ত বস্তু (যেমন ঝুনঝুনি, ব্লক, কিউব) হাত বাড়িয়ে ধরবার ও ধরে রাখার সুযোগ করে দিন। ● হাত এবং আঙ্গুল সঞ্চালন করে এমন খেলা খেলুন ও গান করুন (হাততালি এবং হাত নাড়ানো)। ● খাওয়ানোর সময় শিশুকে কাপ/ গ্লাস ধরতে দিন। ● শিশুকে আঙ্গুলে ধরে খাবার জন্য যথাযথ খাদ্য (যেমন মুড়ি/চিড়া, ছোট বিস্কুট ইত্যাদি) দিন। ● শিশুকে মোটা পৃষ্ঠার বই ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম (মোমের রঙ্গিন চক, পেন্সিল) দিন। ● তাদের সাথে পড়ুন, আঁকিবুকি ও ছবি আঁকুন।

৭. ১১ মাসে হিজিবিজি ভাবে আঁকে। ৮. ১২ মাসে দুই ব্লকের মিনার/টাওয়ার বানাতে পারে।	● ধরা ও দক্ষতা সহকারে হস্তচালনের জন্য যেসব পুতুল ও খেলনা চুপসে যায় সেধরনের পুতুল ও খেলনা শিশুকে খেলতে দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. হাত দিয়ে শক্ত করে ধরার পরিপক্কতা থাকে (has mature grasp), ছোট জিনিস/বস্তু প্রায় চিমটি দিয়ে ধরার মত বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে ধরে। ২. তর্জনী দিয়ে জিনিস/বস্তু দেখায়। ৩. ১৩ মাসে রঙ্গিন চকের/ক্রায়ন দিয়ে আঁকা রেখা নকল করে আঁকতে পারে। ৪. ১৬ মাসে কিছু পেতে বস্তু (যেমন লাঠি) ব্যবহার করে। ৫. যে কোন হাত পরিবর্তন করে বস্তু ধরে। ৬. ১৮ মাসে ৩ টি ব্লকের মিনার/টাওয়ার বানাতে পারে। ৭. ধারাবাহিকভাবে বেশিরভাগ কাজেই এক হাত ব্যবহার করে। ৮. প্রায় সব সময় এক একটি একটি করে বইয়ের পাতা উল্টায়। ৯. ছোট ছোট বস্তু পাত্রের ভিতরে রাখে ও বের করে। ১০. পেন্সিল/ ক্রায়ন /চক/কয়লার এক প্রান্ত ধরে হিজিবিজি আঁকে। ১১. ২৪ মাসে পিন এবং সুতা তুলতে পারে। ১২. খুব অল্প সাহায্য নিয়ে হাত দিয়ে গ্লাস ধরে ভালভাবেই পানি খায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● যে সব শারীরিক কর্মকান্ড নড়াচড়ার সাথে আবেগের ব্যবহার একীভুত করে (যেমন কল্পিত খেলা, পা রং করা, ইশারা ইত্যাদি) সেগুলো করতে সুযোগ দিন। ● কোন নির্দিষ্ট কাজ যেভাবে শরীরের অংগ-প্রতংগ ব্যবহার করে করা হয় সে ধরনের কাজ শিশুদেরকে নিয়ে করুন (যেমন- তবলা/ঢোল বাজানো ইত্যাদি)। ● বিভিন্ন গঠন বিন্যাসের (textures) খেলনা ও বস্তু শিশুকে দিন ও খেলতে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদের নানা রকমের শব্দ (যেমন- ফু দিয়ে শিস দেয়া, বাশি, ঝুনঝুনি ও ঘন্টা বাজানো) করতে সাহায্য করুন। ● শিশুদের ছোট জিনিস (যেমন- মুড়ি, চিড়া) তুলতে দিন। ● শিশুদেরকে গ্লাস থেকে পানি খেতে সাহায্য করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ৭টির অধিক ব্লক/কিউব দিয়ে মিনার /টাওয়ার তৈরী করতে পারে	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদের এমন সব কাজ দিন যাতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে/অবস্থানে রেখে হাত ব্যবহার করতে এবং ধরতে পারে।

২. পাঁচ আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পেন্সিল/ ক্রায়ন/চক/কাঠ কয়লা ধরে এবং হিজিবিজি আঁকে। ৩. দাগ বা লাইনের বাইরে গেলেও একটানে রং করতে পারে (Colors with strokes going out of the lines) ৪. ২৫ মাসে ছোট ছোট মোড়ক (যেমন মিষ্টির/চকলেটের মোড়ক) থেকে কাগজের মোড়ক (wrapping paper) খুলতে পারে।	• শিশুদের গল্পের বই, ছবি দিন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার স্বাধীনতা দিন। • শিশুদের ছবি আঁকার সরঞ্জাম দিন এবং হিজিবিজি ও ছবি আঁকতে উৎসাহ দিন। • শিশুদের ব্লক ও কিউব দিয়ে মিনার/টওয়ার বানাতে গাইড করুন । • শিশুদের ছোট ছোট কাগজের মোড়ক খোলা শিখতে গাইড করুন ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. পছন্দনীয় হাত দিয়ে পেন্সিলের সুচাগ্রভাগের কাছে ধরতে পারে। ২. কলম ধরার মত মুষ্ঠিতে ধরে (তিন আংগুল দ্বারা ধরা) বিভিন্ন ধরনের অঙ্কনের ও চিত্রকলার উপকরণ (crayons, finger paint, leaves, beads, charcoal, chalk etc.) ব্যবহার করতে পারে। ৩. আকৃতি এবং জ্যামিতিক নকশা (খাড়া এবং সমান্তরাল রেখা, ক্রস এবং তীর্যক রেখা ইত্যাদি) আঁকে এবং নকল করতে পারে । ৪. ৩৭ মাসে কাঁচি দিয়ে সোজা করে কাটে। ৫. নয় অথবা দশ কিউবের মিনার/টাওয়ার বানাতে পারে। ৬. ক্ষুদ্র বস্তু (string beads, fits small objects in holes, etc.) সহজেই নিপুনভাবে ব্যবহার করতে পারে । ৭. সহজ প্যাজল (puzzles) সম্পন্ন করতে পারে। ৮. ৩৭ মাসে বৃত্ত এবং ৪২ মাসে বর্গ নকল করতে পারে। ৯. মানুষের মাথা আঁকে এবং তার সাথে অন্য ১/২ টি অঙ্গ যোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে দ্রব্যাদি দিন এবং ছবি আঁকতে, কাটতে, আঠা লাগানোর কাজে নিয়োজিত করুন যেন হাতের আঙ্গুল ও হাত সমন্বয় করার মাধ্যমে কাজটি করার সুযোগ পায়। • ছবি আঁকার কাগজ ও দ্রব্যাদি দিন এবং আঁকা ও অনুকরন করার নিয়ম বলে দিন। • খেলাধুলার মাধ্যমে ছবি আঁকতে, অনুকরন করতে এবং অভিনয় করতে গাইড দিন। • প্যাজল (puzzles) ও কিউব নিয়ে খেলার সুযোগ দিন।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ছবি আঁকার ও শিল্পকর্ম/চিত্রকলার বিভিন্ন উপকরণ (পেন্সিল, রং খড়ি, তুলি, পাতা, দানা, কয়লা ইত্যাদি) ব্যবহার করে ছবি আঁকে। ২. ছোট শলা (দেশলাইয়ের কাঠি) এবং বীজ (সীম, মটর, তেতুল) ব্যবহার করে বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করে। ৩. সাহায্য ছাড়াই কাচি ব্যবহার করে বক্র রেখায় কাটে। ৪. দশ এবং তার বেশী কিউব দিয়ে মিনার/টাওয়ার এবং ৩টির ব্রীজ তৈরী করে। ৫. কিছু কিছু অক্ষর এবং সংখ্যা লেখে যা সনাক্ত করা যায়। ৬. ঢাকনার/ছিপির প্যাচ দেয় এবং খোলে। ৭. বড় বোতাম লাগায়। ৮. দাগ বা লাইনের বাইরে না গিয়ে একটানে রং করতে পারে। ৯. ক্রস এবং বৃত্ত নকল করে। ১০. মাথা, পা, ধড় এবং বাহু সহ মানুষ আঁকে। ১১. মৌলিক ৪ রং মিলাতে এবং নাম বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদের অঙ্কন এবং শিল্পকর্মের/ চারুকলার সরঞ্জামাদি দিন এবং বিভিন্ন আকৃতি পরিমাপ এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আঁকার জন্য গাইড করুন। • নিপুনভাবে হস্ত চালনার/ ব্যহার করার দ্রব্যাদি (যেমন সুতার রোল, ফুলের হার, দেশলাই কাঠি, প্লাস্টিক বোতল ছিপিসহ, ইত্যাদি) দিন ও এগলো ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন। • কাজ কর্মের মাঝে যথা সম্ভব বেশি করে তার জানা অক্ষর এবং সংখ্যা লেখার জন্য শিশুকে উৎসাহ দিন। • নিজের জামা ও জুতা পড়তে ও খুলতে শিশুকে উৎসাহ দিন। • রঙ মেলানোর খেলার সুযোগ দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. প্রতিদিনের কাজ (যেমন- খেতে, লিখতে, উঠাতে এবং দ্রব্যাদি দিতে) পছন্দনীয় নির্দিষ্ট হাত দিয়ে করে (Displays a definite hand preference)। ২. উদ্দেশ্যমূলকভাবে খাড়া এবং সমান্তরাল রেখা/ বৃত্ত আঁকে এবং তীর্যক লাইন/ বর্গক্ষেত্র/ আয়তক্ষেত্র/ ত্রিভুজ এবং মৌলিক আকৃতির ধরন নকল করে। ৩. দেখিয়ে দিলে কোন কিছুর অনুরূপ মডেল তৈরী করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • লেখার সরঞ্জামাদি দিয়ে বিভিন্ন বস্তুকে সাজানোর কার্যক্রমে শিশুকে নিয়োজিত করুন। • তাদের নিজের কাজের সময় তাদের নাম লিখতে বলুন। • বিভিন্ন আকৃতি, মাপ, এবং মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকার সরঞ্জামাদি দিন এবং আঁকার সুযোগ করে দিন। • রঙ মেলানো খেলার সুযোগ করে দিন।

৪. মাথা, পা ও ধড় এবং বাহু, আঙ্গুল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট সহ মানুষ আঁকে। ৫. ৪টি মৌলিক রঙের নাম বলে এবং ১০-১২ টি রং মেলাতে পারে (matches 10 -12 colors)।	• প্রতিদিন কার্যক্রমের মাঝে নিজের খাবার খাওয়া, খেলনা গুছিয়ে রাখা, কাজের জন্য সরঞ্জামাদি তৈরী করার সুযোগ করে দিন। • সহপাঠিদের/সমবয়সিদের সাথে বিভিন্ন দলীয় কাজ, প্রতিযোগিতা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ ও অনুমতি দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. হাত ও চোখের সমন্বিত জটিল কাজগুলো (যেমন- কাপড় বাধা, ভিন্ন আকৃতি কাটা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস একসাথে রাখা) করতে পারে। ২. জটিল আকার/আকৃতি নকল করতে পারে । ৩. মানব আকৃতি (যেমন- মাথা, চোখ, মুখ, ধড়, বাহু, হাত, আঙ্গুল, পা ও পায়ের পাতা) আঁকতে পারে । ৪. গিট দিতে/জুতার ফিতা বাধতে পারে। ৫. নিজের পোশাক/জামায় বোতাম লাগাতে পারে। ৬. ছুড়ে দেয়া বল ধরতে পারে। ৭. সুতা লাগানো, আঠা লাগানো এবং কাচি দিয়ে কাটতে পারে।	• বিভিন্ন পন্থা (যেমন- drawing points/ lines/ shadows and gluing leaves, textures, decorating objects etc) ব্যবহার করে শৈল্পিক কাজ করতে শিশুকে নিয়োজিত করুন । • হাত দিয়ে বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম বানাতে, পানি ও কাদা দিয়ে খেলতে শিশুকে উৎসাহিত করুন। • শিশুকে মানুষের ছবি আঁকার, রং করার ও কাঁচি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আকার/আকৃতি কাটার সরঞ্জাম দিন এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন। • শিশুকে নিজের পোশাক এবং জুতা পরতে উৎসাহ দিন।

ক্ষেত্র:	১. শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.২ পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.২.৩ সংবেদনসম্বন্ধীয় পেশীর কার্যক্ষমতার দক্ষতা
আদর্শিক মান:	১.২.৩.১ গতি নিয়ন্ত্রনে শিশু তার পঞ্চইন্দ্রিয় (দেখা, শোনা, স্পর্শ, ঘ্রান, ও স্বাদ) ব্যবহার করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. উচ্চ শব্দে চমকে উঠে এবং কাঁদতেও পারে। ২. শোয়া অবস্থা থেকে বসালে চোখ খোলে- doll's eye movements of eyes। সাধারনত: শোয়া অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখে। ৩. মানুষ দেখে এবং ১৮০° পর্যন্ত চলমান বস্তু অনুসরণ করে। ৪. শব্দ বা স্পর্শের দিকে ঘুরে বা তাকিয়ে সাড়া দেয়। ৫. ভেজা ন্যাপিতে রাখলে বা মশা/অন্য পোকায় কামড়ালে অস্বস্তি (কাঁদে, শব্দ করে, সরে যাবার চেষ্টা করে) প্রকাশ করে । ৬. হাত ও চোখের গতি সমন্বয় (Coordinates eye and hand movements) করতে পারে (যেমন-দিলে জিনিস মুখে দেয়)। ৭. ঝাকানো এবং দোলানো উপভোগ করে (যেমন- হাসে, খিলখিল করে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নিচু ও মৃদু স্বরে শিশুর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া (যেমন- কথা বলা, গান-ছড়া শোনানো) করুন। উচ্চ শব্দ/ চিৎকার পরিহার করুন। • শিশুকে শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখুন এবং মশা/পোকা থেকে রিাপদে রাখুন। • রঙিন দোদুল্যমান খেলনা শিশুর চোখের সামনে ধরুন এবং ঘোরান যা সে ধরতে পারে। • বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুকে কথা/গান-ছড়া শোনান এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ আলতোভাবে স্পর্শ করে আদর করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. শব্দ বা স্পর্শের দিকে ঘুরে বা তাকিয়ে সাড়া দেয়। ২. ভেজা ন্যাপিতে রাখলে বা মশা/অন্য পোকায় কামড়ালে অস্বস্তি প্রকাশ করে (কাঁদে, শব্দ করে, সরে যাবার চেষ্টা করে)। ৩. হাত ও মুখ দিয়ে বস্তু অন্বেষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নিচু ও মৃদু স্বরে শিশুর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া (কথা বলা, গান শোনানো) করুন। উচ্চ শব্দ/চিৎকার পরিহার করুন। • শিশুকে শুষ্ক, পরিষ্কার এবং মশা/পোকা থেকে রিাপদে রাখুন। • বিভিন্ন প্রকৃতির এবং রঙের খেলনা ও দ্রব্য দিন।

৪. হাত ও চোখের গতির/নড়াচড়ার সমন্বয় করে (Coordinates eye and hand movements) কিছু করতে পারে (যেমন- কোন জিনিস দিলে মুখে দেয়)। ৫. ঝাকানো এবং দোলানো উপভোগ করে (হাসে, খিলখিল করে)। ৬. বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠতল এবং বয়ন বিন্যাস- textures (যেমন- মাদুর/পাটি, মাটির মেঝে, নরম বালিশ ইত্যাদি) অনুসন্ধান করে এবং অনুভূতি প্রকাশ করে।	• শিশুদের রং, আকৃতি, গল্প, স্বাদ, তাপ ইত্যাদি শিখতে সাহায্য করুন এবং বেশী উষ্ণ বা ঠান্ডা খাবার ও জিনিস কেন ধরবেনা তা ব্যাখা করে বলুন। • শিশুকে বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠতল এবং বয়ন বিন্যাস সম্পন্ন জিনিস দিয়ে তা অনুসন্ধান এবং অনুভব করতে দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ব্লক বা পাজল দিয়ে কিছু তৈরির সময় চোখ এবং হাতের সমন্বয় প্রদর্শন করে। ২. ২ বা ৪ ব্লকের/কিউবের মিনার/টাওয়ার বানাতে পারে। ৩. বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু (যেমন- বালি, পানি, পাতা, প্লাষ্টিক, স্পঞ্জ ইত্যাদি) নিয়ে খেলা উপভোগ যেমন- সক্রিয় অংশগ্রহণ, হাসি, খিলখিল) করে। ৪. বড়দের সহায়তায় মৌলিক সৃষ্টিশীল মুদ্রা সম্পাদন করতে পারে (যেমন-গানের/তালের সাথে নাচে)। ৫. যে সব খাবার বেশী চিবুতে হয় তা খায়। ৬. হাটতে বাধা পেলে নিজের শরীরের চলন নিয়ন্ত্রন করে। ৭. পরিচিত মানুষ, জন্তু জানোয়ার অথবা খেলনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদের যেসব খেলা শারীরিক অনুশীলনের সাথে ইন্দ্রিয়ের চলনের/গতির সমন্বয় ঘটায় সেসব খেলতে দিন (যেমন- ছায়া খেলা, ঢোলের তালে নাচ ইত্যাদি)। • শিশুর সাথে কিছু করে শরীরের নানা মডেল অঙ্গভঙ্গি (যেমন- নাচ, ড্রাম/তবলা বাজানো ইত্যাদি) তৈরী করুন । • বিভিন্ন ধরনের ও প্রকৃতির বস্তু দিন এবং নাম শিখতে সাহায্য করুন। • ভিন্ন স্বাদ এবং প্রকৃতির খাবার (যেমন সুজি, হালুয়া, নরম ফল) খেতে দিন। • শিশুদেরকে বিভিন্ন শব্দ (যেমন- শিশ/বাশি বাজানো, ঝুনঝুনি ঝাকানো, ঘন্টা বাজানো ইত্যাদি) করতে সাহায্য করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ব্লক বা পাজল দিয়ে কিছু তৈরি অথবা শলা বা ছিদ্রে সুতা পড়ানোর সময় চোখ এবং হাতের সমন্বয় প্রদর্শন করে (Demonstrates eye-hand coordination)। ২. বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু যেমন-বালি, পানি, পাতা, প্লাষ্টিক, স্পঞ্জ ইত্যাদি) নিয়ে খেলা উপভোগ (সক্রিয় অংশগ্রহণ, হাসি, খিলখিল) করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদের যেসব খেলা শারীরিক অনুশীলনের সাথে ইন্দ্রিয়ের চলনের সমন্বয় ঘটায় সেসব খেলতে দিন (ছায়া খেলা, ঢোলের তালে নাচ খেলা ইত্যাদি)। • শিশুর সাথে কিছু করে শরীরের নানা মডেল অঙ্গভঙ্গি (যেমন- নাচ, ড্রাম/তবলা বাজানো ইত্যাদি) তৈরী করুন।

৩. নিজেই একাকি মৌলিক সৃষ্টিশীল/সৃজনশীল শারীরিক গতিশীলতা সম্পাদন করে (যেমন- গান/তালের সাথে নাচ)। ৪. কোন জায়গায় ক্ষতিকারক বস্তু থাকলে সেখানে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রন করে যেমন- টেবিলের চারপাশে আঘাত এড়িয়ে চলে)। ৫. আরোহনে, ঢালুতে হাটতে, ছেচড়াতে এবং দোল খেতে মজা পায় ও আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বিভিন্ন ধরনের ও প্রকৃতির বস্তু দিন এবং নাম শিখতে সাহায্য করুন। • শিশুদেরকে বিভিন্ন শব্দ (যেমন- শিষ/বাশি বাজানো, ঝুনঝুনি ঝাকানো, ঘন্টা বাজানো, ইত্যাদি) করতে সাহায্য করুন। • শিশুদেরকে আরোহন করতে, ঢালুতে হাটতে, ছেচড়াতে এবং দোল খেতে সুযোগ করে দিন ও এগুলো করতে উৎসাহিত করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. আশে-পাশের পরিবেশের উদ্দীপকে (environmental stimuli) যথাযথ সাড়া দেয় (যেমন- সহজে নামতে হাটু ভাজ করে, দ্রুত বাধা এড়াতে সরে যায়, বিভিন্ন গন্ধ চিনে)। ২. জীবজন্তুর চলাফেরা অনুকরন করে এবং তাদের মত শব্দ করে। ৩. হাত ও চোখের ভালো সমন্বয় করতে পারে (মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠা বল ধরা)। ৪. যে সব কাজে ঠেলা দিতে হয়, মইতে উঠতে হয়, দোল খেতে ও ছেচড়াতে হয় সেগুলো আগ্রহ নিয়ে করে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সব খেলায় ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক চলাচলকে জড়িত করে (যেমন- বস্তুকে ঠেলা দেয়া, ছোট মই বেয়ে উঠা, দোলানো ও ছেচড়ানো) এসব খেলা শিশুদেরকে খেলতে দিন। • যে সব খেলায় শিশুরা জন্তুর চালচলন ও শব্দ অভিনয় করে তেমন খেলা শিশুর সাথে খেলুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. চলাচলের মাধ্যেমে ধারনা প্রদর্শন করতে পারে (যেমন- চলাচল, শব্দ, পোষাক এবং নাটকীয়তায় জন্তুকে অনুকরন করা)। ২. হাত ও চোখের ভালো সমন্বয় করতে পারে (মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠা বল ধরা)। ৩. আরোহন করা, দোলনায় দোল খাওয়া এবং ছেচড়ানোর মত কাজে আগ্রহ নিয়ে করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সব খেলায় ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক চলাচলকে জড়িত করে (যেমন- বস্তুকে ঠেলা দেয়া, ছোট মই বেয়ে উঠা, আরোহন, দোলনায় দোল খাওয়া ও ছেচড়ানো) এসব খেলা শিশুদেরকে খেলতে তিন। • প্রতিবন্ধকতা সহ খেলার ব্যবস্থা করুন যা শিশুকে এড়াতে, অতিক্রম করতে বা আরোহন ইত্যাদি করতে হবে। • শিশূর সাথে এমন কাজকর্ম করুন যা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে জড়িত করে (যেমন- একসাথে রান্না করা)।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. কর্মে অনুভুতির সচেতনতা প্রদর্শন করে (যেমন- না দেখে লুকানো জিনিস ছুয়ে চিনতে পারে, শব্দ শুনে ও দিক বুঝে কিছু নির্দিষ্ট নড়াচড়া করতে পারে, চোখ বন্ধ করে গন্ধ সনাক্ত করা)। ২. বিভিন্ন রকমের সংকেত দেখে/শুনে (যেমন- রং, শব্দ, গ্রাফিক সংকেত) চলাফেরার ছন্দ, দিক ও গতি পরিবর্তন করে। ৩. কিছুটা দৃঢ়তার সাথে ব্যাট দিয়ে মাঝারি আকারের (৬”-৮”) বল আঘাত করে। ৪. ৫-১০ ফুট দুর হতে ছুড়ে দেয়া বল ধরে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● বিভিন্ন আকার, প্রকৃতি, শব্দ এবং গন্ধ চিনতে শিশুদের সাথে খেলা করুন। ● “শুরু এবং শেষ” এর মত খেলা ব্যবহার করুন। ● শিশুদের “স্ট্যাচু (মুর্তি)”, “লুকোচুরি”, “কানামাছি”-র মত খেলা শেখান। ● শিশুদের ব্যাট বল দিয়ে খেলতে দিন (ছুড়ে মারা এবং ধরা ইত্যাদি)।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. গ্লাস ভর্তি পানি/দুধ, কাপ ও পিরিচ ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে না ফেলে নিয়ে যেতে পারে। ২. দলবদ্ধভাবে তেজী ও গতিশীল সক্রিয় খেলা নিয়ম-কানুন সহ করে (যেমন- ফ্রীজ ট্যাগ, লুকোচুরি, কানামাছি)। ৩. মাঝারি ধরনের নিয়ন্ত্রন সহ ক্ষুদ্র মাংসপেশির শক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় এমন কাজ করতে পারে (যেমন- spray bottle, hole punching)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● যখন কোন বিশেষ সংকেত শুনবে অথবা গানের ছন্দ পরিবর্তন হবে তখন শিশুদের নড়াচড়া পরিবর্তন করতে বলুন। ● দিক ও গতি পরিবর্তন সম্বলিত খেলা খেলুন। ● “নেতাকে অনুসরণ কর” খেলা খেলুন। নিজে বা অন্য শিশু যেসব চলাফেরা করে তা শিশুকে করতে বলুন। “শুরু করো এবং থামো” এমন খেলা খেলুন। ● শিশুদের “স্ট্যাচু (মুর্তি)”, “লুকোচুরি”, “কানামাছি”-র মত খেলা শেখান।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.৩: স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যবিধি
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.৩.১: নিরাপদ থাকার আচরন
আদর্শিক মান:	১.৩.১.১: শিশু ক্ষতিকারক বস্তু ও পরিস্থিতি পরিহার করার সক্ষমতা প্রদর্শন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. কান্না করে, হাত- পা ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেড়ে অস্বস্তি প্রকাশ করে। ২. পরিচিত যত্নকারীদের প্রতি আস্থা দেখায়। (যেমন- যত্নকারীদের চোখে চোখ রাখে, বড়দের সাহায্যে শান্ত হয়)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে সার্বক্ষনিক/সবসময় বড়দের রক্ষণাবেক্ষনে, তত্ত্বাবধানে ও যত্নে রাখুন। • শিশু বান্ধব পরিবেশে শিশুকে রাখুন (যেমন– শরীর উষ্ণ রাখুন, পরিস্কার ও শুকনা কাপর ব্যবহার করুন, শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ/ বিপদজনক বস্তু এবং রন্ধন এলাকা থেকে নিরাপদে রাখা)। • শিশুর অবহেলা/অবজ্ঞার ঝুকির হেতু/কারন ও আলামত সম্বন্ধে বুঝুন এবং যথাযথভাবে সাড়া দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. বড়দের থেকে বিপদের ইশারা/ ইঙ্গিত পেলে সাড়া দেয় ও যত্নকারীর কাছে চলে যায়। ২. পরিবারের সদস্য, যত্নকারী ও অপরিচিতদের থেকে অঙ্গভঙ্গির (যেমন- বন্ধুসুলভ/অবন্ধুসুলভ, সুখী/অসুখী, প্রতিক্রিয়া) মাধ্যমে প্রকাশের প্রভেদ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে সার্বক্ষনিক/সবসময় বড়দের রক্ষণাবেক্ষনে, তত্ত্বাবধানে ও যত্নে রাখুন। • শিশুর জন্য নিরাপদ শিশু বান্ধব পরিবেশ (যেমন- শ্বাসরোধকারী ঝুকি এবং বিষ নাগালের বাইরে রাখুন, বৈদ্যুতিক তার/সুইস/বোর্ড/সংযোগ সমূহ আচ্ছাদিত রাখুন, রান্নাঘর-এ বেড়া দিন) নিশ্চিন্ত করুন এবং বিপদজনক বস্তু ও অবস্থা থেকে দুরে রাখুন। • বেশী গরম জিনিস ধরা/ছোয়া কেন নিরাপদ নয় তা ব্যাখ্যা করে বলুন। • শিশু অবহেলা/অবজ্ঞার ঝুকির হেতু/কারন ও আলামত সম্পর্কে নিজে জানুন এবং সে অবস্থা থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য যথাযথভাবে সাড়া দিন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. যত্নকারী যখন না বলে তখন প্রতিক্রিয়া (কাঁদে, দুঃখভারাক্রান্ত মুখের ভাব, বদমেজাজী) দেখায়। ২. তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা পেলে বিপদ (যেমন-স্টোভ, পুকুর, ছুরি ইত্যাদি) এড়িয়ে চলতে শুরু করে । ৩. যখন কেউ তাকে আঘাত করে/তাকে খারাপ লাগায়/অস্বস্তিতে ফেলে তখন তা যত্নকারীকে বলে। ৪. সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত স্থানে (public places) হাটার সময় যত্নকারীর হাত ধরে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● 'না' বলার প্রতিক্রিয়ায় শিশুর পিঠ আরতোভাবে থাবড়িয়ে/ আস্বস্ত করে/প্রসংসা করে/ব্যাখ্যা করে সান্তনা দিন। ● শিশুকে সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে রাখুন এবং বিপদজনক পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য দূর্ঘটনা যা যা ঘটতে পারে তা থেকে নিরাপদ থাকার নির্দেশনা দিন। একই নির্দেশনা বারবার দিন। ● পুড়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, জখম হওয়ার থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে রাখুন ও এগুলো যাতে না ঘটে সেই পদক্ষেপ নিন। ● শিশু ভয় পেলে, বড়/সময়সী কেউ আঘাত করলে অথবা নিরাপদ নয় এমন কিছু দেখলে শিশু যাতে বড়দের জানায় তা শিক্ষা দিন। ● শিশু অবহেলা/অবজ্ঞার ঝুকির হেতু/কারন ও আলামত সম্পর্কে নিজে জানুন এবং সে অবস্থা থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য যথাযথভাবে সাড়া দিন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সহজ বিপদ সংকেত (যেমন- থামো, গরম, অপেক্ষা কর ইত্যাদি) যা ক্ষতিরোধ করে সেঅনুসারে তাতে সাড়া দেয়। ৫. তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা পেলে বিপদ (যেমন-স্টোভ, পুকুর, ছুরি ইত্যাদি) এড়িয়ে চলতে শুরু করে । ২. কেউ তাকে আঘাত করলে/খারাপ অনুভব করলে/অস্বস্তিদায়ক হলে যত্নকারীকে জানায়। ৩. সর্বসাধারণের জায়গায়/রাস্তায় হাটতে জানে এবং যত্নকারীদের হাত ধরে। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত স্থানে (public places) কিভাবে হাটতে হয় তা জানে এবং হাটার সময় যত্নকারীর হাত ধরে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে রাখুন এবং বিপদজনক পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য দূর্ঘটনা যা যা ঘটতে পারে তা থেকে নিরাপদ থাকার নির্দেশনা দিন। একই নির্দেশনা বারবার দিন। ● শিশুকে জরুরী অবস্থায় সাহায্যের জন্য কাকে ফোন করতে হবে বা কার কাছে যেতে হবে তা শিক্ষা দিন। ● শিশুকে তার ব্যক্তিগত বিপদে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা বড়দেরকে বলতে উৎসাহিত করুন। ● শিশুকে সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে রাখুন ও ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, সড়ক দুর্ঘটনা এবং বহিরাগমনের বিপদসংকুল স্থান পরিহার করার পদক্ষেপ নিন। ● শিশু ভয় পেলে, বড়/সময়সী কেউ আঘাত করলে অথবা নিরাপদ নয় এমন কিছু দেখলে শিশু যাতে বড়দের জানায় তা শিক্ষা দিন।

৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. যখন বিপদজনক আচরণ পরিলক্ষণ করে (যেমন-অন্যরা খেলার মাঠে খেলার সময় পাথর ছোড়া, যখন কেউ বকা খায়, অন্য শিশু ধারালো ও বিপদজনক বস্তু নিয়ে খেলে) তখন সহপাঠি এবং বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ করে। ২. নিরাপদ ও অনিরাপদ স্পর্শ বুঝতে পারে। ৩. জানে যে বয়স্কদের সাহায্য ছাড়া রাস্তা পার হবে না। ৪. বয়স্কদের সহযোগিতা ছাড়া ঔষধ ধরে না বা খায় না, কিন্তু জানে যে ঔষধে রোগ সারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • গল্প পড়ে/ঝুকিপূর্ণ অবস্থার দৃষ্টান্ত দিতে (যেমন- অচেনা বোতল হতে পানি পান করা, পুকুর অথবা আগুনের শিখার কাছে যাওয়া ইত্যাদি) ছবি ব্যবহার করুন এবং অনুরূপ অবস্থায় পড়লে শিশু কি করবে তা আপনাকে বলতে বলুন। • নিরাপদ ও অনিরাপদের পার্থক্য এবং বিপদজনক বস্তু ও পরিস্থিতি সম্পর্কে শিশুকে সার্বক্ষনিভাবে বলুন। • সে যে সবল ও সামর্থ এবং নিরাপদে থাকার জন্য আপনার উপর আস্থা রাখতে পারে তা শিশুকে বলুন। • নিরাপদে থাকার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং উপকরণ শিশুকে প্রদর্শন করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. যখন বিপদজনক আচরণ (যেমন- অন্যরা খেলার মাঠে খেলার সময় পাথর ছোড়া, যখন কেউ বকা খায়, অথবা যদি অন্য শিশু ধারালো ও বিপদজনক বস্তু নিয়ে খেলে) পরিলক্ষণ করে তখন সহপাঠি এবং বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ করে এবং অন্যকে বিপদ হতে সরিয়ে নিতে সাহায্য করে। ২. বিপদ চিহ্ন, বিষাক্ত বস্তুর চিহ্ন বুঝতে পারে এবং সেসব স্থান ও বস্তু এড়িয়ে চলে। ৩. সাহায্যের সাথে কিভাবে ধারালো বস্তু ব্যবহার করতে হয় এবং দূর্ঘটনা এড়াতে হয় জানে। ৪. জানে যে ঔষধ ভাল এবং অসুখ সারায় এবং ঠিকমত খেলে স্বাস্থ্য উন্নতি করে, কিন্তু বয়স্কদের অনুপস্থিতিতে ঔষধ সেবন করে না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে চরিত্রাভিনয় করার সরঞ্জাম দিন যেখানে শিশুরা বিপদ বোঝা বর্ণনা করতে পারে, ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা অনুশীলন করতে পারে এবং কাকে কখন বিশ্বাস করবে সে বিষয়ে সজাগ হতে পারে। • শিশুর সাথে রাস্তা পার হয়ে ট্রাফিক চিহ্ন ও সংকেতের বাস্তব জ্ঞান প্রদান করুন। • ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন এবং কারণ ব্যাখ্যা করুন। • শিশু নিগ্রহ, যৌন হয়রানি ও অবহেলার কারন/ হেতু ও আলামত (যেমন চুম্বন, শারীরিক উৎপীড়ন/নিগ্রহ, স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ ইত্যাদি) সম্পর্কে জানুন এবং সে সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে বলুন

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. অপরিচিতদের থেকে খেলনা, ক্যান্ডি, টাকা এবং অন্য জিনিস গ্রহণ করে না। ২. দূর্ঘটনা এড়িয়ে ধারালো বস্তু নিরাপদভাবে ব্যবহার করে। ৩. কিছু অভ্যাস (যেমন- ধুমপান, দেশলাই নিয়ে খেলা, আঠা/রং থেকে টেনে ঘ্রান শুকা ইত্যাদি) যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক তা বোঝে । ৪. বিপদাবস্থায় কে (যেমন- মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় নেতা, পুলিশ) তাকে সাহায্য করবে তা জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা এবং কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় সেজন্য গল্প ব্যবহার করে বলুন। ● বিপদে কার কাছে যাওয়া যাবে শিশু যেন জানে তা নিশ্চিত করুন। ● শিশুকে তার ব্যক্তিগত বিপদে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহিত করুন এবং তার সুত্র ধরে ক্ষতিকারক/ বিপদজনক অবস্থা বা আচরন থেকে কিভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখবে তা অলোচনা করুন। ● শিশুর সাথে পোস্টার তৈরী করুন ও বিপদ এড়ানোর এবং বিপদজনক পরিস্থিতি পরিহার করার সমর্থনে প্রচার করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. অপরিচিতদের থেকে খেলনা, ক্যান্ডি, টাকা এবং অন্য জিনিস গ্রহণ করে না এবং সহপাঠিদের/ বন্ধুদেরকেও তাই করতে বলে। ২. কিছু অভ্যাস যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক (যেমন- ধুমপান, দেশলাই নিয়ে খেলা, আঠা/রং থেকে টেনে ঘ্রান শুকা ইত্যাদি) তা বোঝে এবং এইসব অভ্যাসের নেতিবাচক ফল বন্ধুদেরকে বলে। ৩. বিপদাবস্থায় কে (যেমন- মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় নেতা, পুলিশ) তাকে সাহায্য করবে তা জানে এবং সাহায্যের জন্য বড় এবং সহপাঠিদের জিজ্ঞাসা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে ক্ষতিকারক অভ্যাস/আচরন (যেমন- ধুমপান, মদ্যপান, দেয়াশলাই দিয়ে খেলা, আঠা/রং থেকে টেনে ঘ্রান শুকা) সম্পর্কে আলোচনা করুন। ● শিশুকে ক্ষতিকারক অভ্যাসকে না বলতে শেখান এবং নেতিবাচক অভ্যাস ও নেশাগ্রস্ত সম্পন্ন লোকজনের সাথে মেলা-মেশা পরিহার করতে বলুন। ● শিশুকে সাথে নিয়ে সামাজিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমে (যেমন- স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসক, জাতীয় টীকা দিবস- এনআইডি) অংশগ্রহণ করুন।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক ও পেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.৩: স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যবিধি
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.৩.১: নিরাপদ থাকার আচরন
আদর্শিক মান:	১.৩.১.২: শিশু নিরাপত্তার নিয়মাবলী ও সাধারণ নির্দেশাবলী সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করবে ও প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. নিকটবর্তী কণ্ঠের শব্দ উৎসের দিকে চোখে তাকায়, কপাল কুচকায় এবং চক্ষু প্রসারিত করে। ২. ৬-৮ সপ্তাহে নিরাপত্তামূলক চোখের পলক ফেলে। ৩. ক্ষুধা পেলে তীব্রভাবে কান্না করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে নিরাপদ ও উদ্বেগমুক্ত/নি:শঙ্ক পরিবেশে রাখুন। সারাক্ষণ/সার্বক্ষনিক তত্বাবধান করুন। উষ্ণ, শান্ত, আরামদায়ক, স্বল্প আলোর ঘরে/স্থানে রাখুন। • বয়স উপযোগি খেলনা ও উপকরণ/সরজ্ঞামাদি শিশুর জন্য ব্যবহার করুন। (যেমন- দাত কামড়ানি-Teether, ঝুমঝুমি, মেরি গো রাউন্ড ইত্যাদি)।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. অনিরাপদ আচরন থেকে বড়দের কথায়, ভঙ্গিমায়/ইশারায় অথবা নির্দেশে (যেমন- থামতে বললে অনিরাপদ কাজকর্ম বন্ধ করে) দূরে থাকে। কিন্তু সার্বক্ষণিক তদারকির এবং নির্দেশের প্রয়োজন হয়। ২. তদারকি করলে নিয়মিতভাবে নিরাপত্বার কিছু কিছু নির্ধারিত/নিদৃষ্ট নিয়ম-কানুন (যেমন- বৈদ্যুতিক পয়েন্টে আঙ্গুল না দেওয়া, স্টোভ/ চুলা/ ধারালো বস্তুর কাছে না যাওয়া) অনুসরণ করে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে নিরাপদ ও উদ্বেগমুক্ত/নি:শঙ্ক পরিবেশে রাখুন । সারাক্ষণ/সার্বক্ষনিক করুন। • বয়স উপযোগি খেলনা ও উপকরণ/সরজ্ঞামাদি শিশুর জন্য ব্যবহার করুন। • নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পুর্বাপর মিল রেখে বলুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. তদারকি ছাড়াও নিজে নিজে নিরাপত্বার কিছু কিছু নির্ধারিত/নিদৃষ্ট নিয়ম-কানুন (যেমন- বৈদ্যুতিক পয়েন্টে আঙ্গুল না দেওয়া, স্টোভ/	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • খেলার সরঞ্জামাদি ব্যবহারের সময় যেন আঘাত না পায় বা অন্যকে আঘাত না করে সেজন্য নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন মেনে চলায়

চুলা/ ধারালো বস্তুর কাছে না যাওয়া) অনুসরণ করে । তবে সর্বদা নয়। ২. নিরাপত্তা নিয়ম বুঝতে পারে, তবে সবসময় তা অনুসরণ করে না। ৩. নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন/নির্দেশ না মানার ফলশ্রুতিতে কি হবে বুঝে ও বলতে পারে (যেমন- আঘাতপ্রাপ্ত হলে, অন্যকে বিপদে ফেললে, সম্পদ বা মূল্যবান কিছু নষ্ট করলে ইত্যাদি)। ৪. বিপদজনক মূহুর্তে সাহায্য করলে নিরাপত্তামূলক নির্দেশনার দিকে মনোযোগ দেয় (যেমন- রাস্তা পার হবার সময় আমি "তোমার হাত ধরবো" বললে সহযোগিতা করে অর্থাৎ বড়দের হাত ধরে)।	মনোযোগী করুন ও পালন করতে উৎসাহিত করুন। ● বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (যেমন- রাস্তায়, দোকানে, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থানে/জায়গায়, খেলার মাঠে)। নিরাপত্তার নিয়ম-কানুনের গুরুত্ব দিয়ে গল্প বলুন। ● নিয়মিত/সর্বক্ষণ শিশুকে নিরাপত্তার নিয়মগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. নিজে নিজে নিরাপত্বার কিছু কিছু নির্ধারিত/ নিদৃষ্ট নিয়ম-কানুন (যেমন- বৈদ্যুতিক পয়েন্টে আঙ্গুল না দেওয়া, স্টোভ/ চুলা/ ধারালো বস্তুর কাছে না যাওয়া) অনুসরণ করে। তবে সর্বদা নয়। ২. নিরাপত্তা নিয়ম বুঝতে পারে, তবে সবসময় তা অনুসরণ করে না। ৫. নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন/নির্দেশ না মানার ফলশ্রুতিতে কি হবে বুঝে ও বলতে পারে (যেমন- আঘাতপ্রাপ্ত হলে, অন্যকে বিপদে ফেললে, সম্পদ বা মূল্যবান কিছু নষ্ট করলে ইত্যাদি)। ৩. বিপদজনক মূহুর্তে সাহায্য করলে নিরাপত্তামূলক নির্দেশনার দিকে মনোযোগ দেয় (যেমন- রাস্তা পার হবার সময় আমি "তোমার হাত ধরবো" বললে সহযোগিতা করে অর্থাৎ বড়দের হাত ধরে)।	● খেলার সরঞ্জামাদি ব্যবহারের সময় যেন আঘাত না পায় বা অন্যকে আঘাত না করে সেজন্য নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন মেনে চলায় মনোযোগী করুন ও পালন করতে উৎসাহিত করুন। ● বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (যেমন- রাস্তায়, দোকানে, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য স্থানে/জায়গায়, খেলার মাঠে)। নিরাপত্তার নিয়ম-কানুনের গুরুত্ব দিয়ে গল্প বলুন। ● নিয়মিত/সর্বক্ষণ শিশুকে নিরাপত্তার নিয়মগুলো স্মরণ করিয়ে দিন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. নিয়ম না মানার ফলশ্রুতিতে কি হবে তা বোঝে এবং আন্দাজ করে, তবে সবসময় তা অনুসরণ করে না।	● নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন ও বিপদজনক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য পন্থাসমূহ আলোচনার প্রতিটি সুযোগ (যেমন-যখন শিশুর সাথে বাইরে যান) ব্যবহার করুন।

২. বিপদে নিরাপত্তার জন্য রাস্তায় অথবা বাসায় নিরাপত্তার জন্য সংকেত সমূহ সনাক্ত করতে পারে।	• শিশু নিরাপত্তা আইন অনুসরন করলে সর্বদা প্রশংসা করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. নিয়ম না মানার ফলশ্রুতিতে কি হবে তা বোঝে। ২. বিপদে নিরাপত্তার জন্য ক্লাসরুমে অথবা রাস্তায় অথবা বাসায় নিরাপত্তা সংকেত সমূহ সনাক্ত করতে পারে। ৩. সাধারণ যানবাহনে, রাস্তায়, খেলার মাঠে, বাসে উঠতে, বাইসাইকেল, রাস্তা পারাপার, অপরিচিতের সাথে ব্যবহারে মৌলিক নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। ৪. ছোট ভাইবোনকে নিরাপত্তা দিতে কর্ম প্রতিক্রিয়া দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নিরাপত্তা নিয়ম ও বিপদজনক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য পন্থাসমূহ আলোচনার প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করুন। • যে সব চিহ্ন ও সংকেত বিপদকে বোঝায় অথবা কেমন ব্যবহার করতে হবে সে মতে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষন করুন। • নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন ও ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কিত বই এবং পোষ্টার ব্যবহার করুন। • শিশু নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন অনুসরন করলে প্রশংসা করুন। • নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার সংবাদ এবং ছবি শিশুকে দেখাতে পারেন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. পক্ষপাতহীন/সৌজন্যেমুলকভাবে খেলার নিয়ম ও নির্দেশ বোঝে। ২. রাস্তায়, গণপরিবহনে (public transportation) চলাচলে এবং জনসাধারনের ব্যবহারের স্থানে/ জায়গায় (public places) নিরাপত্তা আইন অনুসরন করে এবং যথাযুক্ত ব্যবহার প্রদর্শন করে। ৩. কখন কোথায় সে সাহায্যের জন্য সহযোগিতা চাইতে পারে তা বলে। ৪. প্রতিকী খেলার মাঝে নিরাপত্তা নিয়মের জ্ঞান ও বোধ প্রদর্শন করে। ৫. প্লে-গ্রুপ, প্রি স্কুল ও স্কুলে নিরাপত্তা নিয়ম নীতি মেনে চলে। ৬. কিছু বিপদজনক বস্তুর নাম (যেমন- আগুন, বিদ্যুৎ, ওষুধ, পোকামাকড়, ছুরি, ধারালো বস্তু, ভাঙ্গা কাঁচ, গ্যাস ইত্যাদি) নাম বলতে পারে । ৭. ছোট শিশুদের প্রতি কোমল/স্পর্শকাতর ও নিরাপত্তামূলক হয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • যে সকল ব্যাক্তি নিরাপত্তা প্রদান করে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কাজ করে তাদের চরিত্রে (যমন- আনসার-ভিডিপি, শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক সংস্থা ইত্যাদি) অভিনয়ে শিশুদের নিযুক্ত করুন। • বিপদে যে সব মানুষের (যেমন-অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক নেতা) সাহায্য চাইতে পারে শিশুদের সাথে তাদের ছবি আঁকুন । • শিশুদের সাথে রাস্তা পার হয়ে ও কমিনিউটি খেলার মাঠ ভ্রমন করে তাদেরকে কে ট্রাফিক চিহ্ন ও সংকেত সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান দিন।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. নিজে নিজে সাহায্যছাড়া মৌলিক নিরাপত্তা নিয়ম অনুসরণ করে/ মেনে চলে। ২. সম্ভাব্য বিপদজনক আচরন এড়িয়ে চলে। ৩. সমাজের/আশেপাশের মানুষজন যারা তাকে সাহায্য করবে তাদেরকে নির্দিষ্ট করতে পারে। ৪. জরুরী অবস্থায় কিভাবে সাহায্য পেতে পারে তা বর্ণনা করে (যেমন-একজন শিক্ষক, জননেতা, পুলিশ অথবা দায়িত্বশীল বয়োজেষ্ঠকে খুজে পাওয়া)। ৫. নিরাপত্তার নিয়ম-কানুন প্রদর্শন করতে পারে এবং নাটকীয় খেলায় সেগুলো প্রয়োগ করে করে (যেমন- পুতুলকে গরম স্টোভে আঙ্গুল দিতে নিষেধ করে)। ৬. যখন অন্য শিশুদের সাথে খেলে এবং কাজকর্মে অংশগ্রহন করে নিরাপদ অভ্যাস/আচরন প্রদর্শন করে। ৭. বিপদজনক বস্তুর নাম বলে (যেমন- আগুন, বিদ্যুৎ, ওষুধ, পোকামাকড়, ছুরি, ধারালো বস্তু, ভাঙ্গা কাঁচ, গ্যাস ইত্যাদি) এবং এগুলোর ক্ষতিকারক ফলাফল বর্ণনা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে নাটকীয় খেলায় (যেমন- বাজারে যাওয়া, মেলা প্রদর্শন, চিড়িয়াখানা ভ্রমন, ইত্যাদিতে) উৎসাহিত করুন এবং ট্রাফিক আইন ও বিপদজনক অবস্থা এড়ানো অনুশীলন কররান। ● জেলে, মাঝি, কৃষক এবং চিকিৎসকদের সাথে পরিচিত করান এবং তাদেরকে বিপদজনক পরিস্থিতি ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে কথা বলার জন্য বলুন।

ক্ষেত্র:	১: শারীরিক এবং মাংসপেশীর কার্যক্ষমতার বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	১.৩: স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যবিধি
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	১.৩.২: শরীর ও মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
আদর্শিক মান:	১.৩.২.১: শিশু তার ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং মুখমন্ডলের স্বাস্থ্যবিধির দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ভেজা এবং ময়লা ন্যাপি/কাপড় পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্ন করতে সহযোগিতা করে এবং আরাম প্রদর্শন করে। ২. গোসল এবং নিয়মিত যত্ন উপভোগ কওে (যেমন- ১ মাস বয়সে বন্ধুসুলভ নড়াচড়ায় আনন্দমূলক প্রতিক্রিয়া দেখায়)। ৩. মৃদুভাবে শান্ত বা প্রশমিত করলে আরাম প্রদর্শন করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। ৪. গোসলের সময় প্রশান্ত (Relax) থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • ভিজে গেলে বা ময়লাক্ত হলে কাপড়/ন্যাপি পরিবর্তন করুন। • আরামদায়ক কাপড়/পোষাক পড়ান (খুব আটসাটও নয় খুব ঢিলেঢালাও নয়)। • নিয়মিত শিশুকে গোসল করান এবং প্রয়োজনমত নখ কেটে দিন। • পায়খানা প্রশ্রাবের পর শিশুকে পরিষ্কার করুন। • যখন শিশুর ন্যাপি বদলান, গোসল করান অথবা কাপড় পড়ান, এইসব মূহুর্তগুলো উপভোগ্য করুন, তার সাথে কথা বলুন/গান গান।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ভেজা এবং ময়লা ন্যাপি/কাপড় পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্ন করতে সহযোগিতা করে এবং আরাম প্রদর্শন করে। ২. মুখ গহ্বর পরিষ্কার করার সময় বড়দেরকে সহযোগিতা করে। ৩. মৃদুভাবে শান্ত বা প্রশমিত করার ফলাফল উপভোগ করার ক্রমবর্ধমান স্বক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। ৪. গোসলের সময় প্রশান্ত (Relax) থাকে। ৫. মৌখিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এবং কাপড় বদলানোর সময় সহযোগিতা করে (যেমন- স্থির থাকে)। ৬. সাহায্যের সাথে ১২ মাসে ঢিলা-ঢালা পরিধেয় (যেমন-মোজা, ক্যাপ/টুপি) খুলে ফেলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • ভিজে গেলে বা ময়লাক্ত হলে কাপড়/ন্যাপি পরিবর্তন করুন। • আরামদায়ক কাপড় পড়ান (খুব আটসাটও নয় খুব ঢিলেঢালাও নয়)। • নিয়মিত শিশুর মাড়ি এবং মুখ গহ্বর পরিষ্কার করুন। • প্রশ্রাব পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান প্রদর্শন করুন (যেমন পটি, বাড়ীর এক কোনের নির্ধারিত স্থান) এবং সঠিক স্থানে ফেলুন। • পায়খানা প্রশ্রাবের পর শিশুকে পরিষ্কার করুন। • নিয়মিত শিশুকে গোসল করান এবং প্রয়োজনমত নখ কেটে দিন। • শিশুকে প্রশ্রাব পায়খানা করার জন্য কিছু শব্দ শেখান (যেমন-পি, হিসু, হাগু)।

	• যখন শিশুর ন্যাপি বদলান, গোসল করান অথবা কাপড় পড়ান, এইসব মূহুর্তগুলো উপভোগ্য করুন, তার সাথে কথা বলুন/গান গান।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. সাহায্য করলে পানি খাবার জন্য কাপ/গ্লাস ধরে। ২. টুথব্রাস ধরে, মুখে দেয়, সাহায্য করলে নিজে নিজে দাত মাজে। ৩. ন্যুনতম সাহায্যেই সময়ানুযায়ী (যেমন-খাবার আগে, টয়লেটের পরে) হাত ধোয় এবং শুকায়। ৪. প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হলে বলে (কিন্তু কখনো কখনো অন্তর্বাস/প্যান্টিতে করে ফেলে)। ৫. ভিজে গেলে বা ময়লা হলে কাপড়/ন্যাপি পরিবর্তনের আগ্রহ দেখায়। ৬. সহযোগিতা করলে ব্যক্তিগত পরিচর্যার বস্তুসমূহ (যেমন- খোলা কাপ হতে পান করে, চুল আচড়ায়, দাত মাজে) সঠিকভাবে নিয়মিত ব্যবহার করে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর সাথে বাথরুমে যান এবং তাকে নিজে নিজে স্বাধীনভাবে পরিচ্ছন্ন হবার এবং দাত মাজার প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করুন। • নিয়মিত শিশুকে গোসল করান এবং প্রয়োজনমত নখ কেটে দিন। • শিশুকে ব্যক্তিগত পরিচর্যা অনুকরণ এবং অনুসরণ করান (যেমন- হাত ধোয়া এবং শুকানো, দাত মাজা, টয়লেট ব্যবহার করা) এবং শিশুর উদ্যোগের প্রশংসা করুন । • ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধির জন্য গান ও গল্প ব্যবহার করুন। • শিশুদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (যেমন- আমরা কাশি অথবা হাঁচির সময় অবশ্যই মুখে হাত রাখবো ইত্যাদি) এবং দক্ষ হতে/ রপ্ত করার অনুশীলন করতে শিশুকে সহযোগিতা করুন। • অস্বস্তির ও অসুস্থতায় লক্ষণ সমূহের নাম শিশুকে বলুন (যেমন- “আমার পেট ব্যাথা করে”, “আমার গরম লাগে” ইত্যাদি)।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. অল্প সাহায্য করলেই পানি খাবার জন্য কাপ/গ্লাস ধরে। ২. টুথব্রাস ধরে, মুখে দেয়, সাহায্য করলে দাত মাজে। ৩. ন্যুনতম সাহায্যেই সময়ানুযায়ী (খাবার আগে, টয়লেটের পরে) হাত ধোয় এবং শুকায়। ৪. প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হলে বলে (কিন্তু কখনো কখনো অন্তর্বাস/প্যান্টিতে করে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর সাথে বাথরুমে যান এবং তার স্বাধীনভাবে পরিচ্ছন্ন হবার এবং দাত মাজার প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করুন। • শিশুকে ব্যক্তিগত পরিচর্যা অনুকরণ এবং অনুসরণ করান (যেমন- হাত ধোয়া এবং শুকানো, দাত মাজা, টয়লেট ব্যবহার করা) এবং শিশুর উদ্যোগের প্রশংসা করুন । • শিশুকে টয়লেট ব্যবহার করান এবং তার উদ্যোগের প্রশংসা করুন।

৫. সম্পূর্ণ স্থিরভাবে উবু হয়ে বসতে (Squats) পারে। ৬. ভিজে বা শুকনো কাপড়/ন্যাপি পরিবর্তনের আগ্রহ দেখায়। ৭. সহযোগিতা করলে ব্যক্তিগত পরিচর্যার বস্তুসমূহ সঠিকভাবে নিয়মিত ব্যবহার করে (যেমন, খোলা কাপ হতে পান করে, চুল আচড়ায়, দাত মাজে)।	• ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধির জন্য গান ও গল্প ব্যবহার করুন। • শিশুর সাথে ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (যেমন- আমরা কাশি অথবা হাঁচির সময় অবশ্যই মুখে হাত রাখবো ইত্যাদি) এবং দক্ষ হতে/ রপ্ত করার অনুশীলন করতে শিশুকে সহযোগিতা করুন। • আরাম ও অসুস্থতায় অস্বস্তির লক্ষণ সমূহের নাম বলুন যেমন "আমার পেট ব্যাথা করে", "আমার গরম লাগে" ইত্যাদি।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. খাবারের জন্য আঙ্গুল/চামচ ব্যবহার করে নিজেই খেতে চেষ্টা করে (ভাত, ফল, অন্যান্য খাবার)। ২. অন্যেদের সাহায্যে গ্লাস, কাপ, মগে পানি ঢালার চেষ্টা করে। ৩. দাত মাজতে বড়দেরকে সহযোগিতা করে। ৪. খাবার আগে ও টয়লেটের পর অন্যদের সাহায্যের সাথে হাত ধোয় ও শুকায়। ৫. বোতাম লাগানো এবং জুতার ফিতা বাধা ছাড়া সাহায্য ছাড়াই পোষাক পড়ে। ৬. প্রশ্রাব ও পায়খানার নির্ধারিত স্থান জানে এবং নিজেই যায়। ৭. অন্যেদের সাহায্যের সাথে গোসল করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে যথোপযোগী সরঞ্জাম দিন (যেমন- খাবার জন্য ভাঙ্গা যায় না এমন/মেলামাইন প্লেট, কাপ, গ্লাস, চামচ)। • আরামদায়ক যা সহজেই প্রয়োজনে খুলে ফেলতে পারে সে ধরনের জামা-কাপড়/পোশাক শিশুকে পড়ান। • শিশুকে ধোয়া এবং দাত মাজার নির্ধারিত স্থানে (যেমন- বেসিন, বাথরুম, নলকুপ) নিয়ে যান এবং শিশুর প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করুন। • নিয়মিত শিশুকে গোসল করান এবং প্রয়োজনমত নখ কেটে দিন। • রাতে বিছানায় প্রশ্রাব না করলে প্রশংসা করুন/ উৎসাহ দিন কিন্তু কখনো বিছানা ভেজালে বকাঝকা/গালমন্দ করবেন না।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুর জন্য সূচক ১. ন্যুনতম সাহায্যেই নিজেই আঙ্গুল/চামচ ব্যবহার করে খাবার খায় (যেমন- ভাত, ফল, অন্যান্য খাবার)। ২. বড়দের সাহায্য ছাড়াই দাত মাজে। ৩. অল্প স্বল্পভাবে মনে করিয়ে দিলে নিজের কাজ নিজেই কখন করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নেয় (যেমন- ময়লা হলে হাত ধোয়া, টয়লেটের পর এবং খাবার আগে হাত ধোয়া)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নিয়মিত গোসল করতে উৎসাহিত করুন এবং নখ কাটতে সাহায্য করুন। • নির্দ্ধারিত স্থান তৈরী করুন যেখানে শিশু তার ব্যক্তিগত পরিচর্যার দ্রব্যাদি (যেমন -সাবান, টুথব্রাস, চিরুনী ইত্যাদি) রাখতে পারে । • শিশুর সাথে প্রতিকী খেলা খেলুন (যেমন- বাজারে/ দোকানে যাওয়া যেখানে শিশু তার ব্যক্তিগত পরিচর্যার বিভিন্ন পদ কিনতে ও বেচতে পারে

৪. ব্যক্তিগত পরিচর্যায় ছোট ভাইবোনদের সাহায্য করতে অংশগ্রহণ করে। ৫. কাশি ও হাঁচি দিলে মুখ ঢাকে। ৬. নিজের জামা- কাপড়/পোশাক-পরিচ্ছদ পছন্দ করে। ৭. জুতার ফিতা, টাই এবং পিছনের বোতাম ছাড়া নিজেই পরিধেয় খুলতে পারে। ৮. বড়দের তদারকিতে নিজেই গোসল করতে পারে।	যেমন, সাবান, টুথপেষ্ট, গোসলের ছোট তোয়ালে, ইত্যাদি)। • যখন কাশি/হাচি দিলে মুখে হাত রাখে বা রুমাল ব্যবহার করে তখন শিশুকে প্রসংসা করুন। • দলীয় খেলা আয়োজন করুন যেখানে শিশুরা "ডাক্তার-রোগী" খেলা খেলতে পারে। • রোগের আলামত সমূহ নিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সাবলম্বিতা প্রদর্শন করে (যেমন- দাত মাজে, খাবার আগে -পরে, টয়লেটের পর, খেলাধুলার পর অথবা ময়লা/অপরিচ্ছন্ন জিনিস ছোয়ার পর হাত ধোয়, কাশি ও হাচির সময় মুখ ঢাকে, নখ পরিষ্কার রাখে, টয়লেট স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে)। ২. সহজেই এবং খুব অল্প ফেলেই দুধ/পানি গ্লাস, কাপ, মগে ইত্যাদিতে ঢালে। ৩. সাহায্য ছাড়াই পোষাক পড়ে এবং খোলে, এবং সাহায্যের সাথে চুল আঁচড়ায় এবং বাধে। ৪. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসের নাম বলে (যেমন- খাবার ও পানি ঢেকে রাখা, বিশুদ্ধ পানি পান করা, অথবা খাবার আগে ফল ও সবজী ধোয়া)। ৫. ন্যুনতম সহযোগিতায় বোতাম লাগায়, টাই বাধে এবং সাহায্য ছাড়াই জুতা পরে ও ফিতা বাধে।	• শিশুকে ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধি দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ করে দিন। • ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলনের গুরুত্ব নিয়ে মিশুর সাথে আলোচনা করুন। • শিশুর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বই পড়ুন। • ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত ছোট ছোট কবিতা ও গান আবৃত্তি করে শিশুকে শুনান। • শিশুকে নিজেই পোষাক, জুতা পড়তে সুযোগ দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. স্বাধীনভাবে পোষাক পড়ে এবং খোলে। সাহায্য ছাড়াই বোতাম লাগাতে এবং ফিতা বেধে জুতা পড়তে পারে। ২. জামা কাপড় এবং জুতা গুছিয়ে রাখতে পারে এবং পরিষ্কার রাখে।	• শিশুদের দৈনিক ক্লাসরুমের কাজ, তাক পরিস্কার ও গোছানো, গাছ ও পোষা প্রানীর যত্ন এবং নাস্তা তৈরীতে উৎসাহিত করুন। • শিশুকে অপ্রয়োজনীয় সহযোগিতা পরিহার করুন। নিজের কাজ করতে স্বাবলম্বি হতে উৎসাহ দিন

৩. দৈনন্দিন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্মত অভ্যাসের গুরুত্ব বলে (যেমন- গোসল করা, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ঘুমানোর আগে দাত মাজা, চুল আঁচড়ানো, নখ পরিষ্কার করা)। ৪. সাহায্য ছাড়াই নিত্তনৈমিত্তিক রুটিন কাজে মনোযোগ দেয় এবং সম্পন্ন করে (যেমন- গোসল করা, দাত মাজা, চুল আচড়ানো)। ৫. স্বাস্থ্যবিধি সম্মত কাজ কর্মে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে (যেমন- খাবার পূর্বে এবং টয়লেটের পর হাত ধোয়া, টয়লেটের পর পানি ব্যবহার করা, টয়লেট ফ্ল্যাস করা)। ৬. ভালো স্বাস্থ্য অভ্যাসের গুনাগুন বর্ণনা করে (যেমন- জীবানুমুক্ত করতে হাত ধোয়া, সুঠাম অস্থি গড়তে দুধ পান করা)।	(যেমন- টয়লেট ব্যবহার, বাইরে খেলার জন্য পোষাক পরিধান)। ● শিশুকে ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যবিধির দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ করে দিন। ● শিশুর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বই পড়ুন। ● ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত ছোট ছোট কবিতা ও গান আবৃত্তি কওে শিশুকে শোনান।

ক্ষেত্র ২: সামাজিক ও আবেগিক

ক্ষেত্র	২. সামাজিক ও আবেগিক
উপক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়	২.১.১: বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া
আদর্শিক মান	২.১.১.১: শিশু পরিচিত বড়দের উপর আস্থা রাখবে এবং তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিচিত বড়দের পর্যবেক্ষণের সময় তাদের মূখের দিকে তাকিয়ে হাসে।. ২. যত্নকারীর নিকটে আরামে থাকা প্রকাশ করে, যত্নকারীর দিকে তাকিয়ে হাসে, যত্নকারীর নিকট যাওয়ার জন্য শরীর উঁচিয়ে ধরে। ৩. পরিচিত বড়দের অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ/স্বর অনুকরণ করে। ৪. মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির (যেমন- হাসা, হাত নাড়াচাড়া করা, শব্দ করা) মাধ্যমে পরিচিত বড়দের প্রতি স্নেহ/মমতা এবং কাউকে কাউকে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে পছন্ধ করার প্রবনতার সুত্রপাত করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে নতুন নতুন মুখ পরিচিত করান। ● শিশুর সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ করুন এবং যোগাযোগের সময় চোখে চোখ রাখা নিশ্চিত করুন। ● শিশুর সাথে কথা বলার সময় তাদের নাম ধরে ডাকুন। ● শিশুকে ঘন ঘন গান গেয়ে শুনান ও শিশুর সাথে কথা বলুন বিশেষ করে দৈনন্দিন কাজ করার সময়। ● স্বরের উঠানামা (নিচু এবং মধ্যম/মুচকি হেসে) করে মাতৃত্বসূলভ ভাবে শিশুকে আদর করুন। ● মানানসই এবং আলতোভাবে স্পর্শ করে শিশুকে আদর করুন এবং তার সাথে কথা বলন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. অপরিচিত বড়দের নিকট না যাওয়ার মধ্যে দিয়ে পরিচিত ও অপরিচিত বড়দের মাঝে পার্থক্য তৈরি করতে পারে (যেমন- বড়দের নিকট থেকে আরাম পেতে পছন্দ করে)। ২. যত্নকারী চোখের আড়ালে চলে গেলে কান্নার মাধ্যমে আলাদা হওয়ার উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে অথবা কোন আগন্তকের উপস্থিতিতে যত্নকারীর সংলগ্ন থাকে (আলাদা হওয়ার উদ্বিগ্নতা সময়ের সাথে সাথে বাড়ে এবং পরে কমে যায়)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশু পরিচিত ও বিশ্বস্ত লোকজনের মাঝে আছে তা নিশ্চিত করুন এবং ভীতি দূর করার জন্য বড়দের উপস্থিতিতে শিশুকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অন্বেষণ করতে দিন। ● শিশুকে জড়িয়ে ধরুন, আলিঙ্গণ করুন ও তার সাথে হাসুন এবং তর কোন ইঙ্গিত ও নাড়ানাড়ায় সাড়া দিন। ● শিশু যেন বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তা অনুভব করে সেভাবে তার সাথে বই পড়ুন ও দেখান।

৩. শিশুকে যে যত্ন করে তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য উদ্যোগ নেয় এবং তা চালিয়ে যায়। ৫. অন্যের সাথে মেলামেশা/মিথস্ক্রিয়া করার জন্য শরীর নাড়া চাড়া ও অঙ্গভঙ্গি করে (যেমন- মনোযোগ আর্কষনের জন্য হাত দিয়ে স্পর্শ করে, হাত ধরতে দেয়ার উদ্দেশ্যে উচিয়ে ধরে)। ৬. যত্নকারীর লুকোচুরি খেলা উপভোগ করে আনন্দ প্রকাশ করে। ৭. যত্নকারী নাম ধরে ডাকলে/ উচ্চারণ করলে সাড়া দেয়। ৮. যখন কোন বস্তু উপস্থাপন করা হয় বা দেয়া হয় তখন বস্তুটি দেয়া নেয়া করতে পারে।	• শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া চলমান রাখার জন্য বারংবার তার সাথে নরম খেলনা দিয়ে খেলা করুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
১. পরিচিত লোকজনকে জড়িয়ে ধরে ও চুমু খায়। ২. বড়দের সাথে লুকোচুরি খেলে অথবা অনুকরণ করে। ৩. বড়দের মুখের দিকে তাকায় এবং চোখে চোখ রাখে। ৪. প্রাথমিক যত্নকারী ছাড়াও সার্বক্ষণিকভাবে কাছে থাকা অন্য কোন বড়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ৫. অপ্রীতিকর/ অস্বস্তিকর কোন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে, বিশ্বস্ত বড়দের খোঁজে। ৬. বড়দের প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে (যেমন- খেলনা সরিয়ে রাখতে সাহায্য করা, পড়ার ভান করা অথবা যিনি রান্না করছেন তাকে অনুকরণ করে রান্না করা)।	• শিশুদের প্রতিক্রিয়া বুঝে সহমর্মীতা ও সহানুভুতি প্রকাশ করুন। • মুখের ছবি বা মখোভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অনুভূতির নাম শেখান (যেমন- সুখ, দুঃখ, রাগ)। • শিশুর শারীরিক ও আবেগিক চাহিদা অনুসারে সাড়া দিন মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগ করুন যেমন- ভদ্রচিত স্পর্শ, জড়িয়ে ধরা), এক সাথে খেলা করুন। • শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত ককরন এবং তার কার্যক্রম, অনুভূতি ও পছন্দ নিয়ে প্রশ্ন করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
১. পরিচিত ও অপরিচিত বড়দের মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথমদিকে একটু উদ্বিগ্নতা অথবা লজ্জা প্রকাশ করে কিন্তু পরবর্তীতে	• শিশু কী বলে এবং তথ্য বা বার্তা বিস্তৃত করে তা আগ্রহ সহকারে সাবধানে শুনুন।

অপরিচিত বড়দের সাথে বন্ধুসুলভ হয়ে উঠে। ২. বড়দের সাথে কথোপকোথনে অংশগ্রহণ করে এবং বড়দের সাথে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া মূলক খেলা উপভোগ করে (যেমন- লুকোচুরি, রোলিং বল) ৩. প্রাথমিক যত্নকারী বা পরিবারের বড় কোন সদস্যের বাইরে অন্য বড়দের সাহায্য চায় অথবা সে কী চায় তা নির্দেশ করে।	• মর্মপীড়ার অনুভূতি সামলাতে শিশুকে সাহায্য করুন যেমন- শিশুর সাথে কথা বলা/সান্তনা, ভদ্রচিত এবং সঠিক স্পর্শ করা) • পরিচিত এবং বিশ্বাসযোগ্য বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য শিশুদের সুযোগ করে দিন। • বড়দের উপস্থিতিতে ভাইবোন / অন্য সাথিদের সাথে সাবধানতা রক্ষা করে খেলতে সাহায্য করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাসা/শ্রেণি কক্ষের পরিবেশে যা ঘটে তা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করে। ২. সহায়তা নিয়ে এবং বড় কোন উদ্বিগ্নতা না দেখিয়ে বিশেষভাবে পরিচিত বড়দের নিকট থেকে আলাদা হয় (ছোট শিশুর বাড়তি সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে)। ৩. বড়দের সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করে (যেমন- আমি খালা/চাচি/ফুফুকে ভালবাসি)। ৪. পরিচিত বড়দের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে। ৫. সঠিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বড়দের শুভেচ্ছা বিনিময়ের প্রতি সাড়া দেয়। ৬. সঠিক পদবি উল্লেখপূর্বক বড়দের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে কথা বলে। ৭. প্রয়োজনে সাহায্য চায় এবং সাহায্য করে এবং বড়দেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন কিছু করে (যেমন- চটি-জুতা নিয়ে আসা, নাচা অথবা গান করা ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মিথস্ক্রিয়ার সময় শিশুর ইতিবাচক ব্যবহারের প্রসংশা করুন। • শিশুদের কথা মনোযোগ সহকারে শনুন এবং শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার জন্য ছোট ছোট সিদ্ধান্ত নিতে তাদের মতামত নিন (যেমন- তুমি কোন খেলনা/পোশাক/বই পছন্দ করবে)। • ছেলে ও মেয়ের প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করুন। • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় নাম ধরে ডাকুন। • সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় অনুসারে সঠিক নিয়মে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। • পরিচিত বড়দের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করতে শিশুদেরকে উৎসাহ দিন, বড়দের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ করে দিন। • পরিবারিক অনুষ্ঠান/ সমাবেশে শিশুদের নিয়ে যাওয়া আসা করুন এবং অন্যদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিন। • শিশুদের সাথে আলাদা হওয়ার সময় ইতিবাচক আচরণ ও ভালো শব্দ ব্যবহার করুন। • আপনি রাখতে পারবেন, শিশুদেরকে এমন কথা/ প্রতিশ্রুতি দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শোনা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বড়দের অভিজ্ঞতা ও ধারনাকে স্বীকৃতি দেয়	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • খেলায় পালা বদল ও কার্যক্রম নিয়ে কথা বলুন।

২. কোন কিছু অনুসরণ করার পূর্বে নিয়ম ও রুটিন সুস্পষ্ট করে নেয়। ৩. রাজী/সম্মত না হলে ব্যাক্তিগত অভিমত জানায়। ৪. পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্যদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ দেখায়। ৫. যত্নকারী ছাড়াও বিশেষভাবে পরিচিত/ গুরুত্বপূর্ণ বড়দের (যেমন- শিক্ষক) সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করে	• শিশুদেরকে দৈনন্দিন কাজে (যেমন- বাগানে পানি দেয়া, খাবার পরিবেশন করা) নিয়োজিত করুন এবং তাদেরকে সহযোগিতা করুন • ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করুন। • একটি কাজ সম্পন্ন করতে অনেক লোকের প্রয়োজন আর এজন্য সকলের অবদান গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা/ব্যাখ্যা করুন। • শিশুদেরকে প্রশ্ন করতে দিন এবং ধৈর্য্য ও বিশ্বাস যোগ্যতা সহকারে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন। • শিশুদেরকে তাদের কাজ, অনুভূতি ও পছন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। • শিশুদেরকে আলাদা থাকার জন্য প্রস্তুত করুন। • বড়দের সাথে শিশুদের ইতিবাচক আচরণকে স্বীকৃতি নি ও এ ধরণের আচরণ করতে উৎসাহিত করুন। • আপনি রাখতে পারবেন, শিশুদেরকে এমন কথা/ প্রতিশ্রুতি দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবার ও কমিউনিটির পরিচিত বড়দের (যেমন- মা-বাবা, দাদা-দাদী, খেলার মাঠের অন্যান্য দাদা-দাদী, প্রতিবেশী, পারিবারিক চিকিৎসক, দোকান সহকারী ইত্যাদি) সাথে কথোপকথনে নিয়োজিত হয়। ২. বাসা / শ্রেণি কক্ষের পরিবেশে যা ঘটে তা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করে। ৩. কোন প্রকার ইশারা/ইঙ্গিত ছাড়াই সঠিকভাবে শুভেচছা বিনিময় করতে পারে। ৪. অনুসরণ করার পূর্বে প্রশ্ন করে কোন নিয়ম ও দৈনন্দিন কাজ সুস্পষ্ট করে নেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে নানাবিধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড়দের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে সহায়তা করা এবং যোগাযোগ ও অংশগ্রহনে উৎসাহিত করুন (যেমন- তথ্য চাওয়া, কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া, দৈনন্দিন বাজার করা, বাড়িতে বা স্কুলে "ক্রেতা বিক্রেতা", "ডাক্তার - রোগী" ইত্যাদি খেলা করা • শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন কবুন, অন্যদের সাথে সম্পর্ক, দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং শিশুর অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন। • শিশুরা যখন কথা বলে তখন তাদের কথায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে তাদের নিকট যোগাযোগের সঠিক মডেল/নিয়ম তুলে ধরুন। • শিশুদের অনুভূতি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন, অনুভূতিকে সমর্থন/ স্বীকৃতি দিন এবং তাদের সাথে অর্থপূর্ণ কথোপকোথনে নিয়োজিত হোন।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আশেপাশের পরিচিত বড়দের চিনতে পারে এবং তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ২. শোনা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বড়দের অভিজ্ঞতা ও ধারনাকে স্বীকৃতি দেয়। ৩. রাজী/সম্মত না হলে ব্যাক্তিগত অভিমত জানায় অথবা নিয়ম বা কোন রুটিনের মূল্য বোঝে/অনুধাবন করে। ৪. বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং যথাযথভাবে মিথষ্ক্রিয়া করে (বিঘ্ন সৃস্টি করে না)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● উদাহরণ দেয়া এবং অন্যান্যদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে যথাযথ আচরণের মডেল দেখনে (যেমন- রোল প্লে, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, কেনা কাটা করা, মেলায় যাওয়া ইত্যাদি) ● শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করুন, অন্যদের সাথে সম্পর্ক, দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং শিশুর অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন। ● ধৈর্য্য ও সততার সাথে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিন। ● ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অবস্থানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ থাকা গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করা ও মডেল হিসেবে দেখান।

ক্ষেত্র	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপক্ষেত্র:	২.১ : সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.১: বড়দের সাথে মিথষ্ক্রীয়া
আদর্শিক মান	২.১.১.২: প্রয়োজনে শিশু সাহায্য চাইতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা, মনযোগ বা আরামের প্রয়োজনে যত্নকারীকে সংকেত দিতে হলে কাঁদে, শব্দ করে অথবা শরীর নাড়াচাড়া করেএ ২. যত্নকারীর মনোযোগ আর্কষণের জন্য একটি অথবা দুটি নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • জড়িয়ে ধরে, আলিঙ্গন করে এবং বিনয়ী শব্দ/কথা ব্যবহার করে শিশুকে লালন পালন করুন। • ধারাবাহিকভাবে/ সার্বক্ষনিক শিশুকে সাড়া দিন এবং শিশু যখন মর্মপীড়ায় থাকে তখন তাকে সাহায্য করুন ও আরাম দিন। • শিশুকে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ করুন ও তার কাছাকাছি থাকুন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শিশু তার আচরণের মধ্যে দিয়ে যত্নকারীর সাড়া দেয়াকে পরীক্ষা করে (যেমন- কোন নিষিদ্ধ জিনিসের কাছে পৌঁছে যত্নকারীর সাড়া পরীক্ষা করার জন্য তার দিকে তাকায়)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিন এবং তাদের ছোট খাট কোন কাজ সম্পাদনকে স্বীকৃতি দিন। • শিশুদেরকে কখন সহায়তা করার ডাকে সাড়া দিতে হবে তা চিহ্নিত করুন।
১৩ - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক বা অনুপযুক্ত ব্যবহারের/আচরনের ক্ষেত্রে বড়দের নিকট থেকে ইঙ্গিত খোঁজে। ২. কোন জটিলতার (যেমন- খেলনার বাক্স না খুলতে পারলে, কাঠের ব্লক দিয়ে তৈরি টাওয়ার এর টিকে থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে) মুখোমুখি হলে অথবা অন্য ছোট শিশুদের সাথে খেলার সময় জটিলতা হলে বড়দের সাহায্য চায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের প্রশ্নের উত্তর এবং সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিন। • যথাযথ এবং ধারাবাহিক সীমা নির্দিষ্ট করে দিন। • শিশুদের ইঙ্গিত অনুসরণ করুন এবং প্রয়োজনে যথাযথ নির্দেশনা দিন।

২৫ মাস থেকে - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক বা অনুপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড়দের নিকট থেকে ইঙ্গিত খোঁজে। ২. বড়দের কাছ থেকে পরামর্শ এবং নির্দেশনা পাওয়ার পর কোন কাজ শুরু করে (যেমন- খেলনার একটি হারিয়ে যাওয়া টুকরা খুঁজে দেখা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদের ব্যবহার/আচরন যথাযথ বা ঠিক থাকলে তা বলুন এবং স্বীকৃতি দিন (যেমন- ভালো করেছ! তুমি তোমার খেলনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখার কথা মনে করতে পেরেছ)। ● অনুপযুক্ত ব্যবহারের/আচরনের ক্ষেত্রে শিশুদের নিকট তা ব্যাখ্যা করুন ও করতে নিষেধ করুন,
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়রা বেশী অভিজ্ঞ তা বুঝতে পারে, সেজন্য তাদের থেকে নির্দেশনা চায়। ২. বিভিন্ন পরিবেশে যথাযথ আচরণের জন্য যত্নকারীরর নির্দেশণা অনুসরণ করে। ৩. বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহজ-সরল সমস্যা নিয়ে আসে (যেমন- কোন শিশু আঘাত পেয়েছে অথবা সাহায্য প্রয়োজন, কোন অদ্ভুত শব্দ শুনলে অথবা চুলায় খাবার পুড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি)। ৪. পরিচিত যত্নকারীর নিকট থেকে আবেগিক সাহায্য আসা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশু কোন কাজ সম্পন্ন করলে তা স্বীকার ও প্রসংশা করুন। ● শিশুদের কোন প্রশ্নের উত্তর পরিস্কারভাবে সরাসরি দিন; তথ্য নেয়ার জন্য শিশুদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন। ● আচরণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সীমা নির্দিষ্ট করে দিন। ● মিশুর ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করুন; নেতিবাচক আচরণ পরিহার করুন (যেমন- যদি যত্নকারী অন্যদের সাথে কথা বলতে বেশিরভাগ সময় চিৎকার করেন তাহলে শিশুও একই রকম করবে)।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. তথ্য নিতে বড়দের নিকট বার বার প্রশ্ন করে। ২. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কমিউনিটির বড়দের (যেমন- প্রতিবেশী, রিক্সা/ভ্যান ওয়ালা, দোকানদার) নিকট থেকে সাহায্য নেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিন। ● সহজ-সরল সমস্যগুলো বর্ণনা ও আলেচনা করুন; স্কুলে খেলার মাঠে অথবা টেলিভিশনে দেখা কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করুন। ● আবেগিক সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য সুযোগ দিন, এই ধরণের প্রয়োজন প্রকাশে স্বস্তীবোধ করতে সাহায্য করুন। ● আপনার সহমর্মীতা ও সহযোগিতা শিশু পাবে তা মৌখিক ও অমৌখিক ব্যবহারের/আচরনের মাধ্যমে প্রকাশ করুন এবং শিশুকে তার প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিচিত বড়দের মনোযোগ আর্কষণে কখন কোন বিষয় নিয়ে আসতে হয় সেটা বোঝে ও প্রদর্শন করে। ২. কোন নিয়ম বা রুটিন ভঙ্গ করার জন্য প্রলুব্ধ হলে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য বড় কারও সাথে কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। ● যদি সে কারও অনুপুযুক্ত ব্যবহারের/আচরনের সম্মুখীন হয় তাহলে তা পিতামাতা বা বিশ্বাসী বড় কাউকে বলার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন (যেমন- ভালো ও মন্দ শারীরিক স্পর্শ)। ● আপনার নিকট প্রশ্ন ও সাহায্য নিয়ে আসার জন্য শিশুরা যেন স্বস্তিবোধ করে সে ধরণের অকপটতা প্রদর্শন করা। ● বড়দের কথা পর্যবেক্ষণ ও তাতে অংশগ্রহণের জন শিশুদেরকে সুযোগ দেয়া। ● যখন কেউ কথা বলে তখন কথা না বলা ও পালার আসার জন্য। অপেক্ষা করা এবং কথা বলার সময় সঠিক স্বর থাকা ইত্যাদির গুরুত্ব আলোচনা করা। ● যখন শিশু কোন ভুল করে, তখন বকা দেয়ার পরিবর্তে এটা থেকে কী শিখলাম তা নিয়ে আলোচনা করা।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কমিউনিটির বড়দের (যেমন-, প্রতিবেশী, রিক্সা/ভ্যান ওয়ালা, দোকানদার) নিকট থেকে সহায়তা আহবান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সাহায্যে চাওয়ার জন্য শিশুদেরকে বলুন এবং আপনার সহায়তায় কোন সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদেরকে এমন অবস্থায়/পরিস্থিতিতে নিয়ে যান/দেখান, যেন তারা বুঝতে পারে, "সাহায্য চাওয়া ও সাহায্য করা সামাজিক আচরণের প্রতিফলন এবং এটা কোন ব্যর্থতা না"। ● এমন অবস্থা তৈরি করুন যেন সাহায্য চাওয়ার সময় মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি প্রশ্ন করে সেই ধারনা ভুল শিশু তা বুঝতে/শিখতে পারে। এর মাধ্যমে শুধু ছেলেরাই তাদেরটা ব্যবস্থা করতে সক্ষম এই ধরাবাঁধা/গতানুগতিক ধারনার অবসান করতে সহায়ক হবে। ● কোন নিয়ম বা রুটিন ভাঙ্গার পূর্বে বড় কাউকে জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি শিশুকে মনে করিয়ে দিন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.২: সমবয়সী শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া
আদর্শিক মান:	২.১.২.১: খেলার মাধ্যমে শিশু অন্য শিশুদের সাথে ইতিবাচকভাবে মিথস্ক্রিয়া এবং সহযোগিতা করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের পরিচিত মুখভঙ্গিতে সাড়া দিয়ে স্বতৃস্ফূর্তভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর দিকে তাকিয়ে বারংবার হাসুন এবং তার সাথে চোখে চোখ রাখুন। ● অন্য শিশুর সাথে থাকার জন্য তাকে সুযোগ তৈরি করে নি (যেমন- তাকে প্রতিবেশি/ আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া) ● খেলার সময় শিশুকে অনুকরণ করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদেরকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের শব্দ/কথা, কাজ এবং চলাফেরা অনুকরণ করে। ২. অন্য শিশুদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে স্পর্শ করে অথবা তাদের খেলনা ধরে এবং তাদের খেলনা দিয়ে একা খেলে (যেমন -খেলনা পরীক্ষা করে) ৩. অন্য শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় পরিতৃপ্ত দেখায় (যেমন-অঙ্গভঙ্গি, শব্দ করে, অস্ফুটবাক্য, হাত পা নাড়িয়ে)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● মৌখিক ও অমৌখিক আচরনের মাধমে শিশুর শব্দ, অঙ্গভঙ্গি/ মুখভঙ্গির প্রতি সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাই বোন/আত্মীয়স্বজন/ অন্য শিশুদের নিকট নিয়ে যান। ● শিশু যেন ভাইবোন/অন্য শিশুর সাথে খেলা করতে পারে এমন পরিবেশ তৈরি করুন ও খেলতে দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আগ্রহ নিয়ে অন্য শিশুদের দিকে তাকায়, তাদেরকে দেখে এবং তাদের আচরণ অনুকরণ করে (যেমন- ভাইবোনের আচরণ)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষা বিষয়ক নানা পরিবেশের সমবয়সী অন্য শিশুদের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে শিশুকে নিজ ও অন্য সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অন্যান্য শিশুর সাথে

	খেলা ও মিথস্ক্রিয়া করার জন্য নিয়মিতভাবে সুযোগ তৈরি করে দিন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রাথমিক যত্নকারীর সহায়তায় খেলার সময় অন্যান্য শিশুদের সাথে পালা বদল করতে শুরু করে। ২. খেলনা নিয়ে অন্য শিশুর সাথে কোন দ্বন্দ্বে বড়দের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করে। ৩. অন্য শিশুর পাশাপাশি খেলে, তবে প্রায়শই তা অন্য শিশুদের সাথে মিলে-মিশে নয়, বরঞ্চ অনেক সময় তাদের খেলনা নিয়ে নেয়। ৪. সহবয়সী শিশুদের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া করার জন্য চেষ্টা করে, অন্য শিশুর সাহচার্যের বিষয়ে প্রবল উৎসাহ দেখায় এবং পরিচিত খেলার সাথিদের মধ্যে পছন্দনীয় কারো কারো প্রতি স্বত:স্ফূর্তভাবে খেলার জন্য অগ্যাধীকার দেখায়। ৫. সহযোগীতামূলকভাবে অন্য শিশুর সাথে খেলে এবং তাদেরকে চুমু খায় অথবা তাদের হাত ধরে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● দুই বা ততোধিক শিশু একই সময়ে খেলানা নিয়ে খেলতে পারে এমন নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করুন। ● শিশুকে তার কাল্পনিক বন্ধু নিয়ে আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুর সাথে কথা বলে, তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কোন সহায়তা নিয়ে বিতর্ক নিস্পতি করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করে। ২. হ্যাঁ/না প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মাধ্যমে পছন্দ ও ইচ্ছা/উদ্দেশ্য প্রকাশ করে (যেমন- "তুমি কী এটা করেছ? তুমি কী এটা এখনও ব্যবহার করছ? সীমা কী এখন এটা ব্যবহার করতে পারে? তুমি কী এটা রাখতে চাও?")। ৩. অন্য শিশুকে খাদ্য, বই এবং খেলনা দেখায় অথবা তা ভাগাভাগি করে। ৪. বন্ধুদের সাথে খেলার জন্য অধিকাংশ সময়ে বড়দের নিকট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে আলাদা করে রাখে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অন্য শিশুদের সাথে নানারকম খেলায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য শিশুকে সুযোগ তৈরি করে দিন (যেমন- নাটকীয় খেলা, চারুকলা প্রজেক্ট, বাহিরে ইচ্ছামত খেলা, নাচের ক্লাস)। ● সাংস্কৃতিকভাবে সামনজস্যপূর্ণ এবং অন্য সংস্কৃতিক দক্ষতা বিকাশের জন্য সুযোগের ভারসাম্য করুন (যেমন- নানারকম সাংস্কৃতিক উৎসবের সাথে শিশুকে পরিচয় করানো)। ● অন্য শিশুদের সাথে খেলতে এবং খেলনা ভাগাভাগি করতে শিশুকে উৎসাহিত করুন। ● কিভাবে অন্য শিশুর সাথে কথা বলতে হয় এবং তাদের কথা শুনতে হয় তা শিশুর সাথে আলোচনা করুন।

৫. কমপক্ষে অন্য একজন শিশুর সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করে। ৬. "আমার" এবং "তাঁর" ধারণা বুঝতে পারে।	● কাছাকাছি থেকে খেলার সময় শিশুকে সহায়তা করুন, খেলনা উপকরণ দিন এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে সাহায্য করুন। ● বড় ভাই/বোনকে শিশুর যত্ন নিতে অংশগ্রহণ করতে বলুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন প্ররোচণা ছাড়া অন্য শিশুদের সাথে খেলে। ২. প্রয়োজনে বড়দের প্ররোচণায় অন্য শিশুদের সাথে সিদ্ধান্ত নেয়। ৩. সহায়তা নিয়ে অন্য শিশুদের সাথে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দরদস্তুর/আলাপ-অলোচনা করে। ৪. কারণসহ নিজের অবস্থান বলে (যেমন- "আমি এখন খেলতে চাই না, কারণ আমি এখন ক্লান্ত")। ৫. অন্য শিশুকে নিয়ে একসাথে কোন কাজ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে ৬. সক্রিয়ভাবে শ্রেণি কক্ষ এবং গ্রুপ রুটিনের কাজে অংশগ্রহণ করে এবং অন্য শিশুদের সাথে খেলা করে কিন্তু তার নিজের মত করে খেলে। ৭. পরিচিত সমবয়সীদের থেকে বা ছোট দলের থেকে কমপক্ষে একজনের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব তৈরি করে এবং তা রক্ষা করে চলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● কাছাকাছি থেকে খেলার সময় শিশুকে সহায়তা করুন, খেলনা উপকরণ দিন এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে সাহায্য করুন। ● শিশুকে বন্ধু তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। ● বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি করে দিন। ● সামাজিক ও আবেগিক নিরাপত্তা ও সংহতির সাথে শিশুর মাঝে একাত্মতার অনুভূতি তৈরি করার জন্য কোথাকার শিশু (যেমন- শিক্ষা কেন্দ্রের অথবা সহ বন্ধু দলের) তা ধরন অনুসারে নির্দিষ্ট করতে শিশুকে সাহায্য করুন।। ● শিক্ষা কেন্দ্রের অথবা সহ বন্ধু দলের শিশুদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করার জন্য নাম এবং প্রতীক ব্যবহার করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যদেরকে সামাজিক সহয়তা প্রদান করে (যেমন- খেলনা পাচ্ছে না এমন সহ-শিশুকে সাহায্যের কথা বলে) ২. কিভাবে খেলা চালিয়ে যেতে হবে সে বিষয়ে কোন বন্ধুর দেয়া পরামর্শ অনুসরণ করে। ৩. বিভিন্ন পরিবেশে বন্ধু থাকে (প্রতিবেশী, স্কুল) এবং দুই বা ততোধিক সমবয়সী শিশুর সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● একত্রে কাজ করলে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস কিভাবে অর্জন করা যায় তা আলোচনা করুস এবং উপাস্থাপন করুন (যেমন- চড়ুইভাতি) ● অন্য শিশুদেরকে সাহায্য করার জন্য শিশুকে সুযোগ তৈরি করে দিন (যেমন- ছোট কোন ভাইবোনকে ছবি আঁকতে সাহায্য করা, মাকে গৃহস্থলির কাজে সাহায্য করা)।

৪. শ্রেণিকক্ষের এবং দলের রুটিন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৫. দলীয় খেলা নিরপেক্ষভাবে খেলে (জেতার জন্য প্রতারণা করে না)। ৬. সব থেকে ভালো বন্ধু বা ছোট দলে ঘনিষ্ট বন্ধু থাকে। ৭. অন্য শিশুদের সাথে একত্রে কোন কাজ করার উদ্যোগ নেয় এবং অন্য শিশু ব্যবহার করছে এমন খেলনা দিয়ে খেলতে তার অনুমতি চায়।	• যে খেলায় প্রত্যেকের সুর্নির্দিষ্ট দায়-দয়িত্ব আছে শিশুকে সে ধরণের ছোট দলে খেলার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি করে দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রয়োজনে পাশে থেকে বন্ধুদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। ২. একসাথে খেলতে গেলে কোন খেলার সাথির পরামর্শ অনুসরণ করে এবং কোন প্রস্তাব দেয়। ৩. নিজেকে কাছাকাছি পরিবেশের (যেমন-শিখন কেন্দ্র, বাড়ি/পাড়া এবং দাদা-দাদীর প্রতিবেশীরা) অন্য শিশুদের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • কোন সমস্যা সমাধানে অথবা কোন খেলা উন্নয়নে অনেক রকম বিকল্প চিহ্নিত করার জন্য মতামত দিতে শিশুকে উৎসাহিত করুন। • যখন শিশু অন্য কোন শিশুর পরামর্শ গ্রহণ করে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে তখন শিশুকে প্রশংসা করুন। • নানাবিধ সামাজিক পরিবেশকে চিহ্নিত করা এবং একিভূততা ও সহযোগিতার চর্চা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দলীয় কাজের অংশ হতে শিশুকে সুযোগ করে দিন (যেমন-শিখন কেন্দ্র, বাড়ি/পাড়া এবং দাদা-দাদীর প্রতিবেশী)।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.৩: ইতিবাচক সামাজিক আচরণ
আদর্শিক মান:	২.১.৩.১: শিশু পরিবেশ থেকে সামাজিক রীতি-নীতি/আচার-অচরনের ইঙ্গিত নিতে পারবে এবং তাঁর আচরণে তা মানিয়ে নিতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কাঙ্খিত ফলাফল ঘটার জন্য কোন কাজ অনেকবার পূন:রাবৃত্তি করে (যেমন- হাসে কারণ তা যত্নকারীকে হাসায়)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • ব্যাক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পছন্দের বিষয় বিবেচনায় রেখে শিশুর জন্য খাওয়া, পরিছন্নতা এবং ঘুমের নিয়ম এবং রুটিন তৈরি করুন। • শিশুর প্রতি ধারাবাহিকভাবে সংবেদনশীল থাকুন। • নির্দিষ্ট রুটিনকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক থাকুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য সহজ নিয়ম ও রুটিন অনুসরণ করে। ২. নিজের আচরণের সাথে সাথে বড়দের আচরণের সংযোগ করে। একইভাবে অপরটিও করে (যেমন- যখন বিছানায় রাখা হয় তখন আশা করা যায় ঘুমাবে, ধরা ও খাওয়ার জন্য হাত উঁচিয়ে ধরে)। ৩. আগন্তকের নিকট লজ্জা পায় অথবা চুপচাপ থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মৌখিক ও অমৌখিকভাবে শিশুদের সাথে যোগাযোগ করুন (যেমন- হেসে শিশুর আচরণ অনুমোদন দেয়া) • যোগাযোগের সময় শিশুর সাথে চোখে চোখ রাখুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অপরিচিত মানুষকে কিভাবে সাড়া দিতে হয় সে ইঙ্গিত পেতে যত্নকারীরর প্রতি লক্ষ্য করে (যেমন- যদি যত্নকারী অপরিচিত ব্যাক্তির দিকে তাকিয়ে হাসে/কথা বলে তাহলে অধিক নিরুদ্বীগ্ন থাকবে ও স্বস্তি বোধ করবে) ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সহজ নিয়ম প্রতিষ্ঠা ও পূনরাবৃত্তি করুন (যেমন- "আমরা খাবার আগে আমাদের হাত ধুব", "আমরা খেলার মাঠে যাওয়ার পূর্বে খেলনাগুলো সঠিক জায়গায় রাখব")।

২. মানুষ ও বস্তুর উপর নিজের কাজের প্রভাবের পরীক্ষা করে। ৩. নির্দিষ্ট কাঙ্খিত অথবা নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে খেললে বড়দের মনোযোগ আকৃষ্ট করা যায় তা বোঝে এবং সেটা প্রদর্শন করে। বোঝে যে নেতিবাচক আচরণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে আকর্ষণ করে।	• একই ধরনের অবস্থায় শিশুর আচরণের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে করুন (যেমন- নিয়মকে শ্রদ্ধা করার জন্য শিশুকে প্রশংসা করা, যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে তা ব্যাখ্যা করা)।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহজ নিয়ম আঁচ করে এবং অনুসরণ করে যেমন- খেলনা যথাস্থানে গুছিয়ে রাখে, অন্য শিশু কী তৈরি করেছে তা নষ্ট করে না)। ২. যত্নকারী চুপ করতে বললে শান্ত হয়ে যায় অথবা থেমে যায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সাথে মৌখিক ও অমৌখিকভাবে যোগাযোগ করুন (যেমন- দুইদিকে মাথা ঝাকিয়ে শিশুর ব্যবহারকে সমর্থন না করা)। • শিশুর সাথে কথা বলার সময় তার সাথে চোখে চোখ রাখুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শিশুর কোন কিছু প্রয়োজন হলে যত্নকারী অপেক্ষা করতে বললে তার নিকট আসা পর্যন্ত শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে পারে। ২. যত্নকারী বা চারপাশের মানুষের হঠাৎ ভাবের কোন পরিবর্তন ধরতে পারে/বুঝতে পারে। ৩. আচরণের প্রভাব বুঝে “কেন”প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে। (যেমন- “আমি যদি এটা করি, তাহলে এটা কেন হবে?”) ৪. অন্যের উপর নিজের কাজের প্রভাব বুঝতে পারা প্রদর্শন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং মৌখিক ব্যাখ্যা দিন। শিশুদেরকে এমন পরিস্থিতিতে রাখুন যেন তারা সচেতন হতে পারে যে প্রতিটি সামাজিক পেক্ষাপটের নিজস্ব নিয়ম আছে (যেমন- আমি যদি দোলনায় চড়তে চাই তাহলে আমাকে পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি তা না করি তাহলে আমরা আঘাত পাব)। • শিশুদের সাথে মৌখিক ও অমৌখিকভাবে যোগাযোগ করুন (যেমন- শিশুদের আচরণকে অনুমোদন না দিতে দুদিকে মাথা ঝাঁকানো)। • যোগযোগের সময় শিশুর চোখে চোখ রাখুন। • শিশুর “কেন”প্রশ্নের উত্তর ধৈর্যসহকারে সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের ইতিবাচক, চিন্তাশীল এবং সদয় আচরণকে স্বীকৃতি দেয় ও বর্ণনা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে নিয়ম ও রুটিনের কথা মনে করিয়ে দিন। নিয়ম ও রুটিন শিশুদের নাগালের মধ্যে

২. মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ ও শারীরিবভাবে আঘাত প্রাপ্ত শিশুর প্রতি সহমর্মীতা দেখায়। ৩. মনে করে দেয়া ছাড়াই সহজ নিয়ম অনুসরণ করে (যেমন- খেলার পর সঠিক স্থানে খেলনা সাজিয়ে রাখে)। ৪. খেলার সময় নিজের পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করে। ৫. নিত্যদিনের সময়সূচী ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে। ৬. নিয়ম অনুসরণ করে এবং যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তার ফলাফল মেনে নেয়।	গ্রাফিক ফরমেটে (graphic format) প্রদর্শণ করে রাখুন। ● "এরপর আমরা করব", "প্রথমে তুমি এটা কর", "এখন আমরা অপেক্ষা করব" ইত্যাদি নির্দেশনা বারংবার ব্যবহার করুন। ● আপনি যে সকল ইতিবচক ব্যবহারকে প্রশংসিত করবেন তার একটা তালিকা শিশুদের বোধগম্য হয় এমনভাবে তৈরি করুন। এই সকল আচরণকে চিহ্নিত করতে এবং প্রশংসা করতে শিশুদের সাথে ভান করার খেলা করুন। ● "দুপুরের খাবারের পূর্বে আমি দেখব আজকে কী কী ভাল আচরণ তুমি করেছ" ইত্যাদি মন্তব্যের মাধ্যমে শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। ● শিশুদেরকে পর্যাপ্ত সময়, খেলনা ও কিভাবে খেলতে তার পরামর্শ দিয়ে খেলায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ করে দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অনুসন্ধান, চর্চা এবং সামাজিক ভুমিকা বোঝার জন্য খেলা ব্যবহার করে। ২. নিজের কাজ ও সাড়া দেয়া অন্যকে কিভাবে সুখী করে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারে। ৩. ছোটখাট দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সহশিশুদের সাথে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করে। ৪. যত্নপূর্ণ ব্যবহারে নিয়োজিত হয়ে সহমর্মীতা প্রদর্শন করে যাতে অন্যরা ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয়। ৫. দ্বন্দ্ব ও দুংশ্চিন্তা কমানোর জন্য সহযোগিতা করে। ৬. কখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করতে হবে তা জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নানা প্রেক্ষাপটে অন্য শিশু ও বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। ● শিশুকে খেলার মাধ্যমে চর্চা করা এবং আচরনের নিয়ম দেখিয়ে দিন। ● নিয়ম ও সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাব এই দুইয়ের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবার ও বাড়িতে কী হতে পারে তা বলতে শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। ● সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা সীমানা নির্ধারণ করে দিন এবং প্রয়োজনে শিশুকে স্মরণ করিয়ে দিন। ● শিশুকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক আচরণের ফলাফল অনুমান করতে সাহায্য করুন। ● সহমর্মীতা তৈরির জন্য পুতুল ও প্রানী ব্যবহার করুন।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যকে বিরক্ত করা ছাড়াই খেলা অথবা কাজ করে। ২. অনুপযুক্ত ব্যবহার/আচরনের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে (যেমন- "এটা ঠিক না, তোমার পালা বদলের জন্য অপেক্ষা কর")। ৩. কোন কাজ অথবা খেলায় অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ নিয়মকে শ্রদ্ধা করে/মেনে চলে। ৪. পরিবেশের সামাজিক ইঙ্গিতের প্রতি যথাযথ অভিব্যাক্তি দেখায় (যেমন- কখন চুপ থাকতে হবে অথবা শ্রেণিকক্ষ, হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থান এবং অন্যান্য সামাজিক সমাবেশে কখন কথা বলতে হবে তা বুঝতে পারে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সুর্নিদিষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে আবেগ ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হতে শিশুকে সহায়তা করুন। ● যখন শিশুদের প্রতি অন্যায় করা হয় তখন তাদের হতাশার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। ● সমস্যা সমাধানের সামর্থ্যতা অর্জন করার জন্য কোন কাজের ফলাফল অনুমান করতে শিশুদেরকে সাহায্য করুন। ● ছোট বোর্ডে অথবা টেবিলে কোন খেলায় তাদের অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করে দেখাবার জন্য শিশুদেরকে সুযোগ করে দিন। ● নানা আকারের/ধরনের দলে খেলার জন্য শিশুদেরকে সুযোগ করে দিন। ● প্রান্তিক শিশুদেরকে (যেমন- দরিদ্রতার কারণে সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্টি এবং জেন্ডার) অর্ন্তভুক্ত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিন।

ক্ষেত্র:	২. সামাজিক ও আবেগিক
উপ- ক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.৩: ইতিবাচক সামাজিক আচরণ
আদর্শিক মান:	২.১.৩.২: শিশু অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশু ও বড়দের দিকে তাকিয়ে হাসে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের কাছকাছি অন্যদের সাথে খেলুন (উদাহরণ -আত্মীয়/প্রতিবেশীর শিশু) • খেলার সময় শিশুর সাথে কথা বলুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুর নিকট পৌঁছতে চায় অথবা তাদের খেলনা আঁকড়িয়ে ধরে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর মিথস্ক্রিয়ার উদ্যোগ নিলে সহযোগিতা ও প্রশংসা করুন। • খেলার সময় শিশুর সাথে কথা বলুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশু অথবা বড়দের সাথে একত্রে থাকলে আনন্দ প্রকাশ করে। ২. সহায়তা নিয়ে পালা বদল অথবা ভাগাভাগি করা শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • গান গাওয়া, নড়াচড়ার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে দলীয় কাজ করার সুযোগ করে দিন। • কাছাকাছি অন্য শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ও খেলা করার সুযোগ দিন; দৈনন্দিন কাজে অন্যদের সাথে সহযোগিতার উদাহরণ দেখান (যেমন- খাবার তৈরি, অন্য গৃহস্থালীর কাজ)।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের সাথে সমান্তরালে খেলা (play in parallel) করতে শুরু করে। ২. নমনীয় কাঠামোবদ্ধ দলীয় খেলায় অংশগ্রহন করে (যেমন- দাবা, নাটকীয় খেলা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • কাছাকাছি অন্য শিশুদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ও খেলা করার সুযোগ দিন; দৈনন্দিন কাজে অন্যদের সাথে সহযোগিতার উদাহরণ দেখান (যেমন- খাবার তৈরি, অন্য গৃহস্থালীর কাজ)।

৩. পারিবারিক রুটিন অনুসরন করে (যেমন- খাবার সময়ের আচরণ)। ৪. বড়দের সহায়তা নিয়ে খেলনা ভাগাভাগি করতে শুরু করে।	• অন্য লোকজনের সাথে থাকার সুযোগ তৈরি করে দিন এবং তারা যে উৎসাহ/উদ্যমতা দেখায় তার প্রশংসা করুন। • আপনার নিজের আচরণ দিয়ে শিশুদের সাথে খেলার সময় সহযোগিতা কী তা বোঝাবন; একই সময়ে খেলতে পারার জন্য ২-৩ জন শিশুকে খেলনা দিন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খেলার জন্য অন্য শিশুকে আশা করে। ২. দলীয় রুটিন কাজে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তা দেখে বুঝতে পারে এবং মন্তব্য করে। ৩. নিজেকে দলের একজন সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। ৪. বড়দের পরামর্শে রাজী হয় এবং একদল শিশু খেললে সেখানে যোগ দেয়। ৫. পালবদল কাকে বলে তা চিনতে শুরু করে এবং পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশু দলের অংশস্ব রূপ বা অঙ্গীভূত তা অনুভব করার এবং দলে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার ধারণা স্থাপন/সংগঠিত করতে সহায়তা করুন (যেমন- পরিস্কার করা অথবা খাওয়া)। • সময় দিন, যাতে শিশুরা দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে (যেমন- পারিবারিক খাবার, একসাথে বসার সময় - circle time)। • অন্য শিশুর সাথে খেলার জন্য আগ্রহ দেখানোয় শিশুকে প্রশংসা করুন। • বই পড়া, পুতুল, গাড়ী ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশুকে ভাগাভাগি করা, পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করা ও সহযোগিতা করা বলতে কী বুঝায় তা শেখান। • পালা বদল চর্চা করার জন্য শিশুর সাথে নিয়মিতভাবে সেধরনের খেলা খেলুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সামাজিক ভূমিকা বুঝতে পারা ও চর্চা করার জন্য খেলাকে ব্যবহার করে। ২. দলীয় সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে। ৩. খেলার সময় সহযোগিতা করে এবং বস্তু বিনিময় করে। ৪. পালা বদলের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত করতে পারে পালা বদল বলতে কী বুঝায়। ৫. ইচ্ছাকৃতভাবে উপকরণ ও খেলনা ভাগাভাগি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • নাটকীয় খেলা করার সুযোগ দিন যা দলীয় কাজ এবং সামাজিক ভূমিকা বুঝতে পারার বিষয়গুলোর উৎকর্স ঘটাতে সহায়তা করে। • গতানুগতিকভাবে জেন্ডার হিসেবে তার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয় এমন কাজে শিশুদের নিয়োজিত হতে উৎসসাহিত করুন এবং তারা যখন এধরনের কাজ পছন্দ করে তখন তাদেরকে সাথে সাথে ইতিবাচক ফিডব্যাক দিন (যেমন- ছেলেরা পুতুল নিয়ে খেলছে এবং মেয়েরা ফুটবল খেলছে)। • সমজাতীয় দল করতে সহায়তা করুন এবং এর উপর জোর দিন, কারণ ছেলে এবং মেয়েরা আলাদা দল করতে প্রলুব্ধ হয়। একই সময়ে খেলার দলের কাজ অবলোকন করুন এবং ছেলেদের কারণে মেয়েরা কম

	নিয়োজিত হলে তাদেরকে সহায়তা করুন অথবা উল্টোটাও করুন । ● কোন কাজ দেখার জন্য উপকরণ ভাগাভাগি ও মতামত ইত্যাদি দেয়ার সুযোগ করে দিন। ● পালা বদল এবং পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করার চর্চা করার জন্য শিশুর সাথে নিয়মিতভাবে সেধরনের খেলা খেলুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য শিশুর সাথে উপকরণ ও খেলনা ভাগাভাগি করে। ২. সহযোগিতা, সাহায্য, ভাগাভাগি এবং পরামর্শ ও নতুন ধারনা দেয়ার মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া দীর্ঘ করে। ৩. অন্য শিশুর সাথে নিয়ে সহজ প্রজেক্ট সম্পন্ন করে। ৪. শিশুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে (যেমন- নেতা, অনুসারী) ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ভাগাভাগি ও সহযোগিতায় উৎসাহ প্রদান করার জন্য উপকরণ ও খেলনা ভাগাভাগি করার জন্য সুযোগ করে দিন। ● অন্য শিশুর সাথে খেলার জন্য নতুন নতুন ধারনার/পন্থার পরামর্শ দিন। ● অন্য শিশুদের সাথে সহজ প্রজেক্ট বা খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় অন্য শিশুর সাথে কাজ করে। ২. একের অধিক শিশু নিয়োজিত হতে পারে এমন কাজ আবিস্কার করে। ৩. খেলার সময় অন্য শিশুদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● দলীয় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধারণা দিতে অবদান রাখার জন্য শিশুকে সুযোগ করে দিন। ● দলীয় খেলায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা, নিয়ম তৈরি অথবা পরিবর্তন করতে শিশুকে অনুমোদন/অনুমতি দিন। ● কোন আদেশ পালন করার থেকে কোন অনুরোধ সম্পূর্ন করা বা রাখার জন্য সহযোগিতা করা ভিন্ন তা বুঝতে শিশুকে সাহায্য করুন। ● মিশ্র (যেমন- বালক, বালিকা, সমর্থ, অসমর্থ ইত্যাদি) দল করার উপর জোর দিন। খেলার দলকে তত্ত্বাবধায়ন করুন এবং মেয়েরা যখন কম নিয়োজিত থাকে তখন তাদেরকে সহায়তা করুন একইভাবে বিপরীতটাও করুন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ- ক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.৩: ইতিবাচক সামাজিক আচরণ
আদর্শিক মান:	২.১.৩.৩: শিশু বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সক্রিয়ভাবে আশেপাশ পর্যবেক্ষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নানা পরিচিত পরিবেশে/আবহে খেলা ও অনুসন্ধান করার সুযোগ দিন। ● নতুন অবস্থা /পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য শিশুকে শিক্ষা দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশ/ অবস্থান চিহ্নিত করে তা প্রদশর্ন করে (যেমন- নির্দেশনার জন্য পিতামাতা দিকে তাকায়) ২. বাড়ির পরিবেশের বাহিরে পরিচিত অবস্থানে প্রাথমিক যত্নকারীর থেকে আলাদা হয় (যেমন- দাদার সাথে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নানা পরিচিত অবস্থানে খেলা ও অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি করে দিন। ● নতুন অবস্থা /পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য শিশুকে শিক্ষা দিন। ● শিশুকে না ভাংগে এমন আয়না দিয়ে দেখতে দিন এবং নানারকম আবেগিয় মুখভঙ্গি দেখার সুযোগ দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর নির্দেশনায় নতুন অবস্থান অন্বেষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● রুটিন পরিবর্তনে শিশুরা অস্বস্তি বোধ করতে পারে তা চিনতে পারুন এবং সেধরনের অবস্থায় তাদেরকে স্বস্তি দিন। ● বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবস্থানসহ শিশুদেরকে নানারকম অবস্থান পরিচিত করান (যেমন- মেলা, বাজার, পার্ক খেলার মাঠ)।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর নির্দেশনায় নতুন কিছু অন্বেষণ করে। ২. নানারকম পরিচিত পরিবেশে খেলা করে ও অন্বেষণ করে। ৩. পরিচিত বড়রা সাথে থাকলে বিভিন্ন অবস্থানে/পরিস্থিতে (যেমন- বাড়ি, দোকান এবং খেলার মাঠ) সচ্ছন্দ ও স্বস্তী বোধ করে তা দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● এক অবস্থান অন্য অবস্থানের থেকে আলাদা তা নিয়ে শিশুর সাথে কথা বলুন। ● ধারাবাহিক অবস্থান তৈরি করার জন্য একটি যত্ন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করুন যা শিশুর বাড়ির সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে অথবা অপরিচিত অবস্থান ও পরিবেশে অনিশ্চিতভাবে কাজ করে। ২. বস্তু ও উপকরণ অন্বেষণ করে এবং বিচিত্র দলীয় অবস্থানে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। ৩. সহায়তা নিয়ে দৈনন্দিন কার্জক্রমে এক কাজ/অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে সহজভাবে উত্তরিত/স্থানান্তরিত হতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবস্থানসহ শিশুদেরকে নানারকম অবস্থান পরিচিত করান (যেমন-মেলা, বাজার, পার্ক খেলার মাঠ)। ● সময়সূচিতে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হলে শিশুকে তা মনে করিয়ে দিন। ● বিভিন্ন অবস্থানের যথাযথ ব্যবহার, প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন। ● উত্তরণ/স্থানান্তরের সংকেত দিতে শিশুকে নিয়োজিত করুন (যেমন- ঘন্টা বাজানো, নির্দিস্ট গান গাওয়া)।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নানারকম অবস্থানের সাথে আচরণের সামঞ্জস্য করতে পারে (যেমন- বাড়ি, খেলার মাঠ) । ২. প্রাথমিকভাবে কোন কাজে অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে নানা অবস্থানে বিশেষ কোন কাজের আগ্রহ প্রকাশ করে। ৩. কোন অভিযোগ না করে দিনভর নানা রকম অবস্থান বাধাহীন ভাবে মানিয়ে নেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● যখন তারা পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে বিবেচিত হয় তখন নিজের ও অন্যের জন্য কখন দাড়াতে হয় তা শিশুকে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন । ● নানা রকম কার্যক্রমের মাধ্যম দিয়ে শিশুকে শিখন কেন্দ্রে উত্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করুন (যেমন- শিখন কেন্দ্র/ বিদ্যালয় দেখানো)। ● বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবস্থানের জন্য তৈরি হওয়া ও তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করুন।

	● তার সংস্কৃতিক পটভূমিসহ শিশুকে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা করতে দেয়া ও ছবি আঁকতে বলুন। ● নানরকম উত্তরণ/স্থানান্তরমুলক কাজ করতে সুযোগ দিন (যেমন-ভ্রমন, চলাচল ইত্যাদি)
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা নিয়ে বিচিত্র অবস্থান আঁচ করতে পারে এবং বলতে পারে সেখানে তাদের কী প্রয়োজন হবে (যেমন-"আমরা খেলার মাঠে যাব, তাই আমি একটা বল নিয়ে যাব") । ২. সমবয়সী বন্ধুদের দলে কাজ করার সময় সঠিকভাবে না হলে উদ্বেগ প্রকাশ করে (যেমন- "প্রত্যেকে একবার করে পালা বদল করতে পারবে", "ঐটা ঠিক না")। ৩. নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সামর্থ্যকে চিহ্নিত করতে পারে (যেমন- সুমি সত্যিই ভালো গান গায়, "ইমরান খুব জোরে দৌড়ায়")। ৪. নাম দেয় এবং পছন্দের ক্ষেত্রে মিল অমিল মেনে নেয় (যেমন- খাদ্য পছন্দ অথবা প্রিয় খেলা) ৫. ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে একই বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার বুঝতে পারে। ৬. নানা বয়সী দলের (যেমন- বড়দের, তরুণদের, কিশোর-কিশোরীদের, শিশুদের দল) পার্থক্য বুঝতে পারে এবং পরিবার, স্কুল ও কমিউনিটির লোকজনকে চিহ্নিত করতে পারে। ৭. আর্থ সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য নির্দেশক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে (যেমন-সে কেন রাস্তায় ভিক্ষা করে) । ৮. জেন্ডার এর পার্থক্য ও ভূমিকা নিয়ে কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ভিন্ন সংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের বড় ও অন্যন্য শিশুদের সাথে শিশুদেরকে মিথস্ক্রিয়া করার অনুমোদন/অনুমতি দিন। ● গৃহ পরিচারিকা, অধস্তন কর্মী অথবা যারা কম ভাগ্যবান তাদের প্রতি নিজে শ্রদ্ধাশীল থাকুন ও শিশুকে থাকতে বলুন (যেমন- তাদের সাথে শান্তভাবে কথা বলা)। ● পরিবেশের কোন কাজের বা জিনিসের নাম বলতে শিশুকে মূলধারার অথবা মাতৃভাষা উভয় ভাষা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করুন। ● শিশুর প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করুন। ● ভাষার বৈচিত্র্যতাকে শ্রদ্ধা করার জন্য জোর দিন এবং তাৎক্ষনিকভাবে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দিন (যেমন- যখন কোন শিশুর নাম উদ্দেশ্যমুলকভাবে ভূল উচ্চারণ করে)। ● নানা ভাষার এবং সংস্কৃতির বই শিশুকে দিন ও পড়তে উৎসাহিত করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শিশু সচরাচর যে মানুষগুলো দেখে তার থেকে আলাদা কোন মানুষের প্রতি আগ্রহ	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● ভিন্ন সংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের বড় ও অন্যন্য শিশুদের সাথে শিশুদেরকে মিথস্ক্রিয়া করার

দেখায় তা নির্দেশ করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। ২. নতুন ও আলাদা শব্দ (যেমন- আঞ্চলিক/ উপভাষা) নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং কমিউনিটিতে চর্চা করে (যেমন- পল্লী অথবা শহরের অবস্থান, আর্থ সামাজিক অবস্থান)। ৩. দলের মাঝে বিচিত্র ব্যক্তি ও অবস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। ৪. বিভিন্ন অবস্থা ও স্থানের শিশু ও বড়দের সাথে বন্ধু বানাতে ইচ্ছুক হয় (যেমন- বিদ্যালয়, প্রতিবেশি) ৫. গৃহ পরিচারিকা, অথবা যারা কম ভাগ্যবান তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে (যেমন- তাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলে)।	অনুমোদন দিন মিথস্ক্রিয়া করার জন্য উৎসাহিত করুন। ● কোনরকমের বৈষম্য বা বিরূপ মনোভাব পোষণ করা ছাড়াই শিশুর পর্যবেক্ষণ করা বিচিত্র দল সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিন। ● নতুন কাউকে অথবা নতুন অবস্থানকে দলের মাঝে যোগ করতে দেবার সুযোগ করে দিন। ● বাড়িতে কম ভাগ্যবান কোন ব্যক্তি বা গৃহপরিচারিকার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ/শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করুন ও শিশুকে করতে বলুন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ- ক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.৩: ইতিবাচক সামাজিক আচরণ
আদর্শিক মান:	২.১.৩.৪: শিশু দায়িত্ব নিতে, দরকষাকষি করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: উল্লেখযোগ্য কোন সূচক নেই।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** যদিও কোন সূচক থাকেনা তদুপরি - ● সামজিক আচরণ শেখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কোন বস্তু ভাগাভাগি করার সুযোগ তৈরি করে দিন। ● আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে ঐ ব্যবহার মডেল করে দেখান।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কান্না থামিয়ে খেলনা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে বড়দের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সামজিক আচরণ শেখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কোন বস্তু ভাগাভাগি করার সুযোগ তৈরি করে দিন। ● আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে ঐ ব্যবহার মডেল করে দেখান।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় খেলনা ভাগাভাগি করা ও ফেরত দিতে শুরু করে। ২. শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের সহজ ইচছা ও পছন্দ প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● খেলনা ভাগাভাগি করার জন্য সহায়তা করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "তুমি কী "ক" এর সাথে খেলছ? "ক" এটা নিতে পারে? তুমি এটা রাখতে চাও?" ● অঙ্কনের মত কাজে শিশুকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। যখন আঁকবে তখন উপকরণ ভাগাভাগি করা ও শিশুকে তার ব্যবহৃত পেন্সিলটি আপনাকে দিতে বলুন। শিশুর এই ধরণের ব্যবহারকে প্রশংসা করুন (যেমন- দয়া করে, আমাকে তোমার হলুদ পেন্সিলটি দাও। ধন্যবাদ! দেখ একসাথে তোমরা কত সুন্দর ছবি আঁকতে পার!)।

	● শিশু কী করতে পছন্দ করে তা অন্যদের জানানোর জন্য শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। ● শিশুর সাথে "আমার প্রিয় খাবার", "আমার প্রিয় খেলা" ইত্যাদি নিয়ে কথোপথন করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের সহজ ইচছা ও পছন্দ প্রকাশ করে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর পছন্দ জানা এবং যখন সে তার পছন্দ প্রকাশ করে তখন তাকে উৎসাহ দিন। ● যার যার দায়-দাযিত্ব ব্যাখ্যা করে বলুন। ● শিশুদের সাথে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের উপর কথা বকুন ও প্রদর্শন করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড় কারও সাহায্য নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য অন্য শিশুর সাথে কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● কোন দ্বন্ব নিরসণের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ করার পূর্বে শিশুকে আলোচনা ও দর কষাকষি করার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। ● ইতিবাচক দ্বন্দ্ব নিরসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন (যেমন- একটা শিশু আমাদেরকে বল দিলে খুব ভাল! আমরা একসাথে খুব ভালোভাবে খেলি! আমরা অন্য শিশুদের সাথে আমাদের খেলনা ভাগাভাগি করতে পারি!)
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় সিদ্ধান্ত নেয়া খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং নানা রকম কৌশল ব্যবহার করে (যেমন- দরদাম করা, বিনিময় করা) ২. তার অধিকার স্পষ্টভাবে তৈরি করে এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের সামর্থ্য প্রদর্শন করে ("আমি পুতুলের কাজটি করেই তোমাকে আঠা ফেরত দিব"।)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর নিকট অনেকগুলো বিকল্প উপস্থাপন করুন। ● সামাজিক দক্ষতা চর্চা করার জন্য শিশুকে খেলার মাঠ, ও পার্কে নিয়ে যান। ● যখন আপনি জানবেন যে শিশু পারবে, তখন কোন সমস্যা তাকে স্বাধীনভাবে সমাধান করতে সহায়তা ও উৎসাহিত করুন। ● রূপকথার গল্পের বইয়ে যেভাবে কোন চরিত্র সমস্যা/দ্বন্দ্ব নিরসর করেছে সেই গল্পের বইগুলো শিশুকে পড়ে শুনান ও ভাগাভাগি করে শিশুকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

	● গল্প বলার মাধ্যমে শিশুকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কোন কিছুতে ইতিবাচক ব্যবহারে/ আচরনে উৎসাহিত করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন বিবেচনায় নেয়। ২. একক বা দলীয় উভয় সমস্যা সমাধানের জন্য সহজ কৌশল অবলম্বন করে। ৩. বড়দের সহায়তা ছাড়া একক বা দলীয়ভাবে অন্য শিশুদের সাথে সমাধান খোঁজে এবং সমস্যা সমাধান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● যখন কেউ অন্তর্ভূক্ত না হয় অথবা কেউ খেলনা ভাগাভাগি না করতে চায় তখন প্রত্যাখান এর অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করুন। ● কোন দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলার সময় ব্যাক্তির থেকে সত্য ঘটনা ব্যাখ্যা / বর্ণনা করতে শিশুকে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদের মতামত জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে তাদের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা: তুমি কী মনে কর এই সমস্যা সমাধানে আমাদের কী করা উচিত? ● দর কথাকষির মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনে শিশুকে অনুমোদন করে এমন কাজ করার জন্য সহায়তা করুন (যেমন-নাটকীয় খেলা, গঠন)।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে। ২. দায়-দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে সেগুলো গ্রহণ ও সেগুলোর প্রতি মনযোগী হয়। ৩. দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একাধিক কৌশল ব্যবহার করে (যেমন - প্রথমে কথা বলে এবং পরে বড়দের সাহায্য কামণা করে)। ৪. বড়দের নুন্যতম সাহায্য/তত্বাবধান নিয়ে সহজ বিষয়ে (যেমন-খাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা, বই) সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বিচিত্র পরিস্থিতির জন্য শিশুদের সাথে বিকল্প নিয়ে আলোচনা করুন। ● শিশুদেরকে আলোচনা ও দরকষাকষীর জন্য যথেষ্ট সময় দিন। ● শিশুদেরকে পছন্দ করার সুযোগ দিন। নানা রকম পন্থার প্রস্তাব করে তাদেরকে সাহায্য করুন। ● দায়িত্বপূর্ন আচরণের মডেল দেখান।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ- ক্ষেত্র:	২.১: সামাজিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.১.৩: ইতিবাচক সামাজিক আচরণ
আদর্শিক মান:	২.১.৩.৫: শিশু অন্যদের এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সহমর্মীতা প্রদর্শন করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: • দুঃখ ও সুখের গান শুনে মুখোভঙ্গি পরিবর্তন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পরিস্থিতি ও গান নিয়ে কথা বলুন যেমন-এই গানটি তোমাকে কে কী দু:খী করে)
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. হাসি মুখ দেখলে হাসে। ২. কেউ কাঁদলে অথবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে প্রতিক্রীয়া ব্যক্ত করে। ৩. বহুমুখী ইন্দ্রিয় দিয়ে গাছ, ফুল এবং অন্যান্য জীবন্ত জিনিস অন্বেষণ করে। ৪. আশেপাশের লোকজনকে পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের শব্দ, কাঁন্না এবং মেজাজের প্রতি দ্রুত ভদ্রচিত ও ভরসা জাগানো উপায়ে সাড়া দিন। • চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে শিশুদের সাথে থাকুন ও শিশুকে সহায়তা করুন। • মুখ ও আবেগ দেখার জন্য শিশুকে আয়না দিন ও তা দেখার সুযোগ তৈরি করে দিন। • বাহিরে খেলা ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য শিশুকে নিয়মিত সুযোগ দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভান করা খেলার সময় অনুভূতির সচেতনতা প্রদর্শন করে (যেমন- ক্রন্দনরত শিশুকে শান্ত করে)। ২. জীবজন্তু এবং অন্য জীবন্ত জিনিসের প্রতি আগ্রহ ও উত্তেজনা প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • হারানো, আহত অথবা ব্যাথ্যায় সাড়া দেয়া দেখানো ও ব্যাখ্যা করুন। • ছবি, পোস্টার এবং আয়না ব্যবহার করে আবেগ চিহ্নিত করার জন্য শিশুকে সুযোগ দিনা • সহজ বিষয়ে নাটকীয় খেলা করার সুযোগ দিন।

২৫ মাস - ৩৬ মাস মাস	
শিশুদের জন্য সুচক: ১. অন্য কোন শিশু সুখী বা দুঃখী হলে তা লক্ষ্য করে। ২. নিজের আবেগ এবং অন্য শিশু কী অনুভব করছে তা প্রকাশ করে (যেমন- "আমি মনে করি, তানিয়া দুঃখী কারণ সে কাঁদছে)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে অন্যের অনুভূতি, ধারণা এবং কাজ বুঝতে পারার বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য উৎসাহিত করুন (যেমন- অন্যদেরকে তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করা)। • প্রাকৃতিক বিশ্বকে শিশুর কাছে তুলে ধরুন (যেমন- বাহিরে একত্রে খেলা করে, প্রকৃতি ও বিশ্ব সম্পর্কে বই পড়ে এবং গল্প বলে)। • প্রকৃতি, জীবজন্তু এবং পরিবেশের প্রতি সহমর্মীতা প্রদর্শন করুন ও শিশুকে করতে উৎসাহিত করুন। • সহমর্মী আচরণ দেখানোর জন্য শিশুর সাথে নাটকীয় খেলা করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সুচক: ১. যখন সমবয়সী শিশু/বন্ধু আঘাত পায় অথবা বিপর্যস্ত থাকে তখন সেটাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাকে স্বস্তী দেয়ার চেস্টা করে। ২. ভানযুক্ত খেলার সময় বিচিত্র ভূমিকা ও অনুভূতি অবলম্বন করে। ৩. গল্পের চরিত্রের সঠিক অনুভুতি ব্যক্ত করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের মন্তব্য ও পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শোনা ও সাড়া দেয়ার সময় বন্ধুত্বপূর্ণ, ইতিবাচক এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের মডেল প্রদর্শন করুন। • শিশুর সাথে বিচিত্র সংস্কৃতি এবং পারিবারিক গঠন নিয়ে গল্প পড়ুন। • বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পোষা প্রাণী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খেলা করার জন্য শিশুকে সুযোগ দিন। • দু'জন শিশুর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে দু'জনের প্রতিই সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করুন। • অন্যের ইচ্ছা ও অনুভূতি বোঝার দক্ষতা বিকাশের জন্য অন্য শিশুদের সাথে খেলার জন্য অনুমতি দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সুচক: ১. যারা শারীরিক ও আবেগিক ব্যাথায় থাকে তাদের প্রতি সহমর্মীতা দেখায়। ২. যখন সমবয়সী শিশু/বন্ধু আঘাত পায় অথবা বিপর্যস্ত থাকে তখন সেটাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাকে স্বস্তী দেয়ার চেস্টা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে বই পড়ার মধ্যে দিয়ে অন্যের অনুভূতি বুঝতে উৎসাহ প্রদান করুন। • নিত্যদিনে আচরণের মধ্যে দিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করুন।

৩. গল্পের চরিত্রের প্রতি অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করে। ৪. গাছপালা, ফুল এবং অন্য জীবন্ত জিনিসের প্রতি যত্নবান হয়।	• চরিত্রগুলোকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় এমন গল্প শিশুকে শুনান। শিশুদেরকে মনে করিয়ে দিন, যে নির্দিষ্ট চরিত্র ঐ পরিস্থিতিতে কী ধরণের আচরণ করে, যেমন- "তুমি কী এখনও মনে করতে পার, ভাল্লুক চলে গেলে তার বন্ধু কী বলেছিল"?
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সুচক: ১. কাজ ও শব্দের মাধ্যমে পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধু যারা ভালো নেই বা বিপর্যস্ত তাদেরকে স্বস্তী দেয়। ২. সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যাশার মধ্যে বিশেষ ঘটনা ও অর্জণ সম্পর্কে উত্তেজনা প্রকাশ করে। ৩. অন্যদের চাহিদা এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে (যেমন-ক্রন্দনরত শিশুর সাথে খেলনা ভাগাভাগি করে)। ৪. আঘাত প্রাপ্ত ব্যাক্তির প্রতি সাড়া দিতে আবেগ প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে আবেগ ভাগাভাগি ও আলোচনা করার জন্য সুযোগ করে দিন। • অন্যকে সহায়তা করার জন্য শিশুকে সাহায্য করুন এবং অন্যের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করতে শিশুকে সহায়তা করুন। • একটা সময়ে একজন বন্ধু সুখী, দুঃখী বা একাকিত্ব অনুভব করছে সে সম্পর্কে শিশুদেরকে ছবি আঁকতে উৎসাহ দিন। • সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করুন। • প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিশুদের জন্য উদাহরণ তৈরি করুন এবং আলোচনা করুন, কেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ (যেমন- অপরিচ্ছন্ন না করা, গাছ সংরক্ষণ করা)।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সুচক: ১. পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কেউ ভালো না থাকলে বা বিপর্যস্ত হলে কাজ ও শব্দের/কথার মাধ্যমে সমবেদনামূলক আচরণ প্রদর্শন করে। ২. শব্দ ও কাজের মধ্যে দিয়ে সহ-বন্ধুদেরকে সাহায্য কর ও স্বস্তী দেয়। ৩. অন্যের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনায় পরিকল্পনাকে খাপ খাইয়ে নেয়। ৪. আঘাত প্রাপ্ত ব্যাক্তি অথবা প্রাণীর প্রতি সাড়া দিতে আবেগ প্রকাশ করে। ৫. যত্নের সাথে পরিবেশের সুরক্ষা করে (যেমন- পোষা প্রাণীকে খাদ্য দেয়া) পছন্দ করে, পানি/বিদ্যুৎ অপচয় করে না, আবর্জনা নির্দিষ্ট ঝুঁড়িতে ফেলে ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে নিজের ও অন্যের অনুভূতি ভাগাভাগি ও আলোচনা করার সুযোগ দিন। • শিশু নিজে ও তার বন্ধু যে ভিন্ন ভিন্ন আবেগের পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে তা নিয়ে ছবি আঁকতে শিশুকে উৎসাহ প্রদান করুন। • সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে গল্পের চরিত্রের বিভিন্ন আবেগ নিয়ে আলোচনা করুন। • প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শিশুদের জন্য উদাহরণ তৈরি করুন এবং আলোচনা করুন , কেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা বলুন (যেমন- অপরিচ্ছন্ন না করা, গাছ সংরক্ষণ করা)

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.২: আবেগিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.২.১: আবেগিক অভিব্যক্তি
আদর্শিক মান:	২.২.১.১: শিশু যথাযথভাবে আবেগ চিহ্নিত ও প্রকাশ করতে পারবে (রাগ, আনন্দ, হতাশা, হিংসা, ভয় ইত্যাদি)

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অপরিচিত ব্যাক্তির সাথে থাকলে বিপদাপন্ন দেখায়। ২. জড়িয়ে ধরা উপভোগ করে। ৩. আবেগ প্রকাশের জন্য কান্না, মুখোভঙ্গির ব্যবহার এবং শরীর নাড়াচাড়া করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর হাসা/কাঁদা অথবা শিশু তার আবেগ প্রকাশের জন্য যে নানাবিধ আচরণ করে তার প্রতি ইতিবাচকভাবে (মৌখিক অথবা মুখোভঙ্গি) সাড়া দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যদের আচরণের প্রতি সাড়া দেয় (যেমন- অন্য শিশু কাঁদলে কাঁদে)। ২. বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় ইতিবাচক সাড়া প্রদনের উদ্দেশ্যে মুচকি হাসে, হাত নাড়ায়, জোরে হাসে, কলধ্বনী করে। ৩. কোন কিছু করতে সফল না হলে ভ্রূকুটি করে/কঠোর চাহনি দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশু চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে থাকলে নিরাপদ বোধ করার জন্য তাকে অতি সত্ত্বর আরাম দেয়ার ব্যবস্থা করুন। ● শিশুর সাথে খেলা করুন এবং তাদেরকে মজা দেয়ার জন্য অদ্ভুত মুখোভঙ্গি এবং মুখের নাড়াচাড়া ও শব্দ করুন (যেমন- টুক্কী) ● অন্য শিশুদের, বড়দের এবং জীবজন্তুর প্রতি সহমর্মীতা (শ্রদ্ধা এবং অন্যদের আবেগে সাড়া দেয়া) প্রদর্শন করুন। ● শিশুকে মৌখিক ও অমৌখিক অভিব্যাক্তির মাধ্যমে উৎসাহিত করুন এবং আলিঙ্গন ও আদর করার সাথে সাথে “খুভ ভাল” “সাবাশ” “তুমি তো পেরেই গেছ” ইত্যাদি বলুন। কিভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয় সেটা করে দেখান (যদি কয়েকবার চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়)। ● নিরাপদ ও বয়োসপযোগী খেলনা দিয়ে শিশুর সাথে খেলুন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় ইতিবাচক সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে মুচকি হাসে, হাত নাড়ায়, জোরে হাসে, কলধ্বনী করে । ২. কোন কিছু করতে সফল না হলে ভ্রূকুটি করে/ কঠোর চাহনি দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আবেগ প্রকাশ করে এমন শব্দের সাথে পরিচিত করতে শিশুকে সাহায্য করুন। ● শিশুর সাথে খেলা করুন/গল্প বলুন যাতে করে শিশু তার আনন্দ, উদ্যোমতা, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি দেখাতে/ অনুকরণ করতে পারে। ● শিশুর সাথে খেলা করুন এবং তাদেরকে মজা দেয়ার জন্য অদ্ভুত মুখোভঙ্গি এবং মুখের নাড়াচাড়া ও শব্দ করুন (যেমন- টুক্কী) ● শিশুকে স্নেহপূর্ন/সহানুভূতিলীল শব্দ, আলিঙ্গন ও জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে লালন পালন করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক মুখোভঙ্গি, শব্দ, ইঙ্গিত এবং অন্যান্য ভাবে পরিচিত ব্যক্তি ও পশুর প্রতি সহজ আবেগ চিনতে ও প্রকাশ করতে পারে (যেমন- ভয়, আনন্দ, দুঃখ) ২. মৌলিক আবেগ গুলোর নাম বলতে পারে (যেমন- সুখ, দুঃখ রাগ ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● গল্প, বই, কার্টুন ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন চরিত্রের আবেগ অনুকরণ করে শিশুদেরকে মৌখিক ও অমৌখিকভাবে আবেগ ভাগাভাগি করতে উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে "খুব ভাল", "বাহ্", "সাবাশ", "তুমি তো পেরেই গেছ" ইত্যাদি শব্দ ও সঠিক অভিব্যাক্তির মাধ্যমে কান কিছু চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিন এবং শিশুকে উদ্বুদ্ধ করুন। ● আগ্রহ ও নিয়ে মনোযোগ সহকারে শিশু কী বলে তা শোনুন ও আবেগের অভিব্যাক্তি দীর্ঘায়িত করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আবেগকে বোঝা ও সাড়া দেয়ার জন্য মুখাভিনয় করে। ২. আবেগের সাথে শব্দ ও মুখোভঙ্গি থাকে। ৩. আবেগ প্রকাশ করার জন্য সঠিক শব্দ ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● এমনভাবে নতুন খেলায় শিশুদের সাথে অংশীদার হোন যেন তারা মুখভঙ্গি এবং অমৌখিক আচরণ অনুকরণ করতে পারে। ● যখন শিশু নিজের ও অন্যের আবেগ সম্পর্কে শিখে এবং তার কাছে আবেগের নাম অজানা থাকে তখন শিশুদের আবেগকে প্রতিফলন করুন। শিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন না "তুমি কেমন বোধ করছ?" পরিবর্তে, শিশুর আবেগকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন এবং সেটা কোন

	বাক্য বা প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে অবহিত করান। (যেমন- তুমি কী খুশী? অথবা তুমি কী রাগ করেছ? মা খুশী অথবা দুঃখী ইত্যাদি)। ● শিশুকে তার সহ-শিশুর আবেগ চিহ্নিত করতে ও তাতে সাড়া দিতে সাহায্য করুন। ● বই পড়ার সময় চরিত্রগুলো কেমন বোধ করতে পারে তা নিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন (যেমন- বালকটি একটি গুপ্তধন পেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল)।
৪৯ মাস - ৬০	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আবেগকে বোঝা ও সাড়া দেয়ার জন্য মুখাভিনয় করে। ২. আবেগের সাথে শব্দ ও মুখোভঙ্গি থাকে। ৩. নিজর আবেগের নাম বলে ও সে সম্পর্কে কথা বলে। ৪. নানাবিধ সামাজিক ও ভৌত পরিবেশে ভারসাম্য ও নমনীয়তা বজায় রেখে আবেগীয় প্রতিক্রিয়া করে (যেমন- হতাশাগ্রস্ত হলে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু আবেগিকভাবে বিস্ফোরণ/ক্রোধ প্রকাশ করে না)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● এমনভাবে নতুন খেলায় শিশুদের সাথে অংশীদার হোন যেন তারা মুখভঙ্গি এবং অমৌখিক আচরণ অনুকরণ করতে পারে। ● যখন শিশু নিজের ও অন্যের আবেগ সম্পর্কে শিখে এবং তার কাছে আবেগের নাম অজানা থাকে তখন শিশুদের আবেগেকে প্রতিফলন করুন। শিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন না "তুমি কেমন বোধ করছ?" পরিবর্তে শিশুর আবেগকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন এবং সেটা কোন বাক্য বা প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে অবহিত করান। (যেমন- তুমি কী খুশী? অথবা তুমি কী রাগ করেছ? মা খুশী অথবা দুঃখী ইত্যাদি) ● বই পড়ার সময় বা কোন কিছু দেখার সময় চরিত্রগুলো কেমন বোধ করতে পারে তা নিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন (যেমন, বালকটি একটি গুপ্তধন পেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল)। ● শিশুকে তার সহ-শিশুর আবেগ চিহ্নিত করতে ও তাতে সাড়া দিতে সাহায্য করন। ● আবেগ প্রকাশ করার সময় সামর্থ্যের ভিন্নতা, শ্রেণি, ভৌগলিক, জাতীগত, জেন্ডার ও সংস্কৃতিক বিষয়গুলো এড়িয়ে যান যেমন- কখনও না বলা যে, ছেলেদের কাঁদতে হয় না অথবা মেয়েরা মুখচোরা/লাজুক)
৬১ মাস - ৭২ মাস মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খেলা ও চারুকলার মাধ্যমে আবেগকে প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদের সাথে শব্দ, ছন্দ, গান এবং আবেগ নিয়ে আলোচনা করুন।

২. অন্যের সাথে তার আবেগ ভাগাভাগি করে। ৩. শব্দের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করে (যেমন- হতাশা, সুখ, আতঙ্ক)	● শিশুকে তার সহ-শিশুর আবেগ চিহ্নিত করতে ও তাতে সাড়া দিতে সাহায্য করুন। ● শিশুকে নানারকম শিল্পীসুলভ কাজে (যেমন- চিত্রাঙ্কণ, ছবি রং করা) নিয়োজিত করুন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কী করছে এবং কেমন বোধ করছে। যদি শিশু কোন ঘটনা, স্বপ্ন অথবা আবেগ বর্ণনা করতে শুরু করে, তাহলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং সাহায্য করুন (যেমন, "আমি বুঝতে পেরেছি" অথবা "এবং তারপর"?) ● শিশুকে আবেগীয় ভাবের নাম প্রকাশ করে এমন শব্দ ও অভিব্যাক্তি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন যেমন- "এই খেলনাটি তোমাকে কেমন বোধ করতে সাহায্য করছে?" "তোমার প্রতি কেউ চিৎকার করলে তোমার কেমন লাগে?")
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. বিভিন্ন উপায়ে/অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিত্যদিনের কাজের উপর আবেগ প্রকাশ করে (যেমন; হিংসা, হতাশা, সুখ এবং দুঃখ)। ২. অন্যের (সহ-শিশু এবং পরিচিত বড় মানুষ) সাথে আবেগ ভাগাভাগি করে। ৩. নানবিধ সামাজিক ও ভৌত পরিবেশে ভারসাম্য ও নমনীয়তা বজায় রেখে আবেগীয় প্রতিক্রিয়া করে (যেমন- কোন কিছু হারলে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু খুব কমই আবেগিকভাবে বিস্ফোরণ/ক্রোধ প্রকাশ করে)। ৪. শব্দের/কথার মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করে (যেমন; হিংসা, হতাশা, সুখ, আতঙ্ক)। ৫. দলীয় পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে আবেগ প্রকাশ করতে পারে।	● শিশুদের সাথে শব্দ, ছন্দ, গান এবং আবেগ নিয়ে আলোচনা করুন। ● শিশুকে নানারকম শিল্পীসুলভ কাজে (যেমন- চিত্রাঙ্কণ, ছবি রং করা) নিয়োজিত করুন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কী করছে এবং কেমন বোধ করছে। যদি শিশু কোন ঘটনা, স্বপ্ন অথবা আবেগ বর্ণনা করতে শুরু করে, তাহলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং সাহায্য করুন (যেমন, "আমি বুঝতে পেরেছি" অথবা "এবং তারপর"?) ● শিশুকে আবেগীয় ভাবের নাম প্রকাশ করে এমন শব্দ ও অভিব্যাক্তি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন (যেমন- "এই খেলনাটি তোমাকে কেমন বোধ করতে সাহায্য করছে?" "তোমার প্রতি কেউ চিৎকার করলে তোমার কেমন লাগে?") ● দলীয় কাজের সময় তারা যে আবেগিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা নিয়ে শিশুদের সাথে সংলাপ/আলোনা করুন (যেমন- সিনেমা দেখা, গান শোন, নাচা, গল্প বলা ইত্যাদি)।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.২: আবেগিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.২.২: আত্ম নিয়ন্ত্রণ
আদর্শিক মান:	২.২.২.১: শিশু নিয়ম ও রুটিন বুঝতে পারা এবং অনুসরণ করার মত সামর্থ্য প্রদর্শন করবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: উল্লেখযোগ্য কোন সূচক নেই	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের নিকট আবেগিকভাবে লভ্য এবং সংবেদনশীল থাকুন। • শিশুর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার রীতি/নিয়ম বুঝতে তাকে পর্যবেক্ষণ করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খাওয়া, ঘুম, হাঁটা ইত্যাদি কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতার বিকাশ হয়। ২. কিছু নিয়মিত আচরণের মাঝে নিয়োজিত হয় (যেমন- গান করে অথবা ঘুমানোর জন্য কলধ্বণি/হৈচৈই - babbles করে)। ৩. নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে (যেমন- পোশাক পরিধানে সহায়তা করা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পারিবারিক পরিচর্যার চর্চার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে শিশুদের জন্য খাওয়া, ঘুম, শৌচকর্মের/শৌচাগারের ব্যাবহার ও দৈনন্দিন কাজের জন্য শিশুতোষ রুটিন তৈরি করুন। • শিশুদের চাহিদা/প্রয়োজন মেটানোর জন্য রুটিন তৈরি করার সময় নমনীয় (flexible) থাকুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সীমা পরীক্ষা করে এবং স্বাধীনতার জন্য উদ্যোমী হয়। ২. সহযোগিতা এবং মনে করানো সাপেক্ষে সহজ রুটিন প্রত্যাশা করে এবং মেনে চলে (যেমন- হাত ধোয়, খেলনা ধরে এবং সরিয়ে রাখে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুদের যথাযত আচরণকে স্বীকৃতিদিন। • শিশুদের চাহিদা/প্রয়োজন মেটানোর জন্য রুটিন তৈরি করার সময় নমনীয় (flexible) থাকুন। • বড়দের বিবেচনায় ঠিক আছে, শিশুদের নিকট এমন দুটি বাস্তব বিকল্প দিন (যেমন- তুমি লাল না নিল শার্ট পরতে চাও)

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মনে করিয়ে দেয়া সাপেক্ষে সহজ নিয়ম প্রত্যাশা করে ও মেনে চলে (যেমন- বাহিরে যওয়ার সময় হাত ধরতে চায়) ২. নিয়ম না মানার ফল আশা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের চাহিদা/প্রয়োজন মেটানোর জন্য রুটিন তৈরি করার সময় নমনীয় (flexible) থাকুন। • শিশুদের আচরণের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য ধারাবহিক থাকুন এবং সহজ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. রুটিন কাজে সহজে অংশগ্রহণ করে (যেমন- খাওয়ার সময়, নাস্তার সময় এবং ঘুমানোর সময়)। ২. মনে করিয়ে দেয়া ছাড়া সহজ নিয়ম মেনে চলে (যেমন- খেলনা সাবধানে নাড়াচাড়া করে)। ৩. উপকরণের দায়িত্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রদর্শন করে। ৪. দৈনন্দিন সময়সূচিতে পরিবর্তন হলে তা মানিয়ে নেয়। ৫. যখন একটি প্রতিষ্ঠিত ও ধারাবাহিক সময়সূচী থাকে তখন পরবর্তীতে দিনের কী কাজ আসছে তা অনুমান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে সময়সূচী ও রুটিন এর মাঝে নিয়োজিত রাখুন। • দৈনন্দিন সময়সূচীতে কোন পরিবর্তন হলে অগ্রীম সতর্কতা, কথা বলা এবং শোনার মধ্যে দিয়ে শিশুদেরকে প্রস্তুত করুন। • নিয়ম ও রুটিনের জন্য দৃশ্যমান ইঙ্গিত প্রদর্শন করুন। • নিয়মের তালিকা ইতিবাকচ ও সংক্ষিপ্ত রাখুন। • ধারাবাহিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে/ সহনশীলতার সাথে নিয়মের প্রয়োগ করুন। • যথাযথ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিশুদেরকে নিয়োজিত করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. উদ্দেশ্যমূলকভাবে, নিরাপদে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে উপকরণ ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য প্রদর্শন করে। ২. দৈনন্দিন সময়সূচি পরিবর্তন হলেও মানিয়ে নিতে শিখে। ৩. যখন একটি প্রতিষ্ঠিত ও ধারাবাহিক সময়সূচী থাকে তখন পরবর্তীতে দিনের কী কাজ আসছে তা অনুমান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদের বোধগম্য পক্ষপাত এবং কুসংস্কার বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়ম সংক্ষিপ্ত ও ইতিবাচক রাখুন। (যেমন- প্রতিবন্ধী মানুষের নিয়ে মজা না করা) • ধারাবাহিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে/সহনশীলতার সাথে নিয়মের প্রয়োগ করা • নিয়ম ও রুটিন এর জন্য দৃশ্যমান ইঙ্গিত প্রদর্শন করুন। • দৈনন্দিন সময়সূচীতে কোন পরিবর্তন হলে অগ্রীম সতর্কতা, কথা বলা এবং শোনার মধ্যে দিয়ে শিশুদেরকে প্রস্তুত করুন।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা ছাড়া সহজ রুটিন পূর্ণ করতে পারে এবং নিয়োজিত হতে পারে (যেমন- বাহিরে যাওয়ার সময় জুতা/স্যান্ডাল পরিধান করা) ২. নতুন অথচ সমজাতীয় পরিস্থিতিতে নিয়ম প্রয়োগ করে। ৩. অন্যদের নিকট পরিবার ও শ্রেণিকক্ষের সহজ নিয়ম ব্যাখ্যা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রত্যাশিত আচরণ, রুটিন ও নিয়ম সুস্পষ্টরূপে শিশুকে অবহিত করুন। ● নিত্যনৈমত্তিক রুটিন থেকে ভিন্ন বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়ে শিশুদের সাথে দৈনিক পরিকল্পনা করুন। ● নিয়ম থাকার ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে শিশুদের সাথে কথা বলুন (যেমন- সুতরাং কাউকে ব্যাথ্য দেয়া যাবে না)।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা ছাড়া সহজ রুটিন পূর্ণ করতে পারে এবং নিয়োজিত হতে পারে (যেমন- প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করা, খাবার আগে হাত ধোয়া) ২. বিভিন্ন অবস্থানে নিয়ম অনুসরণ করে (যেমন- মসজিদ/ মন্দিরে ঢোকার সময় গলার স্বর নিচু করে) ৩. নতুন অথচ সমজতীয় পরিস্থিতিতে নিয়ম প্রয়োগ করে (যেমন- স্কুল অথবা অন্য কোন স্থানেও খাবার আগে হাত ধোয়)। ৪. অন্যদের নিকট পরিবার ও শ্রেণিকক্ষের সহজ নিয়ম ব্যাখ্যা করে (যেমন- অন্য কেউ কথা বললে নিরবে শোনে, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাহিরে যায় না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রত্যাশিত আচরণ, রুটিন ও নিয়ম সুস্পষ্টরূপে শিশুকে অবহিত করুন। ● নিত্যনৈমত্তিক রুটিন থেকে ভিন্ন বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়ে শিশুদের সাথে দৈনিক পরিকল্পনা করুন। ● নিয়ম থাকার ইতিবাচক দিকগুলো শিশুদের সাথে আলোচনা করুন ও ব্যাখ্যা করুন যেমন- সুতরাং কাউকে ব্যাথ্য দেয়া যাবে না)। ● দৈনন্দিন জীবনের রুটিন অনুসরণ করা মডেল করে শিশুকে দেখান।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.২: আবেগিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.২.২: আত্ম নিয়ন্ত্রণ
আদর্শিক মান:	২.২.২.২: শিশু তার অনুভূতি ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নাড়াচাড়া অথবা শব্দের মাধ্যমে প্রয়োজন বোঝানোর ইঙ্গিত দেয় (যেমন- ক্ষুধার্ত হলে কাঁদে অথবা কাঙ্খিত স্বস্তীদায়ক বস্তুর নিকট পৌঁছে) ২. স্বস্তী বা আরাম পেলে কান্না থামায় অথবা আয়েশে থাকে (যেমন- যখন জড়িয়ে ধরা হয় বা নরমভাবে কথা বলা হয়) ৩. অনিরাপদ অনুভব করলে বৃদ্ধাঙ্গুল চোষে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে কাছে টেনে নিয়ে,আলিঙ্গন করার মাধ্যমে লালন-পালন করুন। • শিশুর মনোযোগ আকর্ষণের ইঙ্গিতের প্রতি সাড়া দিন। • শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে শিশুর সাথে থাকুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা চাপে থাকে তখন মুষ্টিবদ্ধ করে, আংগুল চুষে অথবা হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে স্বস্তী দেয় (যেমন- হাতের মৃদুস্পর্শ পেলে শান্ত থাকে - calms while stroking, নরম কম্বল/কাঁথা ধরে) ২. বড়দের নিকট থেকে সহায়তা বা সাহায্য প্রয়োজন হলে অবহিত করে (যেমন- ক্লান্ত হলে বাহু ধরে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে নরম উপকরণ প্রদান করুন (যেমন- নরম কম্বল অথবা খেলনা) • শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে শিশুর সাথে থাকুন। • নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা ও প্রবৃত্ত করানো শিশুকে দেখান। • শিশুকে শান্ত হতে এবং তার মনোসংযোগ ঘোরাতে সাহায্য করার জন্য খেলা করুন । • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় নিজের আবেগের নাম দিন। • নানা রকম আবেগে শিশুদের অভিব্যাক্তিগ্রহণ করুন (যেমন- শিশু রাগ দেখালো বোঝা গেছে এমন ভাব দেখানো) • দিবা- যত্ন কেন্দ্রে থাকার সময় শিশুদের সাথে পিতামাতার মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করুন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা চাপে থাকে তখন মুষ্টিবদ্ধ করে, আংগুল চুষে অথবা হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে স্বস্তী দেয় (যেমন- হাতের মৃদুস্পর্শ পেলে শান্ত থাকে - calms while stroking, নরম কম্বল/ কাঁথা ধরে) ২. বড়দের নিকট থেকে সহায়তা বা সাহায্য প্রয়োজন হলে অবহিত করে (যেম- ক্লান্ত হলে বাহু ধরে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদের অনুভূতি এবং আচরণ চিহ্নিত করুন এবং নাম দিন (যেমন- "তোমাকে আজকে খুশি মনে হচ্ছে")। ● শিশুদের আকস্মিক ঝোঁক/ আঘাত নিয়ন্ত্রণ জটিল হলে সংবেদনশীলভাবে হস্তক্ষেপ করুন। ● শিশুকে শান্ত হতে এবং তার মনোসংযোগ ঘোরাতে সাহায্য করার জন্য শিশুর সাথে খেলুন। ● দিবা- যত্ন কেন্দ্রে থাকার সময় শিশুদের সাথে পিতামাতার মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কিছু আবেগের নাম দেয় (যেমন- সুখী, উত্তেজিত, দুঃখী, পাগল, ক্লান্ত, ভীত) । ২. প্রবল/কঠিন আবেগ অনুভব করলে যত্নকারীর সহায়তা ও মনোযোগ পেতে চায়। ৩. হঠাৎ রেগে যাওয়া বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে (যেমন- নিষিদ্ধ কোন বস্তুর কাছে গেলে "না" বলে, মেঝেতে বই পড়ে থাকলে তাতে পা দিয়ে হেঠে যায়না, আগুনে হাত না দেয়না)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অনুভূতি ও হঠাৎ রেগে যাওয়া ব্যবস্থা ও প্রকাশ করার জন্য নিরাপদ ও যথাযথ উপায় খুঁজতে শিশুদেরকে সহায়তা করুন (যেমন- প্রয়োজনে যথাযথ কাজের দিকে শিশুদেরকে ঘুরিয়ে দেয়া)। ● আবেগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করুন, বই পড়ুন ও কোন কিছু দেখান। ● শিশুকে শান্ত হতে এবং তার মনোসংযোগ ঘোরাতে সাহায্য করার জন্য তার সাথে খেলা করুন। ● নান রকম আবেগে শিশুদের অভিব্যাক্তি মেনে নিয়ে সাড়া দিন (যেমন- শিশু রাগ দেখালো বোঝা গেছে এমন ভাব দেখানো)।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. এক সময়ে সহায়তা নিয়ে কঠিন/প্রবল আবেগ গঠনমূলকভাবে প্রকাশ করে। ২. অনুভূতির প্রতি একাত্বতা প্রকাশ করে ও বড়দের সহায়তা নিয়ে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইচ্ছা পোষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুরা জটিলতায় পড়লে সহায়তা করার জন্য তাদের সাথে নিয়োজিত হউন। ● শিশুকে, "সাবাশ/বাহ্/ "খুব ভালো" "তুমি তো পেরেই গেছ" ইত্যাদি বলে উৎসাহ দিন এবং তার প্রেরণা/অভিপ্রায় ধরে রাখতে যথাযথ অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন।

৩. নির্দেশনা পেলে কঠিন/প্রবল আবেগের পর শান্ত হয় (যেমন- বির্পযস্ত থাকলে প্রিয় ব্যাক্তির সাথে কথা বলে)। ৪. দলীয় কাজের সময় পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করে ও ধর্য্য দেখায়। ৫. অতিরিক্ত হতাশ না হয়ে কোন জটিল কাজে লেগে থাকতে পারে।	• শিশুদের আবেগ নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হলে তাদেরকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করুন। • নিবিড় অনুভূতি প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য শিশুদেরকে স্বীকৃতি দিন। • শিশুকে শান্ত হতে এবং তার মনোসংযোগ ঘোরাতে সাহায্য করার জন্য তার সাথে খেলা করুন। • শিশুরা শান্ত হলে কী তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তা নিয়ে আলোচনা করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কখনো কখনো সহায়তা নিয়ে কঠিন/প্রবল আবেগ গঠনমূলকভাবে প্রকাশ করে। ২. সহায়তা নিয়ে অনুভূতির প্রতি একাত্বতা প্রকাশ করে ও তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। ৩. নির্দেশনা পেলে কঠিন/প্রবল আবেগের পর শান্ত হয় (যেমন- বির্পযস্ত থাকলে প্রিয় ব্যাক্তির সাথে কথা বলে)। ৪. দলীয় কাজের সময় পালা বদলের জন্য অপেক্ষা করে ও ধর্য্য দেখায়। ৫. অতিরিক্ত হতাশ না হয়ে কোন জটিল কাজে লেগে থাকতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুরা জটিলতায় পড়লে সহায়তা করার জন্য তাদের সাথে নিয়োজিত হউন। • শিশুদের আবেগ নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হলে তাদেরকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করুন। • নিবিড় অনুভূতি প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য শিশুদেরকে স্বীকৃতি দিন। • শিশুরা শান্ত হলে কী তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তা নিয়ে আলোচনা করুন। • পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিরাপদ ও যথাযথ উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে (যেমন- মারামারি না করে রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করে)। ২. ধ্বংসাত্মক ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য দেখায় এবং বড়দের সহায়তা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজে। ৩. বড়দের সহায়তা নিয়ে নানাবিধ পরিবেশে আচরণ এবং আবেগের প্রকাশ ভঙ্গি পরিবর্তন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে নানবিধ উপায়ে ক্রোধ প্রকাশ করার যথাযথ উপায় নিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন (যেমন- একে অন্যের থেকে পার্থক্য নিয়ে কোন মজা না করা বিষয়ে নিয়ম তৈরি করা) । • পালা বদলের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিশুদের সাথে কাজ করুন। • নিরাপত্তার বিষয়ে লক্ষ্য রেখে শিশুদেরকে স্বাধীনভাবে অন্যের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নিরসনে উৎসাহ দিন। • সমস্যা সমাধান ও দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দলীয় আলোচনায় নির্দেশনা দিন।

৪. কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে থামে এবং নির্দেশনা শোনে।	• শিশুকে, "সাবাশ/বাহ্/ "খুব ভালো" "তুমি তো পেরেই গেছ" ইত্যাদি বলে উৎসাহ দিন এবং তার প্রেরণা/অভিপ্রায় ধরে রাখতে যথাযথ অভিব্যাক্তি প্রকাশ করুন। • পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিরাপদ ও যথাযথ উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে (যেমন- মারামারি না করে রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করে)। ২. ধ্বংসাত্মক ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য দেখায় এবং অধিকাংশ সময়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজে (যেমন- অস্বস্তীদায়ক স্থান ত্যাগ করে, বন্ধুসুলভ কোন ব্যাক্তির সাথে দ্বন্দ্ব নিয়ে সমস্যা আলোচনা করে, উপদেশ আশা করে, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুসরণ করার চেষ্টা করে)। ৩. বড়দের সহায়তা নিয়ে নানাবিধ পরিবেশে আচরণ এবং আবেগের প্রকাশ ভঙ্গি পরিবর্তন করে। ৪. কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে থামে এবং নির্দেশনা শোনে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • দ্বন্দ্ব নিয়ে সহ-শিশুদের মাঝে আলোচনা করুরন এবং তাদেরকে একটা সমাধান নিয়ে আসতে বলুন। • শিশুরা যখন ভালো করে তখন তাদেরকে ধরুন ও প্রশংসা করুন। • প্রতিটি কাজের জন্য সুস্পষ্ট নিয়ম বেধে দিন। • ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিশুদেরকে চর্চা করার সুযোগ করে দিন। • কোন কাজ সম্পন্ন করতে, অন্বেষণ করতে, খেলা করতে এবং কোন কিছু পরীক্ষা করতে শিশুদেরকে প্রচুর সময় ও সুযোগ দিন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.২: আবেগিক বিকাশ
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.২.৩: আত্ম ধারণা
আদর্শিক মান:	২.২.৩.১: শিশুরা তাদেরকে একক সতন্ত্র্য ব্যাক্তি হিসেবে উপলব্ধি করবে এবং তাদের নিজেদের সামর্থ্যের সচেতনতা প্রদর্শন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রাথমিক যত্নকারীর প্রতি অগ্রাধীকার দেখায়। ২. কাঙ্খিত মানুষ অথবা বস্তুর প্রতি অভিব্যাক্তি ও শরীর নড়াচাড়া করে দেখায়। ৩. অনেক বস্তুর মধ্য থেকে প্রায় সময়ই কোন একটি বস্তু নিয়ে খেলা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মিথষ্ক্রিয়ার সময় শিশুদের নাম ব্যবহার করুন। • শিশুর স্বতন্ত্র প্রয়োজনে সাড়া দিনা এবং তাদের সাথে খেলা করুন, চোখে চোখ রাখুন, কথা বলুন এবং অঙ্গভঙ্গি করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের শরীর অন্বেষণ করে (যেমন- হাত পর্যবেক্ষণ করে, পায়ের আঙ্গুল ধরে)। অন্যদের মুখ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যাঙ্গ অন্বেষণ করে (যেমন- যত্নকারীর কান, চুল, হাত স্পর্শ করে)। ২. নাম বলা হলে অঙ্গভঙ্গি ও গলার স্বর দিয়ে সাড়া দেয়। ৩. প্রাথমিক যত্নকারীর প্রতি অগ্রাধীকার দেখায়। ৪. কাঙ্খিত মানুষ বা বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে বা নাড়াচাড়া করে। ৫. পরিচিত বস্তু চিনতে পারে (যেমন- বোতল, কাঁথা-কম্বল) ৬. ফলাফল পুনরাবৃত্তি করার জন্য বার বার চড়াচড়া ও শব্দ করে। ৭. কি দিয়ে খেলবে তা পছন্দ করে। ৮. কিছু করলে সাড়া দেয় (যেমন- হাততালি, হাসা, কাঁদা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মিথষ্ক্রিয়ার সময় শিশুদের নাম ব্যবহার করুন। • বিশ্বাস লালনের জন্য শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকুন। শিশুদের সাথে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকার জন্য সময় বের করুন। • নিজেকে দেখা এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দেশ করা ও চিহ্নিত করার জন্য শিশুকে অভঙ্গুর আয়না দিন। • পারিবারিক রীতি, নীতি, প্রথা ও কাজে শিশুকে আমন্ত্রণ জানান। • শিশুদেরকে পছন্দে মত খেলা করার জন্য সুযোগ এবং উপকরণ দিন এবং খেলার সময় শিশুরা কী করতে চায় তা বুঝে পদক্ষেপ নিন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আয়না অথবা ছবির দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারে। ২. নিজের কাছে থাকা বস্তুগুলো চিনতে পারে। ৩. শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দেশ করতে বললে বা নাম বলতে বললে কমপক্ষে শরীরের দুটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে নির্দেশ করতে পারে। ৪. পরিচিত বড় ও সহ-শিশুদের প্রতি অগ্রধীকার দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে যথযথ এবং বিভিন্ন ধরনের পছন্দ করার সুযোগ দিন। ● সক্রিয় অন্বেষনের জন্য তাদেরকে নিরাপদ পরিবেশ দিন। ● নির্দিষ্ট কোন বড়/সহ-শিশুর প্রতি অগ্রাধীকার দেখালে শিশুকে সমালোচনা/নিরুৎসাহিত না করা।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সীমা পরীক্ষা করে এবং স্বাধীনতার জন্য উদ্যেমী হয়। ২. নিজেকে চিনতে পারে এবং জিজ্ঞাসা করা হলে নিজের নাম ব্যবহার করে (যেমন- "আমি একজন বালক", "আমার নাম কামাল") ৩. অন্যরা দেখলে সে সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে (যেমন- অতিরঞ্জিত করে, অথবা আচরণের পুণরাবৃত্তি করে যখন বোঝে যে কেউ দেখছে)। ৪. সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (১০ - ২০ মিনিট) কোন কিছু করার জন্য যথাযথভাবে নিজেকে যুক্ত রাখে। ৫. নিজে নিজে পছন্দ করে (যেমন- কোন জামাটা পরতে হবে)। ৬. প্রিয় বই, খেলনা ও কাজের প্রতি অগ্রাধীকার দেখায়। ৭. হ্যাঁ না প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মধ্যে দিয়ে পছন্দ ও ইচ্ছা বোঝায় (যেমন- তুমি কী ঐটা শেষ করেছ?" "তুমি কী এটা এখনও ব্যবহার করছ?" "আবু কী এটা এখন ব্যবহার করতে পারে"?)। ৮. নিজের কাছে থাকা বস্তুগুলো চিনতে পারে। ৯. পরিচিত বড় ও সহ-শিশুদের প্রতি অগ্রধীকার দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যে তাদেরকে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার জন্য অনুমোদন দিন। ● শিশুকে নিজের ও অন্যের সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ দিন। ● কোন বাঁধা ছাড়া শিশুদেরকে কোন কিছুতে (যেমন- খেলা, আকি-বুকি করা) নিয়োজিত রাখতে অনুমতি দিন। ● স্বাধীনতা প্রকাশ করার সময় সংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সাবধান থাকুন। ● আপনার উদ্যেমতা ভাগাভাগি করুন এবং শিশুদের সামর্থ্য ও পছন্দ বর্ণনা করুন (যেমন- "তুমি সত্যিই ঐ ক্রেয়নগুলো দিকে আঁকতে চাইছ? তাই না?" " তুমি গাছের গুড়িগুলোর উপর দিয়ে সাবধানে হেটে যাচ্ছ)। ● নির্দিষ্ট বড়/সহ-শিশুর প্রতি অগ্রাধীকার দেখালে শিশুকে সমালোচনা/নিরুৎসাহিত না করা ।

৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নাম দিয়ে নিজেকে বর্ণণা করে (যেমন- আমার নাম "সুমি")। ২. নিজের কাছে থাকা বস্তুগুলো চিনতে পারে। ৩. পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বুঝতে শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদের সতন্ত্র প্রয়োজনে সাড়া দিন এবং তাদের সাথে খেলা করুন। ● বাড়িতে অথবা সেবা-যত্ন কেন্দ্রে শিশুকে পারিবারিক প্রথা, রীতি এবং কাজে নিয়োজিত করুন। ● শিশুদেরকে পছন্দেমত কাজ/খেলা করার জন্য সুযোগ এবং উপকরণ দিন এবং কাজে/খেলার সময় শিশুরা কিভাবে করতে চায় তা বুঝে যথাযথ পদক্ষেপ নিন। ● নিজের ও পরিবারের সম্পর্কে কথা বলতে শিশুকে উৎসাহ প্রদান করুন। ● যখন শিশুরা ছোট ছিল তখন তারা কেমন ছিল, তাদের অভ্যাস, অগ্রাধীকার ও পছন্দ অপছন্দ নিয়ে শিশুর সাথে কথা বলুন। ● শিশুর আগ্রহের বিষয়গুলো চিহ্নিত করুন এবং সেই আগ্রহের বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করে কাজ করতে/দিতে সহায়তা করুন। ● প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় শিশুর শক্তি/পারদর্শীতা ব্যবহার করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দেহ ও মন নিয়ে নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করতে পারে (যেমন- পছন্দ/ অপছন্দ প্রকাশ করে, খেলনা নিয়ে কথা বলে, নিজের জন্য সঠিক/ভুল, ভাল/মন্দ নিয়ে সতর্ক থাকে)। ২. সম্পূর্ণ নাম দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। ৩. যৌথ/সম্প্রসারিত পরিবারের সদস্যদের বর্ণণা করতে পারে এবং তাদের সম্পর্ক বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর সতন্ত্র প্রয়োজনে সাড়া দিন এবং তাদের সাথে খেলা করুন। ● বাড়িতে অথবা শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুকে পারিবারিক প্রথা, রীতি এবং কাজে নিয়োজিত করুন। ● শিশুদেরকে পছন্দেমত কাজ/খেলা করার জন্য সুযোগ এবং উপকরণ দিন এবং কাজে/খেলার সময় শিশুরা কিভাবে করতে চায় তা বুঝে যথাযথ পদক্ষেপ নিন। ● নিজের ও পরিবারের বিষয়ে কথা বলার জন্য শিশুকে উৎসাহ দিন এবং ক্রমান্বয়ে এগুলো আরও বৃদ্ধি করুনা। শুধুমাত্র কোন ঘটনার উপর

	নয় বরং অনুভূতি ও সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলার অনুমোদন দেয়ার জন্য প্রশ্ন করুন। ● যৌথ/সম্প্রসারিত পরিবারের সদস্যদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করতে সহায়তা করুন। ● প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় শিশুর শক্তি/পারদর্শীতা ব্যবহার করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যদের সাথে নিজের তথ্য আদান প্রদান করে। ২. কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিগত তথ্য জানে (যেমন- ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর)। ৩. স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং অন্যদের সাথে কাজ করা উপভোগ করে। ৪. বিস্তারিতভাবে নিজেকে বর্ণনা করতে পারে। ৫. নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারে। ৬. দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেগুলো অনুসরণ করে (যেমন- গৃহস্থলীর কাজে সাহায্য করা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে মতামত দিতে উৎসাহিত করুন। ● সহজ গৃহস্থলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে শিশুকে আমন্ত্রণ জানান । ● কাজ সম্পন্ন করতে, পরীক্ষণ করতে, অন্বেষণ করতে এবং খেলা করতে শিশুকে প্রচুর সময় দিন। ● সবসময়ই শিশুর উপস্থিতিকে প্রশংসা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করে। ২. স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং অন্যদের সাথে কাজ করা উপভোগ করে। ৩. নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে। ৪. দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেগুলো অনুসরণ করে (যেমন- গৃহস্থলীর কাজে সাহায্য করা)। ৫. সফলভাবে কোন কাজ শেষ করলে উৎফুল্লতা প্রকাশ করে এবং অন্যদের নিকট থেকে প্রশংসা পেতে চায়। ৬. প্রতিফলনের জন্য নীরব সময় এবং স্থানের অনুরোধ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে তাদের সবলতা ও আগ্রহ জানতে সাহায্য করুন। ● শিশুদেরকে তাদের মতামত দিতে উৎসাহ দিন। ● গৃহস্থালী ও শ্রেণিকক্ষের সহজ কাজগুলো করতে শিশুকে আমন্ত্রণ জানান। ● কাজ সম্পন্ন করতে, পরীক্ষণ করতে, অন্বেষণ করতে এবং খেলা করতে শিশুকে প্রচুর সময় দিন। ● নতুন কোন কাজ করার সময় শিশুদেরকে তাদের চিন্তা ও অনুভূতি আদান প্রদান করতে আমন্ত্রণ জানান এবং শিশুদেরকে তাদের সক্ষমতা/দক্ষতা প্রয়োগ করতে সাহায্য করুন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.৩: মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.৩.১: ব্যক্তিক ও আন্তঃব্যক্তিক মূল্যবোধ (আত্ম-সম্মান, সততা এবং দায়-দায়িত্ব)
আদর্শিক মান:	২.৩.১.১: শিশু সততা, নিজের ও অপরের প্রতিশ্রদ্ধা প্রর্দশন করতে পারবে, দায়-দায়িত্ব নিতে এবং কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে আলিঙ্গণ করুন ও জড়িয়ে ধরন। ● গুণগত মিথষ্ক্রিয়ার জন্য শিশুর সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করুন। ● শিশুর সাথে স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন তৈরি করুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। ২. নিজের জামা কাপড়, ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র এবং খেলনার সাথে পরিচিত হয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আপনি যে শিশুকে ভালবাসেন তা বলুন। ● শিশুকে আলিঙ্গণ করুন ও জড়িয়ে ধরন। ● গুণগত মিথষ্ক্রিয়ার জন্য শিশুর সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করে। ২. নিজের জামাকাপড়, ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র এবং খেলনা চিনতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে আলিঙ্গণ করুন ও জড়িয়ে ধরন। ● আপনি যে শিশুকে ভালবাসেন তা বলুন। ● গুণগত মিথষ্ক্রিয়ার জন্য শিশুর সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করুন। ● শিশুর সাথে আপনার মিথষ্ক্রিয়ার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মডেল হিসেবে নিজেকে শিশুর কাছে উপস্থাপন করুন।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খেলনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। ২. সহজ কাজে সাহায্য চায় এবং সে কাজগুলো সম্পন্ন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে আলিঙ্গণ করুন ও জড়িয়ে ধরন। ● আপনি যে শিশুকে ভালবাসেন তা বলুন। ● শিশুর সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করুন। ● শিশুর সাথে আপনার মিথস্ক্রিয়ার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মডেল হিসেবে নিজেকে শিশুর কাছে উপস্থাপন করুন। ● শিশুকে, "সাবাশ/বাহ্/ "খুব ভালো" "তুমি তো পেরেই গেছ" ইত্যাদি বলে উৎসাহ দিন এবং তার প্রেরণ/আগ্রহ ধরে রাখতে যথাযথ অভিব্যক্তি প্রকাশ করুন। ● যথাযথ আচরণের উপর জোর ও উৎসাহ দিন। ● মজার উপায়ে খেলনা সাজিয়ে রাখতে শিশুকে উৎসাহ দিন (যেমন- ব্লকগুলো একটা টাওয়ার বানিয়ে রাখা এবং শিশুরা সেটা দেখে মজার উপায়ে ব্লক গুলো সাজিয়ে রাখবে)।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের কাজের প্রতি গর্ব প্রকাশ করে (যেমন- "আমি এটা করতে পারি", বলতে পারে, "আমি এটা সুন্দর করে আঁকতে পারি", আমার একজন বোন ও ভাই আছে, আমি জোরে দৌড়াতে পারি ইত্যাদি)। ২. সততার সাথে প্রশ্নের উত্তর দেয়। ৩. পছন্দ ও অপছন্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে। ৪. তার নিজের কোন জিনিস গুছিয়ে রাখে/ সংরক্ষণ করে। ৫. পুরষ্কারের জন্য অপেক্ষার সময় ধৈর্য্য প্রদর্শন করে। ৬. নিজের জিনিসপত্রের প্রতি যত্নবান হয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন। ● শিশুদেরকে অন্যদের সাথে তাদের নাম ও সম্পর্ক দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিন । ● সততা নিয়ে কথা বলুন এবং তাদেরকে সর্বদা সত্য বলতে শেখান। সততার ধারণা ব্যাখ্যা করতে আপনি কোন গল্প ব্যবহার করতে পারেন। ● বিলম্বিত তুষ্টির সুবিধা শিশুদেরকে অনুধাবন করতে সাহায্য করুন। ● শিশুদেরকে তাদের নিঝে জিনিসপত্র ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করুন। ● অন্যের জিনিসপত্র যেগুলো তার না সেগুলো কেন নিবেনা তা শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলুন।

৭. আরোপিত কাজগুলো সম্পন্ন করে (যেমন- সহজ বাড়ির কাজ, ছোট ভাইবোনের প্রতি মনযোগি হওয়া)।	• এই বয়সে করতে পারবে এমন কাজ শিশুদেরকে দিন (যেমন- জুতা/পোশাক পরিধান করা, হাত ধোয়া) • কোন ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ এবং মৌখিক ও অবস্তুগত পুরষ্কারের সাথে সাথে প্রশংসা করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক মালিকের নিকট জিনিস ফেরত দেয়। ২. খেলার নিয়ম মানে। ৩. কারও কাজ বা টুকিটাকি কাজ বলা ছাড়াই করে। ৪. আরোপিত কাজ স্বাধীনভাবে শেষ করে অথবা শেষ করার চেস্টা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • জন সম্মুখে শিশুকে বকাঝকা করবেন না। • সততা সম্পর্কে কথা বলা এবং তাদেরকে সর্বদা সত্যি কথা বলতে শেখান। সততার ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য গল্পের ব্যবহার করা যেতে পারে। • অন্যের জিনিসপত্র যেগুলো তার না সেগুলো কেন নিবেনা তা শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলুন। • বিলম্বিত তুষ্টির সুবিধা শিশুকে অনুধাবন করতে সাহায্য করুন। • এই বয়সে করতে পারবে এমন কাজ শিশুদেরকে দিন (যেমন- জুতা/পোশাক পরিধান করা, হাত ধোয়া, বই-খাতা ব্যাগে গুছিয়ে রাখা) • ভালোভাবে কাজ করলে শিশুকে ধন্যবাদ ও পুরুষ্কার প্রদানের মাধ্যমে প্রশংসা করুন। • শিশুকে সম্ভবপর প্রতিজ্ঞা করুন/প্রতিশ্রুতি দিন এবং প্রতিজ্ঞা/প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করা। • দায়িত্বপূর্ণ আচরণের মডেল হিসেবে নিজেকে শিশুর কাছে উপস্থাপন করুন (যেমন- সর্বদা সত্য কথা বলা)।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বলা ছাড়াই অন্যদের সাহায্য করে । ২. জন সম্মুখে খারাপ আচরণ করতে হয় না বা প্রচন্ড ক্রোধ দেখাতে হয় না তা জানে । ৩. প্রতিবাদ করার জন্য কথা বলে যখন কেউ ক্ষেপায় বা বিরক্ত করে। ৪. যখন সে কোন ভুল করে বা কাউকে আঘাত করে তখন দু:খ/ অনুশোচনা প্রকাশ করে (যেমন- আমি "দুঃখীত" বলে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • নাম দিয়ে শিশুদেরকে অন্যদের সাথে পরিচিতি করান। • সামাজিক কোন সমাবেশে শিশুদের জন্য জায়গা তৈরি করে দিন। • জন সম্মুখে শিশুকে বক-ঝকা করবেন না। • দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতিতে অন্যরা কেমন বোধ করে শিশুকে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

৫. বড়দের দ্বারা প্রশংসিত হলে ভালো অনুভব করে।	● শিশুদেরকে তাদের প্রয়োজন ও অনুভূতি স্পষ্ট করে বলতে বলুন ও সাহায্য করুন। ● শিশুর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক সাড়া দিন এবং তার ভালো কাজের প্রশংসা করুন। ● সততা নিয়ে কথা বলা এবং তাদেরকে সর্বদা সত্য বলতে শেখান। সততার ধারণা ব্যাখ্যা করতে আপনি কোন গল্প ব্যবহার করতে পারেন। ● শিশুদেরকে অন্য কারও কোন জিনিস না নিতে শেখান। শিশুদের নিকট ব্যাখ্যা করুন কেন কারও কোন জিনিস নিতে হয় না। ● বিলম্বিত তুষ্টির সুবিধা শিশুকে অনুধাবন করতে সাহায্য করুন। ● শিশুরা করতে পারবে এমন কাজ তাদেরকে নিজে নিজে করতে দিন। ● শিশুরা কোন কাজ ভালোভাবে করলে ধন্যবাদ ও পুরুস্কারের সাথে প্রশংসা করুন। ● শিশুকে, "সাবাশ/বাহ্/ "খুব ভালো" "তুমি তো পেরেই গেছ" ইত্যাদি বলে উৎসাহ দিন এবং তার প্রেরণা/আগ্রহ ধরে রাখতে যথাযথ অভিব্যাক্তি প্রকাশ করুন। ● নিজের কথা তুলে ধরতে শিশুদেরকে সাহায্য করুন, তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করুন এবং সেই অনুসারে কাজ করুন। ● শিশুদেরকে তাদের নিজেদের ভুলের জন্য দু:খ প্রকাশ করতে (দুঃখীত বলতে) নির্দেশনা দিন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বলা ছাড়াই পরিবারের সদস্যদেরকে গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করে ২. স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়াই নিত্যদিনের রুটিন অনুসরণ করে (যেমন- লেখাপড়া/ বইপড়ার অভ্যাস, ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, খেলার সময়, প্রার্থনার সময়, ঘুমানোর সময় ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অন্যকে সাহায্য করার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদেরকে তাদের প্রয়োজন ও অনুভূতি স্পষ্ট করে বলতে বলুন ও সাহায্য করুন। ● শিশুর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক সাড়া দিন এবং তার ভালো কাজের প্রশংসা করুন।

৩. খেলার সাথি, সহ-শিশু, সহপাঠি, পরিবারের কোন সদস্য দূঃখীত হলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে উৎসুক থাকে। ৪. খেলার সাথি/সহ-শিশু কী চায় জিজ্ঞাসা করে। ৫. যখন সে কোন ভুল করে বা কাউকে আঘাত করে তখন দু:খ/অনুশোচনা প্রকাশ করে (যেমন- আমি "দুঃখীত" বলে)।	● বিলম্বিত তুষ্টির সুবিধা শিশুকে অনুধাবন করতে সাহায্য করুন। ● করতে পারবে এমন বয়োপযোগী কাজ শিশুকে নিজে নিজে করতে দিন (যেমন– বয়োসপযোগী গৃহস্থালীর কাজ, বাগান পরিস্কার করা গাছে পানি দেয়া)। ● কোন কাজ ভাল করলে ধন্যবাদ ও বস্তুগত পুরস্কার ছাড়া প্রশংসা করুন। ● যা চাই তা বলতে শিশুদেরকে বাধাহীনভাবে যথেষ্ট সময় দিন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.৩: মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.৩.২: পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের সাথে বন্ধন
আদর্শিক মান:	২.৩.২.১: শিশু পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। ২. যত্নকারীর সাথে বন্ধন/সংযোগ (attachment) তৈরি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে জড়িয়ে ধরুন এবং আলিঙ্গণ করুন। • শিশুকে বলুন যে আপনি ত কে ভালোবাসেন। • শিশুকে মৃদু স্বরে ছড়া ও গান শুনান।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর সাথে বন্ধন/সংযোগ তৈরি ও দৃঢ়/শক্ত করে। ২. যত্নকারীর গান ও ঘুমপাড়ানি গান শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে জড়িয়ে ধরুন এবং আলিঙ্গণ করুন। • শিশুকে বলুন যে আপনি তাকে ভালোবাসেন। • শিশুকে ছড়া ও গান শুনান এবং তাকে গাইতে উৎসাহ দিন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করে। ২. যত্নকারী ও পরিবারের সাথে বন্ধন/সংযোগ (attachment) দৃঢ়/শক্ত করে। ৩. পিতামাতা বা দাদা-দাদীর গান গাওয়া ও গল্প শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • গুণগত মিথস্ক্রিয়া করার জন্য শিশুদের সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করুন। • যৌথ/সম্প্রসারিত পরিবারের (extended family mebers) সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করুন। • মিথস্ক্রিয়ায় ধারাবাহিক থাকুন। • অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রদর্শনের জন্য আচরণের মডেল শিশুকে দেখান। • শিশুর সাথে ছড়া আবৃত্তি ও গান করুন এবং তাকে আবৃত্তি করতে/ গান গাইতে উৎসাহ দিন।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারী ও পরিবারের সাথে থাকা বন্ধন/সংযোগ (attachment) দৃঢ়/শক্ত করে। ২. পিতামাতা বা দাদা-দাদীর গান গাওয়া ও গল্প শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় ধারাবাহিক থাকুন। • অন্যদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করার সময় শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রদর্শনের জন্য আচরণ মডেল আচরণের মডেল শিশুকে দেখান। • শিশুর সাথে ছড়া আবৃত্তি ও গান করুন এবং তাকে আবৃত্তি করতে/গান গাইতে উৎসাহ দিন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মা-বাবা ও দাদা দাদীর সাথে ভালোবাসা ও বন্ধন প্রদর্শন করে। ২. সমবয়সী শিশুদের সাথে থাকা উপভোগ করে। ৩. মা-বাবা, দাদা, দাদী ও শিশুদের সাথে খেলা করা উপভোগ করে। ৪. মা-বাবা ও দাদা-দাদীর বলা গল্প এবং ছড়া শোনে। ৫. পরিবারের ধারনা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারে (যেমন- পরিবারের সম্পর্কে কথা বলা, পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকা পছন্দ করে, নিজের পরিবারের ছবি আঁকে)। ৬. বন্ধুত্ব করা জানে এবং কাছের প্রতিবেশির কিছু শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে যত্ন নেয়ার জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে উৎসাহিত করুন। • একটি পরিবারের ভূমিকা ও কার্যক্রম শিশুদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। • যৌথ/সম্প্রসারিত পরিবারের (extended family mebers) সদস্যদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় সহায়তা করুন। • শিশুকে ছড়া আবৃত্তি করতে/গান গাইতে উৎসাহ দিন। • শিশুকে নিয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজন করুন (যেমন- জন্মদিনের পার্টি, একসাথে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর বাড়িতে যওয়া)। • পরিবারের সদস্যদেরকে শিশুকে স্নেহ প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দিন। • শিশুকে প্রতিবেশী ও কমিউনিটির নিকট পরিচিত করান। • শিশুকে বয়োসপযোগী কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দিন।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রাথমিক যত্নকারীর সাথে শক্ত সম্পৃক্ততা থাকে (যেমন- বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, বড় ভাই-বোন ইত্যাদি)। ২. বন্ধুত্বের ধারণা জন্মায়/বিকাশ হয়। ৩. প্রাথমিক যত্নকারীর পরামর্শ শোনে। ৪. অন্য শিশুদের সাথে বই, খেলনা এবং অন্যন্য উপকরণ ভাগাভাগি করে। ৫. যত্নকারী ও সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলা উপভোগ করে। ৬. মা-বাবা, যত্নকারী, দাদা- দাদী এবং প্রতিবেশী কেউ গল্প বললে শোনে। ৭. যত্নকারীর নিকট আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করে। ৮. কিছু প্রতিবেশী এবং তার কমিউনিটির নাম জানে। ৯. কেউ নেতিবাচক আচরণ করলে প্রতিবাদ করার জন্য কথা বলে (যেমন- অস্বস্তী বোধ করলে "না" বলে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পরিবার ও কমিউনিটির অন্যদেরকে শ্রদ্ধা করতে ও তাদের কথা শুনতে উৎসাহ প্রদান করুন। ● শিশুকে প্রতিবেশী অথবা কমিউনিটিতে পরিচিত করিয়ে দিন। ● কমিউনিটির সদস্যদের/প্রতিবেশীদের এবং তাদের শিশুদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করার জন্য শিশুকে অনুমতি ও সুযোগ করে দিন। ● পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে দায়িত্ব পালনের জন্য শিশুকে মনে করিয়ে দিন। ● শিশুকে কমিউনিটির কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি সুযোগ করে দিন। ● শিশুদেরকে নিজের জিনিসপত্র পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করতে উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে অনুভূতি ব্যাক্ত করতে অনুমতি দিন ও সে অনুযায়ী যথাযথ সাড়া দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. স্কুল, প্রবিবেশী ও কমিউনিটির শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব উপভোগ করে। ২. বন্ধুদের সাথে আনন্দ ও দঃখ ভাগাভাগি করে। ৩. সমবয়সী বন্ধুদের সাথে খেলা করতে ভালবাসে। ৪. অন্য শিশু যেমন সহপাঠী, প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে খাদ্য ও খেলনা ভাগাভাগি করে। ৫. মা-বাবা, যত্নকারী এবং সহ-বন্ধুদের নিকট গল্প বলে। ৬. কমিউনিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো জানে (যেমন- স্কুল, দোকান/পার্ক, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বন্ধুত্বের মূল্য সম্পর্কে শিশুদের সাথে কথা বলুন এবং শিশুদেরকে বন্ধু তৈরি করতে উৎসাহ প্রদান করুন। ● প্রাথমিক যত্নকারী ও বন্ধুদের নিকট আবেগ প্রকাশ করার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে অন্যদের সাথে খাদ্য ও খেলনা ভাগাভাগি করতে উৎসাহ দিন। ● ইতিবাচক সামাজিক আচরণ বিকাশে সহায়তা করুন (যেমন- নিজের পরিবারকে মূল্য দেয়া ও ভালবাসা, কমিউনিটির জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা লালন করা, মানুষের মধ্যে সহনশীলতার ভিন্নতা চর্চা করা, বৈচিত্র্যতাকে শ্রদ্ধা করা, সুবিধাবঞ্চিত পরিস্থিতিতে সততার সাথে মানুষের সাথে আচরণ করা, প্রতিবন্ধী শিশু ইত্যাদি)।

	● পরিবার ও যত্নকারীর অক্ষমতা লুকিয়ে না রেখে পরিবারের বাস্তব অবস্থা শিশুকে ব্যাখ্যা করে বলুন। ● কমিউনিটির বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. স্কুলের ঘটনা ব্যাখ্যা করে এবং তার এই সংশ্লিষ্ট অনুভূতি বলে। ২. পরিচিত বড়দের অথবা পরিবার থেকে কিছু সময়ের জন্য বিপর্যস্ত না হয়ে আলাদা হওয়ার সক্ষমতা প্রদর্শন করে (যদি পরিবেশটি নিরাপদ থাকে)। ৩. মা-বাবার বলা গল্প পুনরায় বলতে পারে। ৪. প্রাথমিক যত্নকারী ও অন্যান্য শিশুদেরকে খাবার, বই ও খেলনা দেখায় অথবা ভাগাভাগি করে। ৫. তার কমিউনিটি সম্পর্কে কমপক্ষে একটি ইতিবাচক বিষয় বলতে পারে (যেমন- আমি আমার প্রতিবেশীদের পছন্দ করি কারণ ..,এটা খুব সুন্দর ...ইত্যাদি)। ৬. কমিউনিটির কোন অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানে এবং অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সাদৃশ্যতা ও ভিন্নতা নিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন এবং তাদেরকে ঐ ভাবে কাজ করতে/সক্রিয় হতে দিন। ● স্কুলে প্রতিদিন কী হয় তা আলোচনা করতে শিশুদেরকে উৎসাহ দিন। ● যত্নকারীর সাথে অনুভূতি ও উদ্বেগ আলোচনা করার জন্য শিশুদেরকে উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে কমিউনিটির ইতিবাচক দিকগুলো (যেমন- এই এলাকার সবচেয়ে ভাল স্কুল, খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এলাকা, খুব সুন্দর পার্ক, বাজার এলাকা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি) চিহ্নিত করতে সাহায্য করুন। ● শিশুদেরকে কমিউনিটির অনুষ্ঠান/বিষয়াদি (যেমন- উৎসব, খেলাধূলা, মেলা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) বুঝতে দিন। ● ইতিবাচক সামাজিক আচরণ বিকাশে সহায়তা করুন (যেমন- নিজের পরিবারকে মূল্য দেয়া ও ভালবাসা, কমিউনিটির জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা লালন করা, মানুষের মধ্যে সহনশীলতার ভিন্নতা চর্চা করা, বৈচিত্র্যতাকে শ্রদ্ধা করা, সুবিধাবঞ্চিত পরিস্থিতিতে সততার সাথে মানুষের সাথে আচরণ করা, প্রতিবন্ধী শিশু ইত্যাদি)। ● শিশুদেরকে ইতিবাচক সামাজিক আচরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করুন।

ক্ষেত্র:	২. সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.৩: মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.৩.৩: বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য
আদর্শিক মান:	২.৩.৩.১: শিশু বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. হেসে, হাত - পা নেড়ে, মুখভঙ্গি করে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান বাংলায় বা শিশুর মাতৃভাষায় শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের নিজের ভাষায় বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান শুনান। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিক থাকুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. হেসে, হাত - পা নেড়ে, বিভিন্ন ধরনের অংগভঙ্গি করে ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া, গান, গল্প বাংলায় বা শিশুর মাতৃভাষায় শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের নিজের ভাষায় বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান, গল্প শুনান। অন্য ভাষার শিশু হলে ধীরে ধীরে গল্প, ছড়া এবং গানের সময় বাংলা ব্যবহার করুন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় ধীরে ধীরে বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। • মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাংলা গান ও গল্প শোনা উপভোগ করে। ২. বড়দের সহায়তা নিয়ে (বলে দিলে) সহজ বাংলা ছড়া আবৃত্তি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের নিজের ভাষায় ও বাংলায় বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান, গল্প শুনান। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। ● মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাংলা গান ও গল্প শোনা উপভোগ করে। ২. বড়দের সহায়তা নিয়ে (বলে দিলে) সহজ বাংলা ছড়া আবৃত্তি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের নিজের ভাষায় ও বাংলায় বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান, গল্প শুনান। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। ● মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দেশের নাম জানে। ২. জাতীয় পতাকার সাথে পরিচিত হয়। ৩. নিজের মাতৃভাষা অথবা জাতীয় ভাষা বাংলায় কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদের মাঝে ধীরে ধীরে দেশ ও ইহার জনগনের প্রতি গর্ববোধের অনুভূতি প্রবিষ্ট করান। ● জাতীয় পতাকা দেখান এবং এর অর্থ ও গুরুত্ব শিশুদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। ● নৃ-গোষ্টির ভাষাসহ জাতীয় ও অন্যান্য ভাষার মূল্য/গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুর সাথে কথা বলুন।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মাতৃভাষা বোঝে ও সে ভাষায় কথা বলে (যেমন- নৃ-গোষ্টির ভাষাসহ অন্যানা ভাষা ও বাংলা ভাষ) । ২. জাতীয় ফল, মাছ, পাখি এবং জীবজন্তু চিনতে পারে ও নাম বলতে পারে। ৩. নানা শ্রেণি পেশার এবং সংস্কৃতির ভূমিকা জানে এবং শ্রদ্ধা করে (যেমন- কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার, জেলে, মুচি বেদে ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে বাংলা ও মাতৃভাষায় কথা বলতে উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে জাতীয় ফল, ফুল, পাখি এবং জীবজন্তু পরিচিত করুন। ● দেশাত্ববোধক গান পছন্দ করতে ও শুনতে শিশুদেরকে সাহায্য করুন। ● শিশুদের সাথে জাতীয় দিবসগুলো (যেমন- পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস) উদযাপন করুন। ● ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর সামাজিক-নাটকীয় খেলা করতে সহায়তা করুন। ● জাতীয় অনুষ্ঠান, দিবস এবং ব্যাক্তিত্ব পরিচিত করাতে গল্প এবং অন্যান্য দৃশ্যমান মাধ্যম ব্যবহার করুন। ● আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ২১ শে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ● বিভিন্ন পেশার (ঝাড়ুদার, মুচি ইত্যাদি) মানুষ ও সমাজে তাদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. জাতীর পিতার নাম জানে। ২. জাতীয় নেতাদের নাম জানে। ৩. বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং শহীদ দিবসের গুরুত্ব বর্ণনা করে। ৪. আগ্রহ নিয়ে দেশাত্ববোধক গান শোনে। ৫. "বাংলাদেশী" বলতে গর্ব অনুভব করে। ৬. সংস্কৃতিক বৈশিষ্টের সাথে পরিচিত হয় (যেমন- শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, সুন্দরবন ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● জাতীর পিতার সম্পর্কে আলোচনা করুন। জাতীর পিতাকে নিয়ে গল্প বলা ও ভূমিকা অভিনয় করতে সহায়তা করুন। ● জাতীয় নেতাদের গুণাগুন আলোচনা করুন এবং তাদের নিয়ে ভূমিকাভিনয়ে সহায়তা করুন। ● শিশুদেরকে সংস্কৃতিক বিশিষ্টতা (যেমন- শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, বৃদ্ধিজীবি স্মৃতি সৌধ, ইত্যাদির) সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করুন। ● পহেলা বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের মত জাতীয় দিবসের সাথে শিশুদেরকে পরিচিত করান।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচকঃ ১. সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয় (যেমন- ভাষা, সংস্কৃতিক চর্চা- ঈদ, পূঁজা, খ্রীস্টমাস, বুদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি)। ২. পতাকা উত্তোলনের সময় গর্ব ভরে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে। ৩. অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান উৎযাপন করে। অন্য সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৃগোষ্টির সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে। ৪. গোল মানচিত্রে (গ্লোব) বাংলাদেশ ও এর রাজনৈতিক সীমানা চিহ্নিত করতে পারে। ৫. ইতিহাসিক ঘটনা বলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশী হওয়ার জন্য গর্ববোধ করে। ৭. সংস্কৃতিক বৈশিষ্টের সাথে পরিচিত হয় (যেমন- শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, সুন্দরবন ইত্যাদি)। ৬. স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশলঃ** ● সংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করুন (যেমন, ঈদ, খ্রীষ্টমাস, পূঁজা এবং বিশিষ্টতার বিষয় যেমন- ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, সাত মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি)। ● সংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ভিডিও দেখান, কোন অনুষ্ঠান বা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখান। ● শিশুকে জাদুঘর, জাতীয় চিত্রশালা, জাতীয় উদ্যান, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান। ● ডকুমেন্টারী দেখান, বঙ্গোপসাগর, সুন্দরবন, পাহাড়ি ও চা বাগান এলাকা দেখানোর ব্যবস্থা করুন এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন। ● বাড়ি, স্কুল, কমিউনিটিতে কোন সম্পদ (যেমন- বিদ্যুৎ)অপব্যবহার না করার জন্য বলুন ও উৎসাহ দিন। ● শিশুদেরকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করুন।

ক্ষেত্র:	২: সামাজিক ও আবেগিক
উপ-ক্ষেত্র:	২.৩: মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	২.৩.৪: বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (জেন্ডার, নৃতাত্ত্বিকতা, ভাষা, ধর্ম, শারীরিক পার্থক্য)
আদর্শিক মান:	২.৩.৪.১: শিশু একতার ধারণা বুঝতে পারবে এবং ভৌত ও সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে প্রশংসা করবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. হেসে, হাত - পা নেড়ে, মুখভঙ্গি করে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান বাংলায় বা শিশুর মাতৃভাষায় শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে আলিঙ্গন করুন এবং তাদের নিজের ভাষায় বলুন যে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান শুনান। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিক থাকুন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. হাত - পা নেড়ে, বিভিন্ন ধরনের অংগভঙ্গি করে ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া, গান, গল্প বাংলায় বা শিশুর মাতৃভাষায় শোনা উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে আলিঙ্গন করুন এবং তার নিজের ভাষায় বলুন যে আপনি তাকে ভালবাসেন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তাকে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া, গান, গল্প শুনান। অন্য ভাষার শিশু হলে ধীরে ধীরে গল্প, ছড়া এবং গানের সময় বাংলা ব্যবহার করুন। • শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় ধীরে ধীরে বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। • ধর্মীয়, নৃ-গোষ্টিগত, ভাষাগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্রতা পরিচিতি করানোর জন্য গল্প, ছবি ও শোনা-দেখা (অডিও-বিজ্যুয়াল) উপকরণ ব্যবহার করুন। • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাংলা গান ও গল্প শোনা উপভোগ করে। ২. বড়দের সহায়তায় সহজ বাংলা ছড়া আবৃত্তি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে আলিঙ্গন করুন এবং তার নিজের ভাষায় ও বাংলায় বলুন যে আপনি তাকে ভালবাসেন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় ধীরে ধীরে বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। ● শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● ধর্মীয়, নৃ-গোষ্টিগত, ভাষাগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্রতা পরিচিতি করানোর জন্য গল্প, ছবি ও শোনা-দেখা (অডিও-বিজ্যুয়াল) উপকরণ ব্যবহার করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাংলা গান ও গল্প শোনা উপভোগ করে। ২. বড়দের সহায়তায় সহজ বাংলা ছড়া আবৃত্তি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে আলিঙ্গন করুন এবং তার নিজের ভাষায় ও বাংলায় বলুন যে আপনি তাকে ভালবাসেন। ● শিশুর নিজের মাতৃভাষায় তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করুন। অন্য ভাষার শিশু হলে মিথস্ক্রিয়ার সময় ধীরে ধীরে বাংলা গল্প, ছড়া এবং বাংলা গানের ব্যবহার করুন। ● শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ● ধর্মীয়, নৃ-গোষ্টিগত, ভাষাগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্রতা পরিচিতি করানোর জন্য গল্প, ছবি ও শোনা-দেখা (অডিও-বিজ্যুয়াল) উপকরণ ব্যবহার করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দেশের নাম জানে। ২. বাংলাদেশী বলতে গর্ব বোধ করে। ৩. জাতীয় পতাকার সাথে পরিচিত হয়। ৪. নিজের মাতৃভাষা অথবা জাতীয় ভাষায় কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ধর্মীয়, নৃ-গোষ্টিগত, ভাষাগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্রতা পরিচিতি করানোর জন্য গল্প, ছবি ও শোনা-দেখা (অডিও-বিজ্যুয়াল) উপকরণ ব্যবহার করুন।

	• শিশুদের মাঝে বৈচিত্র্যতা এবং একতার ধারণা প্রবিষ্ট করাতে ভূমিকাভিনয় ও নাট্যাভিনয় করতে সহায়তা করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মাতৃভাষা বোঝে এবং মাতৃভাষায় কথা বলে (যেমন; বাংলা অথবা নৃ-গোষ্টির ভাষাসহ অন্য ভাষা) ২. জাতীয় ফল, মাছ, পাখি এবং জীবজন্তু চিনতে পারে ও নাম বলতে পারে। ৩. আগ্রহ নিয়ে দেশাত্ববোধক গান শোনে। আমাদের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বলতে পারে। ৪. ঝাড়ুদার, মুচি ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জানে এবং তাদেরকে সম্মান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন পেশার (ঝাড়ুদার, মুচি ইত্যাদি) মানুষ ও সমাজে তাদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন। • ধর্মীয়, নৃ-গোষ্টিগত, ভাষাগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্রতা পরিচিতি করানোর জন্য গল্প, ছবি ও শোনা-দেখা (অডিও-বিজ্যুয়াল) উপকরণ ব্যবহার করুন। • শিশুর ভিতর বৈচিত্র্যতা এবং একতার ধারণা প্রবিষ্ট করাতে ভূমিকাভিনয় ও নাট্যাভিনয় করতে সহায়তা করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. জাতীর পিতার নাম জানে। ২. জাতীয় নেতাদের নাম জানে। ৩. সংস্কৃতিক বিশিষ্টার সাথে পরিচিত হয় (যেমন; শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি)। ৪. বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং শহীদ দিবসের গুরুত্ব বর্ণণা করে। ৫. জ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রর্দশনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশী হওয়ার গর্ব অনুভব করে ৬. বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে ভালভাবে জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • জাতীর পিতার সম্পর্কে আলোচনা করুন। জাতীর পিতাকে নিয়ে গল্প বলা ও ভূমিকা অভিনয় করতে সহায়তা করুন। • জাতীয় নেতাদের গুণাগুন আলোচনা করুন এবং তাদের নিয়ে ভূমিকাভিনয়ে সহায়তা করুন। • বৈচিত্র্যতার উপর আলোকপাত করা/ বৈচিত্রতা নিয়ে তৈরি করা শিশুকে নাটক/সিনেমা দেখান। • শিশুর সাথে বৈচিত্র্যতা নিয়ে গল্প বলুন। • বৈচিত্র্যতার উপর মনোযোগ দেয়ার জন্য শিশুদের ভূমিকাভিনয়ে সহায়তা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ৭. সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয় (যেমন; ভাষা, সংস্কৃতিক চর্চা- ঈদ, পূঁজা, খ্রীস্টমাস, বুদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বৈচিত্র্যতার উপর আলোকপাত করা / নির্মান করা সিনেমা, নাটক, ডকুমেন্টারী শিশুকে দেখান। • বৈচিত্র্যতা নিয়ে শিশুর সাথে গল্প বলুন।

৮. পতাকা উত্তোলনের সময় গর্ব ভরে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে ৯. অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান উৎযাপন করে। অন্য সংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৃগোষ্টিকেও সম্মান করে ১০. গোল মানচিত্রে (গ্লোব) বাংলাদেশ ও এর রাজনৈতিক সীমানা চিহ্নিত করতে পারে ১১. ইতিহাস বলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশী হওয়ার জন্য গর্ববোধ করে	● বৈচিত্র্যতার উপর মনোযোগ দেয়ার জন্য শিশুদের ভূমিকাভিনয়ে সহায়তা করুন। ● নাটক ও সংস্কৃতিক কাজের মধ্যে দিয়ে ভূমিকাভিনয়ের সুযোগ তৈরি করে দিন। ● প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি, বয়স্ক ব্যাক্তি, হাসপাতালে/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকা মানুষ এবং সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে শিশুকে নিয়ে সহায়তা করুন ও শিশুকে সহায়তা করতে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদেরকে তাদের প্রিয়/পছন্দনীয় জাতীয় অনুষ্ঠানে অথবা জাতীয় কোন কাজে উপস্থাপন করতে সহায়তা করুন।

ক্ষেত্র ৩: ভাষা ও যোগাযোগ

ক্ষেত্র	৩: ভাষা ও যোগাযোগ
উপ-ক্ষেত্র	৩.১: শোনা
সুনির্দিষ্ট বিষয়	৩.১.১: (ক) শোনা ও (খ) বোঝার সক্ষমতা
আদর্শিক মান	৩.১.১.১: শিশুর মৌখিক ভাষা শোনা ও বোঝার সক্ষমতা অর্জন করবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. মাথা নাড়িয়ে শব্দ শনাক্ত করতে পারে। ২. শিশুর প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গি করলে হেসে ফেলে। ৩. আশেপাশের বিভিন্ন শব্দে প্রতিক্রিয়া দেখায় (যেমন- অপ্রত্যাশিত কোন শব্দে চমকে ওঠা বা কান্না করা)। ৪. আগ্রহ সহকারে মানুষের কথা ও মৃদু গান-বাজনা শোনে। ৫. বক্তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পরিচিত কণ্ঠ শনাক্ত করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুর সাথে শব্দ/কথা এবং মুখভঙ্গির মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া করুন। ● বয়স উপযোগী বিভিন্ন ধরণের খেলনা (যেমন- ঝুনঝুনি, বাতাস লাগলে শব্দ করে এমন খেলনা ইত্যাদি) প্রদান করুন। ● শিশুকে মৃদু বাজনা, গান ও ছড়া অঙ্গভঙ্গি ও হাততালিসহ শোনান। ● শিশুর নাম ও তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম বলুন।। ● আশেপাশের বিভিন্ন শব্দ নিয়ে শিশুর সাথে কথা বলুন এবং অপ্রত্যাশিত শব্দে ও পরিস্থিতিতে শিশুকে আশ্বস্ত করুন (যেমন- জড়িয়ে ধরা, গায়ে হাত বুলানো)। ● শিশুর সাথে মাতৃভাষায় কথা বলুন এবং গল্প, ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া শুনিয়ে তাকে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. নাম ধরে ডাকলে/নাম শুনে সাড়া দেয়। ২. কারো কণ্ঠস্বর শুনে সাড়া দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে নাম ধরে ডাকুন।

৩. বিভিন্ন প্রকার শব্দের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে। ৪. সহজ নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে। ৫. চারপাশের ছোট ছোট ঘটনাগুলো বুঝতে পারে। ৬. নির্দেশনার প্রতি মনোযোগী হতে পারে।	• নিজেকে শিশুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন ও তার সাথে কথা বলুন। • শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়ার সময় পরিস্থিতির/ঘটনার (যেমন- গোসল করানো, খাওয়ানো ইত্যাদি) বর্ণণা দিন। • সঠিক শব্দ ব্যবহার করে ঘরে থাকা দৈনন্দিন বস্তুগুলো শিশুকে দেখান ও বর্ণণা করুন (যেমন গ্লাস, বিছানা, দরজা) এবং শিশুকে একই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। • প্রতিদিনের কাজের সময় শিশু যেসব জিনিস দেখে, শোনে, শুঁকে, স্পর্শ করে ও স্বাদ গ্রহণ করে সেগুলোর মাধ্যমে তাকে নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত করান। • শিশুর সাথে কথা বলে ও ছবি দেখিয়ে শিশুকে ভাষা-সমৃদ্ধ পরিবেশ প্রদান করুন। • বিভিন্ন ধরণের শব্দের সাথে পরিচিত করান (যেমন- পরিবারের সদস্যদের কণ্ঠস্বর, পাখি, গাড়ি)।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. পর্যাপ্ত সংখ্যক শব্দ জানে। ২. সঠিকভাবে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে পরিচিত শব্দ যে বুঝতে পারে তা প্রকাশ করে। ৩. আশেপাশের কিছু কিছু মানুষ, বস্তু ও কাজের নাম সনাক্ত করতে পারে। ৪. দৌড়াও, লাফ দাও, খোল ইত্যাদির মতো সহজ নির্দেশনা পালন করতে পারে। ৫. ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেয়া নির্দেশনা (যেমন-হাতের ইশারায় ডাকা ইত্যাদি) পালন করতে পারে। ৬. অঙ্গভঙ্গি করে গান/ছড়া ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারো ৭. নির্দেশনা মোতাবেক সহজ কাজগুলো করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর সাথে যতটা সম্ভব বেশী বেশী কথা বলুন এবং কথা বলার সময় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করুন। • নতুন নতুন উপকরণ ও বস্তুকে শিশুর সাথে পরিচিত করার সময় এগুলোর নাম বলুন।। • শিশুকে বয়স উপযোগী সহজ নির্দেশনা দিন ও তার প্রতিক্রিয়া দেখে পালন করতে সহায়তা করুন। • শিশুর সাথে গান করুন, ছড়া আবৃত্তি করুন ও তাকে গল্প শোনান। • শিশুকে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম বলুন, বিভিন্ন বস্তু, পশুপাখি, মানুষের বর্ণণা করুন (যেমন- ছবির বর্ণণা)।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. সহজ প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দ ও ইঙ্গিত দ্বারা এক ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে (যেমন- ভেতরে, উপরে, নীচে)। ২. প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দ ও ইঙ্গিত ছাড়া এক ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে (যেমন- অনুরাধ করলে অন্য একটি ঘর থেকে কোন পরিচিত বস্তু নিয়ে আসতে পারা)। ৩. বড়দের মুখে শোনা শব্দ নিজে বলতে পারে। ৪. নিবৃত্তিমূলক/নিষেধাত্বক শব্দ (prohibitive words) বুঝতে পারে। ৫. দুই ধাপের নির্দেশনা (যেমন- যাও, বলটি নিয়ে এসো, বলটি তোমার ভাইকে দাও) অনুসরণ করতে পারে । ৬. অন্যদের আলাপচারিতায় মনোযোগ দিতে পারে।	• শিশুর সাথে "তুমি কী দেখো? What do you see?" " খেলাটি খেলুন এবং চারপাশের উপাদানগুলো/বস্তুসমুহ জোরে জোরে বর্ণণা করুন (যেমন- আশেপাশের পশুপাখির নাম জোরে জোরে বলা)। • শিশুকে প্রতিদিন গল্প ও ছবির বই পড়ে শোনান, নতুন শব্দ ব্যাখ্যা করুন ও শব্দের বই দিন (যেমন- ছবির বই, ছবির কার্ড ইত্যাদি)। • শিশুর সাথে অঙ্গভঙ্গিসহ ছড়া আবৃত্তি করুন ও গান করুন। • শিশুর সাথে ইশারা/ইঙ্গিত/অঙ্গভঙ্গির খেলা (gesture game) করুন। • শিশুকে নতুন জায়গা, বস্তু, পশুপাখি ও মানুষের বর্ণণা দিন এবং তারা কি করছে সেগুলো বলুন।। • শিশুর সাথে শুদ্ধ উচ্চরণে সহজ শব্দ ব্যবহার করে কথা বলুন।। • নিবৃত্তিমূলক/নিষেধাত্বক (prohibitive words) শব্দ বললে ক্ষমা/ দুখ: প্রকাশ করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. কয়েকশ শব্দ জানে। ২. প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দ ব্যবহার করে দেয়া দুই ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে। ৩. অর্থ বুঝে অনুরোধে সাড়া দেয় (যেমন- গোসল করে নাও তারপর সবুজ তোয়ালেটি শুকানোর জন্য মেলে দাও)। ৪. অভিভাবক/সমবয়সীদের সাথে সাধারণ আলাপচারিতা বুঝতে পারে।	• শিশুর সাথে কথা বলার সময় বিভিন্ন বিষয়ে কঠিন/জটিল/দুর্বোধ্য শব্দের (complex words) ব্যবহার আস্তে আস্তে বাড়ান এবং এগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করুন। • শিশুকে নতুন নতুন শব্দ শোনার সুযোগ করে দিন (যেমন-গল্পের বই, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন, অন্য শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে)।

৫. গান/ছড়া ও রেডিও/টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মনোযোগ সহকারে শোন/দেখ। ৬. সাধারণ অঙ্গভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন শব্দ চিহ্নিত করতে পারে। ৭. মনোযোগ সহকারে গল্প শুনতে পারে।	● শিশুকে আশেপাশের সমবয়সী ও বড়দের সাথে কথা বলা ও আলোচনা করা এবং শুনলে নতুন শব্দ চিহ্নিত করার সুযোগ করে দিন। ● প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে শিশুর ধারণা বোঝার জন্য ”প্লেসিং গেম” (যেমন- বলটি টেবিলের উপরে/নীচে/পাশে রাখো) খেলুন । ● শিশু প্রতিদিন কি করছে, কি শুনছে এবং কি দেখছে এসব বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করুন। ● কোন নির্দিষ্ট বর্ণণামূলক বিষয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করুন। ● শিশুর সাথে সহজ ও শুদ্ধ বাক্যে কথা বলা এবং ধীরে ধীরে সহজ থেকে জটিল বাক্য ব্যবহার করুন। ● ছবি/দৃশ্যমান বস্তু ব্যবহার করে শিশুর সাথে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া করুন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. কিছু কঠিন/জটিল শব্দসহ জানা শব্দের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ২. প্রকৃত ও বানানো শব্দ আলাদা করতে পারে। ৩. শুনে শুনে তথ্য আত্মস্থ করতে পারে। ৪. প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দ ব্যবহার করে দেয়া তিন ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা (যেমন- ভেতরে, উপরে, নীচে)। ৫. স্বল্প সময়ের জন্য একটি দলে অন্যান্যদের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনে। ৬. নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে ও তাতে সাড়া দেয় এবং চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলুন, আশেপাশের নতুন নতুন বস্তু, পশুপাখি ও মানুষের বর্ণণা দিন এবং তারা কি করছে তা বলুন। ● শিশুকে বিভিন্ন ধরণের বই পড়ে শোনান (যেমন- গল্পের বই, ছড়ার বই)। ● শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় বিষয়ের উপর দলগত আলোচনা করার সুযোগ করে দিন (যেমন- শিশুর সাথে একসাথে গাছের পাতা সংগ্রহ করা ও পাতাগুলোর রং, আকৃতি ও নকশা সম্পর্কে আলোচনা করা)। ● শিশুদেরকে তাদের দৈনন্দিন কাজ ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহ দিন, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের ভাষার দক্ষতা সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

৭. কোন প্রশ্নের/অনুরোধের সঠিক জবাবের মাধ্যমে সাড়া দিয়ে সে যে মৌলিক শব্দগুলো বুঝতে পারে তা প্রমাণ করে। ৮. সহজ ছোট ছোট গল্প বুঝতে পারে ও এগুলোর বিষয়ে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে।	● অনুসরণ করার জন্য শিশুদেরকে তিন ধাপের নির্দেশনা দিন। ● শিশুদের গল্প বলা এবং তাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দিন। ● প্রতিদিনের আলাপচারিতায় জটিল/কঠিন ও নতুন শব্দ ব্যবহার করুন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় কারিগরী ও বিশেষায়িত শব্দ (technical and specialized words) বুঝতে পারে (যেমন- কারিগরী: মাঝি, যিনি নৌকা চালান; বিশেষায়িত: সুইচ, যার মধ্যমে বাতি জ্বালানো/নিভানো হয় অথবা পরিবর্তনশীল বিষয়)। ২. শিক্ষক, দাদা-দাদীর কাছ থেকে গল্প শুনতে পছন্দ করে এবং তুলনামূলকভাবে বড় গল্প বুঝতে পারে। ৩. দলীয় আলোচনা সঠিকভাবে বুঝতে পারে ও তাতে সাড়া দেয়। ৪. নতুন শব্দ শোনে, বোঝে ও ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● আশেপাশের পরিবেশ ও বিষয়াদি হতে জটিল ও কারিগরী শব্দের (যেমন মাঝি, ইলেকট্রিশিয়ান) সাথে পরিচিত করান। ● তুলনামূলকভাবে বড় ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বৈচিত্রপূর্ণ গল্প পড়ার বা শোনার সুযোগ তৈরী করে দিন। ● জ্ঞান ও শব্দের ধারণা উপলব্ধির জন্য শিশুদের হাতেকলমে শিখনের ব্যবস্থা করুন(যেমন- বোঝার জন্য উপকরণ ব্যবহার করা)। ● শিশুরা যা বলে তা আরো কঠিন/জটিল শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন। ● কাজ ও অবস্থার ফাঁকে গান, ছড়া, ধাঁধাঁ শোনার সুযোগ করে দিন (যেমন গোসলের সময়, খাবার সময়, খেলার সময়)। ● শিশুদের পছন্দের বিষয়ে আলোচনা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. কঠিন/জটিল শব্দ চিহ্নিত করতে পারে ও অর্থ জিজ্ঞেস করে। ২. সমার্থক শব্দ (যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, যেমন অল্প : কম) ও কিছু কিছু বিপরীত শব্দ (যে সব শব্দ একে অপরের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, যেমন লম্বা : খাটো) বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● জ্ঞান ও শব্দের ধারণা উপলব্ধির জন্য শিশুদের হাতেকলমে শিখনের ব্যবস্থা করুন (যেমন- বোঝার জন্য প্রকৃত উপকরণ ব্যবহার করা)। ● শিশুরা যা বলে তা আরো কঠিন/জটিল শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

৩. ২০ মিনিটের বেশী সময় বইয়ে/বই পড়ায় মনোযোগী থাকতে পারে। ৪. তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ ও কঠিন/জটিল গল্প শুনতে পছন্দ করে ও বুঝতে পারে। ৫. ছড়া ও কবিতা শোনা উপভোগ করে ও বুঝতে পারে। ৬. দলগত আলোচনা বুঝতে পারে ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৭. আলাপচারিতা শোনার পর তার সারসংক্ষেপ করতে পারে।	• অধিক পরিমানে কঠিন/জটিল ও কারিগরী শব্দ সম্বলিত কঠিন/জটিল ও দীর্ঘ গল্প শিশুদেরকে শোনান। • শিশুদের নতুন নতুন শব্দের অর্থ শিখতে ও এগুলোর সমার্থক ও বিপরিত শব্দ খুঁজে বের করতে উৎসাহ দিন। • শিশুদের গল্পের বই দিন ও গল্পের কাহিনী কি হবে তা অনুমান করে বলতে বলুন। • অভিনয়/অঙ্গভঙ্গির সাথে শিশুদেরকে ছড়া ও কবিতা পড়ে শোনান ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শিশুদেরকে তা পুনরাবৃত্তি করতে বলুন। • শিশুদেরকে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করার, মতামত প্রকাশের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিন।

ক্ষেত্র	৩: ভাষা ও যোগাযোগ
উপ-ক্ষেত্র	৩.২: বলা
সুনির্দিষ্ট বিষয়	৩.২.১: (ক) বলা ও (খ) যোগাযোগের সক্ষমতা
আদর্শিক মান	৩.২.১.১: শিশু ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. শিশু খুশি হলে, ব্যাথা পেলে বা কোন কিছু প্রয়োজন হলে তা জানানোর জন্য শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করে (যেমন- হাসি, চিৎকার অথবা মুখে বিভিন্ন ধরনের শব্দ)। ২. আধ-আধ বুলিতে বিভিন্ন শব্দ করে (ব, প, ন, ড ইত্যাদি)। ৩. কোন কিছু বোঝানোর জন্য সঙ্গতিপূর্ণ শব্দের মিশ্রণ ব্যবহার করে (বা-বা, দা-দা ইত্যাদি)। ৪. মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কোন প্রয়োজন প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর সাথে টুকি (pick-a-boo) খেলুন এবং একই শব্দ বারবার বলুন। • শিশু কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তার ভিত্তিতে/ প্রতিউত্তরে কিছু বলুন (যেমন- শিশু "বা বা" বললে আপনি বলবেন "হ্যাঁ, এই যে তোমার বোতল" বা "তোমার বোতল খালি")। • শিশুর আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া উদ্দীপিত করার জন্য মুখভঙ্গি এবং স্বরের ওঠানামা ব্যবহার করে স্পষ্ট স্বরে শিশুর সাথে কথা বলুন (যেমন- ঘুমানো ও বুকের দুধ খাওয়ার সময়)।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. কথা বলার জন্য অর্থহীন ধ্বনি ও শব্দ ব্যবহার করে। ২. আশেপাশের মানুষজন ও পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে এবং অঙ্গভঙ্গি ও অর্থহীন ধ্বনি ও শব্দ ব্যবহার করে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করে (যেমন-হাততালি দেয়া, হাসা ইত্যাদি)। ৩. অন্যের সহযোগিতায় কোন একটি শব্দের সাথে অঙ্গভঙ্গি সম্পৃক্ত করতে পারে (যেমন- বিদায় নেয়ার কথা বললে হাত নাড়ানো)। ৪. জিজ্ঞেস করলে শরীরের অন্তত একটি বা দুটি অঙ্গের নাম বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া উদ্দীপিত করার জন্য মুখভঙ্গি এবং স্বরের ওঠানামা ব্যবহার করে স্পষ্ট স্বরে শিশুর সাথে কথা বলুন। • নতুন শব্দ ব্যবহারে শিশুর চেষ্টাকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিন (এটা মেনে নেয়া যে কিছু কিছু শিশুর ক্ষেত্রে নতুন শব্দ শিখতে আরো বেশী সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে)। • শিশুর সাথে কথা বলে এবং বই পড়ে শুনিয়ে তাদেরকে ভাষার সাথে পরিচিত করা, মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাদেরকে দেখান যে তারা

৫. হ্যাঁ এবং না (অথবা একই রকম) শব্দ ব্যবহার করে। ৬. বাবা, মামা, দাদা, দাদি ইত্যাদির মতো প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দ বলে। ৭. পরিচিত ব্যক্তিকে দেখাতে পারে। ৮. পারিপার্শ্বিক শব্দ ব্যবহার করে আশেপাশের পরিবেশের বস্তু/ঘটনা সনাক্ত করে (যেমন- বুম!! শব্দ দ্বারা বজ্রপাত) এবং আশেপাশের মানুষ, পশুপাখি, বস্তুর নাম বলে। ৯. পরিচিত শব্দে সঠিকভাবে সাড়া দেয় (যেমন- শিশুকে "হাততালি দাও" বললে হাততালি দেয়া) এবং কোন বস্তুর নাম বললে সেটা দেখায় (যেমন- "তোমার পুতুল কোথায়?" বললে দেখায়) ১০. মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কোন প্রয়োজন প্রকাশ করে।	যা বলছে তা আপনি বুঝতে পারছেন; তাদের প্রতিক্রিয়াকে শব্দে রূপান্তর করুন। ● তাদের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করার মতো পরিবেশ তৈরী করুন।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অর্থপূর্ণভাবে অনুভূতি প্রকাশ করে। ২. নাম ধরে জিজ্ঞেস করলে নিজের শরীরের ৫টি অঙ্গ দেখাতে পারে। ৩. এক শব্দে অথবা ছোট বাক্যাংশ দ্বারা সহজ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। ৪. নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নাম বলতে পারে। ৫. অতীত কাল ব্যবহার করে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে (যেমন- তুমি সকালে কি নাস্তা খেয়েছ?)। ৬. অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ভয়, অস্বস্তি, অসুস্থতা প্রকাশ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদের সাথে কথা বলার সময় তাদেরকে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করুন। ● শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ও প্রশ্নকে উৎসাহ দিন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন। ● শিশুদেরকে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কথা বলতে উৎসাহ দিন । ● শিশুদেরকে তাদের স্বস্তি/অস্বস্তি প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন ।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. ছড়া আবৃত্তি করে এবং ধ্বনি ও শব্দ অনুকরণ করে। ২. প্রতিদিনের কথাবার্তায় নতুন শব্দ ব্যবহার করে। ৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই অংশযুক্ত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন অংশযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে। ৪. কথা বলার সময় বিশেষণ ব্যবহার করে (যেমন- ”লাল বল”), দুই শব্দের সহজ বাক্যাংশ/বাক্য ব্যবহার করে। ৫. অপরিচিত শব্দের অর্থ জানতে চায় এবং সেগুলো বাক্যে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৬. সহজ বাক্য ব্যবহার করে কথা বলে। ৭. ”ওটা কি?” জাতীয় প্রশ্ন করে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। ৮. অতীত কাল ব্যবহার করে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে (যেমন- তুমি সকালে কি নাস্তা খেয়েছ?)। ৯. কখনো কখনো বর্ণণা করার সময় শব্দের বহুবচন রূপ ব্যবহার করে। ১০. সহজ শব্দ দ্বারা ভয়, অস্বস্তি, অসুস্থতা প্রকাশ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে দুই ও তিন অংশযুক্ত শব্দ এবং দুই শব্দের বাক্য দ্বারা শিশুর সাথে অর্থপূর্ণ কথা বলুন। • শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিন (যেমন- প্রতিবেশী, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, বাজার, পার্ক)। • শিশুদেরকে তাদের পরিবার, সংস্কৃতি অথবা সম্প্রদায় সম্পর্কিত গল্প বলতে উৎসাহ দিন। • শিশুদের বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে শোনান (যেমন- পশুপাখি ও তাদের শাবকদের, বিভিন্ন বস্তু ও খেলনার ছবির বই)। • শিশুদেরকে বইয়ের ছবি বর্ণণা করতে বলুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. কথা বলার সময় নতুন শব্দ ব্যবহার করে, অপরিচিত শব্দের অর্থ জানতে চায়। ২. বিশেষণ ব্যবহার করে । (যেমন- ”জোরে দৌঁড়াচ্ছে” অথবা ”ভালো খেলছে”)। ৩. প্রাসঙ্গিক/সুনির্দিষ্ট শব্দ (preposition words) এবং শব্দের অতীত কাল ও বহুবচন রূপ ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে শব্দ/ভাষা ব্যবহার ও প্রসারণের সুযোগ করে দিন (যেমন- কৌতুক, ছড়া, গান, বই)। • আশেপাশের বিভিন্ন ঘটনা, বস্তু ও কাজ সঠিক/জটিল শব্দ ব্যবহার করে বর্ণণা করুন।

৪. স্পষ্টভাবে কথা বলা যাতে সবাই বুঝতে পারে। ৫. অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে নিজের ভাষায় ছোট ছোট গল্প বলতে পারে এবং গান গাইতে ও ছড়া আবৃত্তি করতে পারে। ৬. নিজের ভাষায় অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন ধরনের ইশারার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। ৭. বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু/উপাদান প্রকাশ করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করে (যেমন- পশুপাখি, খাবার এবং খেলনা)। ৮. সমবয়সী ও বড়দের সাথে সহজ ভাষায় কথা বলতে পারে। ৯. প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর দিতে পারে। ১০. বস্তু/ঘটনা বর্ণণা করতে করতে পারে।	• শিশুদেরকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন, শিশুদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন এবং যৌক্তিক সাড়া দিন। • শিশুদেরকে তাদের পরিবারের বাইরের কোন ঘটনা স্মরণ করতে অথবা পুণরায় বলতে উৎসাহ দিন (যেমন- কোন স্থানে বেড়াতে যাওয়া, কোন কাজ, কোন উৎসব)। • শিশুদেরকে ভয়, দুঃখ ও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন। • শিশুদেরকে নিজের ভাষায় বড়দের সাথে গান গাইতে ও গল্প করতে উৎসাহ দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল**
১. শব্দ ব্যবহার করে অধিকাংশ আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করে (যেমন- খুশি, দুঃখ, ক্লান্তি, ভয়)। ২. ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে (যেমন- তুমি কোথায় যাবে?)। ৩. অনেক প্রশ্ন করে (যেমন- কেন, কি, কোথায়)। ৪. সঠিক শব্দ ব্যবহার করে কিছু কিছু অদেখা বস্তুর নাম বলতে পারে। ৫. বাক্য ব্যবহার করে প্রয়োজন, চিন্তা, কাজ অথবা অনুভূতি প্রকাশ করে। ৬. "কেন?" প্রশ্নের উত্তর দেয় ও ব্যাখ্যা করে। ৭. প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে নিজের ভাষায় জানা গল্প পুনরায় বলতে পারে। ৮. কাল্পনিক দলীয় খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রযোজনমতো কাল্পনিক শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে (যেমন- আমি একজন ডাক্তার এবং আমি এখন তোমাকে ইনজেকশন দেব)।	• শিশুদেরকে অনুভূতি (যেমন- খুশি, দুঃখ ভয়) প্রকাশ করতে এবং কি, কেন, কিভাবে জাতীয় প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। • ব্যাখ্যা করার জন্য যুক্তি তৈরী করতে শিশুদেরকে সহায়তা করুন। • শিশুর সাথে শব্দ নিয়ে খেলা করুন যাতে তারা নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয় এবং তাদেরকে ছড়া বানাতে বলুন। • শিশুকে এমন প্রশ্ন করুন যাতে তারা ভাববাচক শব্দ ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয় (যেমন- এটা দেখতে কেমন হবে যদি......)। • ভিন্ন বানানে কিন্তু একই রকম শুনতে দুটি শব্দ কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তা শিশুদেরকে দেখিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বোঝার সুযোগ করে দিন (যেমন- শোনা ও সোনা)। • কাল্পনিক খেলা খেলতে শিশুদেরকে সুযোগ করে দিন (যেমন- রান্নাবাটি খেলা, পুতুল খেলা)।

৯. সহজ শব্দে নিজে যে কাজ করছে তা বর্ণণা করতে পারে।	• প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে নিজের ভাষায় সহজ শব্দে জানা গল্প পুণরায় বলতে উৎসাহ দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. অন্যের সহযোগিতায় শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে (যেমন- কুকুর চার পা বিশিষ্ট একটি প্রাণী)। ২. কোন পরিস্থিতি অথবা শব্দ বোঝানোর জন্য অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। ৩. কোন বিষয়ের উপর কথা বলে ও বোঝে। ৪. দলীয় আলোচনায় অন্যদের কথা শোনে ও সঠিকভাবে সাড়া দেয়। ৫. অন্যান্য শিশুদের সাথে অথবা বড়দের সাথে কথোপকথন শুরু করে ও তাতে অংশগ্রহণ করে। ৬. আত্মবিশ্বাসের সাথে গল্প বলতে পারে ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প তৈরী করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে এমন খেলা খেলতে দিনা যাতে তারা বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথে কথা বলার সুযোগ পায় (যেমন- ”তুমি কোথায় থাক?”, ”তোমর পরিবারে কতজন সদস্য আছে?”, ”তোমার প্রিয় খাবার কোনটি?”) • শিশুদেরকে অপরিচিত শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বোঝান। • শিশুদেরকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশে এবং প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে উৎসাহ দিন। • শিশুদেরকে বয়স উপযোগী গল্প, গান, ছড়া ইত্যাদি দিন যাতে তারা যথাযথ অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে পুণরায় বলতে উৎসাহিত হয়।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. মানসম্মত ভাষা ব্যবহার করে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। ২. উপযুক্ত তথ্যসহ স্পষ্টভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয়। ৩. প্রশ্ন এবং অনুরোধ করতে সমর্থ হয়। ৪. কবিতা ও ছড়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে পারে। ৫. গল্প বলার সময় স্বরের ওঠা-নামা ব্যবহার করে। ৬. দৈনন্দিন কার্যক্রমে মার্জিত ভাষা ব্যবহার করে (যেমন- সম্ভাষণের জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা এবং বড়দের সম্মানের সাথে সম্বোধন করা।)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে মুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। • শিশুদের প্রশ্নের সম্প্রসারিত উত্তর দিন। • শিশুদেরকে সঙ্কেত এবং মৌখিক বা অ-মৌখিক ভাষা ব্যবহার করে প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন। • শিশুদেরকে বিনোদনমূলক ঘটনা (যেমন- মেলা, সার্কাস ইত্যাদি) দেখার ও ঘটনাগুলো নিজের ভাষায় বর্ণণা করার সুযোগ করে দিন। • শিশুদেরকে বিভিন্ন গৃহস্থালী বস্তু খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিন। • শিশুদেরকে গল্প, ছড়া, কবিতা ও ঘটনা সম্পর্কে তাদের ভাবনা প্রকাশ করার সুযোগ দিন।

৭. নিজের ভাষা ব্যবহার করে কোন বস্তু অথবা পরিস্থিতি বর্ণণা করতে পারে। ৮. চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য অর্থপূর্ণ গল্প বানাতে পারে।	• প্রশ্ন করা, উত্তর দেয়া ও অনুরোধ করার খেলা খেলতে দিন। • শিশুদেরকে মার্জিত/মানসম্মত ভাষায় কথোপকথনে উৎসাহ দিন। • শিশুদেরকে চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি ও স্বরের ওঠা-নামা প্রকাশের জন্য নিজেদের গল্প তৈরী করতে ও বলতে উৎসাহ দিন। • অনুকরণ ও অভিনয়ের মাধ্যমে বড়দের সম্মান করা ও মান্য করার সুযোগ তৈরী করে দিন।

ক্ষেত্র	৩: ভাষা ও যোগাযোগ
উপ-ক্ষেত্র	৩.৩: পড়া
সুনির্দিষ্ট বিষয়	৩.৩.১: (ক) পড়া ও (খ) বোঝার সক্ষমতা
আদর্শিক মান	৩.৩.১.১: শিশু লিখিত চিহ্ন, বর্ণ ও পাঠ্য চিনতে ও বুঝতে পারার সক্ষমতা অর্জন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. আশেপাশের ছবি, চিহ্ন, নকশা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে। ২. রঙিন বই/ছবি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ৩. বড়রা যখন তাদেরকে পড়ে শোনায়, মনোযোগ দিয়ে সেটা শোনে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুকে আত্মীয়স্বজনের (যেমন- বাবা-মা, পারিবারিক আত্মীয়) ছবি দেখার সুযোগ করে দিন। ● শিশুকে ছবির বই দিন ও সেটা নেয়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দিন। ● শিশুর সাথে বসে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ছবির বই পড়ে শোনান।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. বই দিলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের (যেমন- দেখা, স্পর্শ করা, গন্ধ শোঁকা) সাহায্যে বইটি বোঝার চেষ্টা করে। ২. বই স্পর্শ করলে অথবা ধরলে খুশি/আনন্দ প্রকাশ করে। ৩. পড়ে শোনানোর জন্য বইটি বড়দের কাছে নিয়ে আসে। ৪. বড়দের সহযোগিতায় বইয়ের পাতা উল্টায়। ৫. কিছু নির্দিষ্ট বইয়ের প্রতি অগ্রাধিকার/বেশী অগ্রহ দেখায়। ৬. মুখের ছবিকে অগ্রাধিকার দেয়। ৭. কেউ কোন কিছু পড়ে শোনানোর সময় বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করে ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুর জন্য কার্ডবোর্ড দ্বারা তৈরী বই, প্লাস্টিক দ্বারা তৈরী বই অথবা বিভিন্ন ধরনের বুনট-texture (যেমন- উজ্জ্বল বুনট , চকচকে বুনট, পশমী বুনট) দিয়ে তৈরী বই পছন্দ করুন । ● শিশুর জন্য সহজ ছন্দ, অনুমানযোগ্য পাঠাংশ ও প্রতি পাতায় অল্প সংখ্যক শব্দ সম্বলিত বই বাছাই ও ব্যবহার করুন। ● শিশু ও বড়দের ছবি এবং পরিচিত বস্তুর ছবি সম্বলিত বই বাছাই ও ব্যবহার করুন। ● এমন বই/গল্প তৈরী ও ব্যবহার করুন যেখানে শিশুরাই প্রধান চরিত্র। ● শিশুর সাথে প্রায়ই/যত বেশী সম্ভম পড়ার চেষ্টা করুন।

৮. নাম বললে ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বই থেকে ছবি দেখায়। ৯. বই দেখার সময় স্বল্প সময়ের জন্য মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়।	
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. কোন নির্দিষ্ট ছবির জন্য একই শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গি করে। ২. জিজ্ঞেস করলে দেখায় যেমন- কোথায়........?) ৩. প্রিয়/পছন্দের ছবি খুঁজে বের করার জন্য বইয়ের পাতা সামনে পিছনে উল্টায়। ৪. সাদামাটা/অবিমিশ্র ছবি (simple pictures) চিনতে পারে। ৫. প্রিয় জিনিস পছন্দ করতে বললে বই নির্বাচন করে। ৬. প্রিয় জিনিস, খাবারের ছাপানো লোগো বা প্রতীক দেখলে চিনতে পারে (যেমন- প্রিয় টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, চকলেটের লোগো, লেবেল)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিন (যেমন- ছবিযুক্ত গল্পের বই, ছবির অ্যালবাম, ডিজিটাল ছবির অ্যালবাম), সেগুলো দেখান ও সেগুলো সম্পর্কে কথা বলুন। ● প্রতিদিন পড়ার (যেমন- ছবি, চিত্র) সুযোগ তৈরী করে দিন)। ● শিশুদেরকে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, মোড়ক ইত্যাদিতে থাকা প্রতীক বা লোগো চেনার মাধ্যমে তাদের প্রিয় বস্তু বাছাই করতে উৎসাহ দিন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. সহযোগিতা ছাড়াই বই, পত্রিকা, ছবি, সাইনবোর্ড, খবরের কাগজ, ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে এগুলোর প্রতি আগ্রহ দেখায়। ২. বই সঠিকভাবে উল্টাতে পারে। ৩. ছবি, প্রতীক, লেখা দেখে প্রিয় বই চিনতে পারে। ৪. বই সম্পর্কে মন্তব্য করে। ৫. প্রিয় গল্প বারবার পড়ে শোনাতে বলে। ৬. প্রিয় গল্পের বাক্য/শব্দ মনে রাখে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে বিভিন্ন উপকরণ দেয়া (ছবিযুক্ত অথবা ছবি ছাড়া গল্পের বই, পাঠ্যবই, পত্রিকা), সেগুলো দেখা ও সেগুলো সম্পর্কে কথা বলা। ● শিশুদেরকে প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট পড়ে শোনানো (যেমন, ঘুমানোর সময়, কাজের সময়)। পড়ে শোনানোর সময় স্পষ্টভাবে দেখানো যে, লেখা অনুসারেই পড়া হচ্ছে। ● শিশুদেরকে তাদের উপযোগী লোকসাহিত্য অথবা জনপ্রিয় শিশুসাহিত্য থেকে কবিতা, নিজেদের সংস্কৃতি প্রকাশ পায় এমন বই পড়ে শোনানো।

৭. "পুতুল" অথবা "পশুপাখি" কে পড়ে শোনায়। ৮. নিজের ভাষায় বই পড়ার ভান করে। ৯. কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করা, প্রিয় কবিতার শেষ লাইন বারবার বলা, প্রিয় গল্পের কথা ও শব্দ ব্যবহার করে।	
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. নিজের প্রিয় বই চিনে ও সেটা বর্ণনা করতে পারে (যেমন- ছবি, প্রধান চরিত্রসমূহ)। ২. প্রিয় বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা বড়দেরকে পড়ে শোনানোর ভান করে। ৩. অর্থ ছাড়া ছবির সাথে লেখা মেলাতে পারে। ৪. আশেপাশের এবং সহজ কিছু কিছু চিহ্ন পড়তে পারে। ৫. গল্প-কার্ড (story cards) ব্যাখ্যা করতে পারে। ৬. মৌলিক রংগুলো চিনতে পারে ও কিছু কিছু বর্ণ চিহ্নিত করতে পারে। ৭. একটি লেখার কিছু কিছু বর্ণ দেখে চিহ্নিত করতে পারে (যেমন, "অ" বর্ণটি অথবা তাদের নামের প্রথম বর্ণ)। ৮. এক এক করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন ছবির বইয়ের পৃষ্ঠা সঠিকভাবে উল্টাতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদের নিকট বইয়ের বর্ণনা করুন (যেমন- বইয়ের নাম, লেখকের নাম দেখানো, বইয়ের প্রচ্ছদ ও পেছনের কভার সম্পর্কে আলোচনা করা)। ● বই যে পৃষ্ঠার বাম থেকে ডানে এবং উপর থেকে নীচে পড়তে হয় তা বুঝতে ও পড়ার সময় লেখাগুলো অনুসরণ করতে শিশুদেরকে সাহায্য করুন। ● বইয়ের প্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কে শিশুদের সাথে কথা বলুন, কিছু কিছু বর্ণ আলাদা করে চেনান এবং বইয়ের ভেতরের গল্প-কার্ডগুলো ব্যাখ্যা করুন। ● শিশুদেরকে নিজে নিজে গল্পের বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো উল্টানোর সুযোগ করে দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. পূর্ণাঙ্গ ছবি বর্ণণা করতে পারে। ২. গল্প-কার্ড (story cards) ক্রমানুসারে সাজাতে এবং নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে। ৩. প্রিয় বই চেনা ও সারবস্তুসহ সেটি বর্ণণা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● বইয়ের লেখক ও অঙ্কনশিল্পী সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলোচনা করুন। ● শিশুদেরকে পড়ে শোনানোর সময় বইয়ের লেখা, প্রধান চরিত্রগুলো ও তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলুন।

৪. বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিক ছবির বইয়ের প্রতি আগ্রহ দেখায়। ৫. অন্য শিশুদেরকে অথবা খেলনাকে পড়ে শোনায়। ৬. যেসব শব্দ তাকে দেখানো হয় সেগুলো পড়ে। ৭. কোন লেখা থেকে কিছু কিছু বর্ণ বানান করে পড়ে। ৮. বর্ণ ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।	• বাড়িতে আসা ছাপানো বস্তুগুলো (যেমন- চিঠি, পুস্তিকা, খবরের কাগজ) সম্পর্কে শিশুদের সাথে কথা বলুন। • শিশুদেরকে বই ধার নেয়া, ফেরত দেয়া ও অন্য শিশুদের সাথে ভাগভাগি করতে উৎসাহ দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. ছবি হিসেবে নিজের নাম পড়তে পারে। ২. চিহ্ন/সংকেত চিনতে, পড়তে ও অনুসরণ করতে পারে। ৩. বইয়ের বিভিন্ন অংশ জানে (যেমন- শিরোনাম)। ৪. বই দেখতে ও স্বাধীনভাবে নিজের ভাষায় পড়তে চায়। ৫. কিছু কিছু বর্ণের নাম তাদের আকার ও ধ্বনির সাথে যুক্ত করতে পারে। ৬. বর্ণমালার দশ বা তার চেয়ে বেশী বর্ণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে। ৭. বর্ণমালা ও সহজ শব্দ পড়তে পারে। ৮. উপযুক্ত বর্ণ দ্বারা শুন্যস্থান পূরণ করতে পারে। ৯. পড়তে আগ্রহ দেখায় এবং প্রিয় গল্প পড়তে আকুলতা প্রকাশ করে। ১০. শব্দের সাথে উপযুক্ত বর্ণ মেলাতে পারে। ১১. পোস্টার, বিলবোর্ড থেকে বিভিন্ন চিহ্ন/সংকেত পড়তে পারে। ১২. পড়ার সময় অংশগ্রহণ করে এবং শেষ হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • বইয়ের লেখক ও অঙ্কনশিল্পী সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলোচনা করুন। • শিশুদের সাথে গল্প, রূপকথা, কবিতা ও বিজ্ঞানের বই পড়ুন (যেমন- কিভাবে বস্তুগুলো কাজ করে, ঋতু সম্পর্কে, গাছপালা ও পশুপাখির জীবন সম্পর্কে)। • শিশুদেরকে সমবয়সী অন্য শিশুদের সাথে একই রকম আগ্রহ আছে এমন বিষয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিন। • শিশুদেরকে ছবিযুক্ত বই দিন যা তারা পড়তে ও মনে রাখতে পারে। • আশেপাশের (ভেতর ও বাহির) লেখনী সমৃদ্ধ পরিবেশ (print rich environment) থেকে পড়ার সুযোগ তৈরী করে দিন।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. যুক্তবর্ণ আছে এমন শব্দ পড়তে পারে। ২. নিজে নিজে সহজ বাক্য দ্বারা গঠিত গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি পড়তে ও বুঝতে পারে। ৩. খবরের কাগজ, সাইনবোর্ড, লেবেল, পত্রিকা ইত্যাদি পড়তে পারে। ৪. বিভিন্ন বইয়ের সূচী সম্পর্কে অন্য শিশুদের সাথে কথা বলে (যেমন- নতুন তথ্য)। ৫. প্রচুর বই পেতে চায় যেগুলো আগ্রহোদ্দীপক (যেমন- বাঘ, ডাইনোসার, জাহাজ, সৌরজগৎ ইত্যাদি)। ৬. একজন প্রিয় লেখক অথবা অঙ্কনশিল্পী থাকে অথবা একই লেখকের লেখা অথবা একই প্রকাশক/ মুদ্রন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাপানো বইয়ের সিরিজ প্রিয় থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে বইয়ের দোকানে অথবা গ্রন্থাগারে/ই-গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বই দেখতে দিন। ● শিশুর উপযোগী বিভিন্ন আকর্ষনীয় বিষয়ে শিশুর সাথে বই লেখুন। শিশুকে বইটির একটি নাম দিতে এবং এর লেখক ও অঙ্কনশিল্পী হতে সাহায্য করুন। ● শিশুরা যখন সঠিক পন্থায় ও দায়িত্বশীলভাবে ছাপানো বই/ই-বই ব্যবহারের চেষ্টা করে তখন তাদেরকে প্রশংসা করুন/ উৎসাহ দিন। ● একে অপরকে বই পড়ে শোনাতে শিশুদের উৎসাহ দিন। ● প্রতিদিন ৪০-৬০ মিনিট বই পড়তে শিশুদের উৎসাহ দিন।

ক্ষেত্র	৩: ভাষা ও যোগাযোগ
উপ-ক্ষেত্র	৩.৪: লেখা
সুনির্দিষ্ট বিষয়	৩.৪.১: (ক) লেখা ও (খ) লেখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা
আদর্শিক মান	৩.৪.১.১: শিশু ছবি, চিহ্ন ও লেখনীর মাধ্যমে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক • উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে মুঠো করে কিছু (যেমন-আংঙ্গুল, নরম খেলনা) ধরতে দিন।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. আঙ্গুল দিয়ে মেঝে অথবা টেবিলের উপর দাগ দেয়। ২. পেন্সিল, মার্কার, রং পেন্সিল/ক্রেয়ন ধরার চেষ্টা করে এবং মেঝে, বোর্ড অথবা কাগজে হিজিবিজি দাগানোর/আঁকিবুকির চেষ্টা করে। ৩. হিজিবিজি দাগানোর/আঁকিবুকির মাধ্যমে অন্যকে অনুকরণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে হিজিবিজি দাগানোর/আঁকিবুকির জন্য স্থান ও উপকরণ দিন (যেমন -বড় কাগজের টুকরা, রং পেন্সিল, বোর্ড) এবং শিশুর সাথে লেখা লেখা খেলা খেলুন। • শিশুর সাথে কোন কাজ অথবা ভাবনা সম্পর্কে কথা বলার সময় সেগুলোর ছবি আঁকুন ও লেবেল করুন (draw and label)।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. পেন্সিল, মার্কার, রং পেন্সিল ধরতে পারে এবং মেঝে, বোর্ড অথবা কাগজে হিজিবিজি দাগ দেয়/ আঁকিবুকি করে। ২. স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাগজের উপর হিজিবিজি দাগ দেয়/ আঁকিবুকি করে। ৩. কাগজের কোথায় ও কোন দিকে তা না ভেবে লেখার ভান করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুকে বড় জায়গায় (big surfaces) আঁকা ও রং করার জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরী করে দিন। • একসাথে ছবি আঁকুন। • শিশুদেরকে নিজে নিজে আঁকিবুকি করতে উৎসাহ দিন ও আঁকিবুকি করলে বাহবা দিন।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. আঁকার/লেখার সামগ্রী/উপকরণ (যেমন-পেন্সিল, রং পেন্সিল/ক্রেয়ন, রং তুলি) ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ২. উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাগজে আঁকিবুকি করে ও দাগ দেয়। ৩. পরিকল্পিতভাবে কাগজে বিভিন্ন আকৃতি (shapes) আঁকার চেষ্টা করে। ৪. সে কি আঁকলো বা লিখলো তা বর্ণণা করতে পারে। ৫. আনুভূমিক ও লম্ব রেখা (horizontal and vertical lines), বিন্দু ও বৃত্ত আঁকতে পারে। ৬. রং করার সময় আকৃতির বাইরে চলে যায় (Colors out of the shapes) । ৭. কারো সাহায্য নিয়ে হাতের আকৃতি আঁকতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে আঁকার/লেখার সামগ্রী/উপকরণ দিন ও আঁকতে/লিখতে উৎসাহিত করুন। ● শিশুদের সাথে তারা কি একেঁছে/লিখেছে সে বিষয়ে আলোচনা ও মন্তব্য করুন। ● শিশুর সাথে ছবি আঁকুন ও তাদেরকে অন্যদের সাথে (যেমন- সমবয়সী শিশু, পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন) আঁকার জন্য উৎসাহিত করুন। ● শিশুরা যাতে অনুসরণ করতে পারে সেভাবে ভাল লেখার মডেল তৈরি করে দেখান।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. লেখার সময় নিজের ও কাগজের অবস্থান সমন্বয় করতে পারে। ২. অন্যের সহযোগিতায় সমবয়সী ও প্রিয় বড়দের জন্য কার্ড তৈরী করতে পারে। ৩. যথার্থভাবে লেখার অনুশীলন করার চেষ্টা করে (যেমন- বিন্দু দিয়ে তৈরী রেখা বা বর্ণের উপর দিয়ে আঁকতে বা লিখতে পারা)। ৪. মৌলিক জ্যামিতিক আকৃতিগুলো (যেমন- বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ ইত্যাদি) আঁকতে পারে। ৫. ইচ্ছেমতো ছবি আঁকে ও নাম দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে লেখার জন্য উপযুক্ত শারীরিক অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করুন (যেমন- পেন্সিল ধরা, কাগজের অবস্থান ইত্যাদি)। ● একটি নির্দিষ্ট আকৃতি/গন্ডির/আদলের মধ্যে শিশুর লেখার চেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। ● ইচ্ছেমতো আঁকার এবং বিন্দু ও আঁকাবাঁকা লাইনে দাগ টানার (trace over dots and looped lines) চর্চা করতে উৎসাহ দিন।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. লেখার সময় নিজের ও কাগজের অবস্থান সমন্বয় করে। ২. শব্দগুলো যে বর্ণ দিয়ে তৈরী এ ধারনা উপলব্ধি করতে শুরু করে। ৩. আশেপাশের জিনিস/চিহ্নের অনুলিপি করতে পারে। ৪. আঠা দিয়ে এঁটে রাখা মানুষের ছবি (stick figure of the human body) আঁকতে পারে। ৫. কোন আকৃতির ভেতরে রং করতে পারে (able to color inside a shape) । ৬. নকশা ও সহজ ছবির উপর দিয়ে দাগ টানতে পারে। ৭. গল্প ও নিজের অভিজ্ঞতা এঁকে ও খেলার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করে। ৮. অন্যের সাহায্যে নিজের নাম লিখতে বা অনুলিপি করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুর নাম লিখতে যে বর্ণগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো শিশুর সাথে একত্রে গণণা করুন। • শিশুকে বর্ণগুলো উচ্চারন করতে সাহায্য করুন। • শিশুকে তার নাম ও কিছু কিছু বর্ণ কপি করতে ও দাগ টেনে লিখতে (tracing name and few alphabets) উৎসাহ দিন।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. দুটি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে নকশা আঁকতে পারে। ২. বর্ণমালার কিছু কিছু বর্ণ লিখতে পারে। ৩. পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে/লেখে/অনুলিপি করে। ৪. পরিচিত শব্দ অনুলিপি করতে পারে। ৫. লেখার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে (যেমন- পেন্সিল, কলম, রং, তুলি ও কম্পিউটারের কি-বোর্ড)। ৬. তথ্য অথবা বার্তা আদান-প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে লেখার ধারণাকে বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** • শিশুদেরকে বিভিন্ন উপাদানে তৈরী বর্ণ দিয়ে খেলতে দিন। বর্ণগুলোর অনুলিপি করতে ও সেগুলো বর্ণণা করতে শিশুদেরকে উৎসাহ দিন। • শ্রেণীকক্ষে ও বাড়িতে শিশুদেরকে লেখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও সুযোগ করে দিন।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক ১. শব্দ নিয়ে বিভিন্ন খেলা করে (যেমন- বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরীর খেলা, ছকের মধ্যে উপর-নীচ ও পাশাপাশি শব্দ তৈরীর খেলা, অন্যান্য শব্দ তৈরীর খেলা)। ২. ক্রমানুসারে সবগুলো বর্ণ লিখতে পারে। ৩. যুক্তবর্ণ ও স্বরবর্ণ ব্যবহার করে শব্দ লিখতে পারে। ৪. সহজ বাক্য লিখতে পারে। ৫. বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছোট ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল** ● শিশুদেরকে লিখতে হয় এমন দলীয় কাজে সম্পৃক্ত করুন (যেমন- ডাইরি তৈরী করা, শিশুতোষ পত্রিকা বানানো, কোলাজ কার্টুন তৈরী করা)। ● শিশুদেরকে একজন বিশেষ ব্যক্তি বেছে নিতে সাহায্য করুন ও নিজের ভাষায় সেই ব্যক্তিকে নিয়ে লিখতে বলুন ও তা শ্রেণীকক্ষে বা পরিবারের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। ● শিশুকে নিয়ে একসাথে রেসিপি বই, বিভিন্ন বস্তুর তালিকা, বাজারের তালিকা ইত্যাদি তৈরী করুন।

ক্ষেত্র	৩: ভাষা ও যোগাযোগ
উপ-ক্ষেত্র	৩.৫: একাধিক ভাষা জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়	৩.৫.১: একাধিক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান (বলা এবং বুঝতে পারা)
আদর্শিক মান	৩.৫.১.১: শিশু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি ভাষায় দক্ষতা প্রকাশ করবে

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বক্তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় বলা সহজ নির্দেশনার প্রতি সাড়া দেয়। ২. মুখভঙ্গির মাধ্যমে অন্য ভাষায় যোগাযোগ করার উদ্যোগে সাড়া দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মাতৃভাষায় কথা বলে, গল্প বলে, গান/ছড়া শুনিয়ে শিশুকে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন। • মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে কোন একটি ভাষায় শিশুকে গান/ছড়া শোনানো ধীরে ধীরে শুরু করুন।
৭ মাস - ১২ মাস মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য ভাষার শব্দের প্রতি মনোযোগ দেয় (যেমন- বাংলা ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে ইংরেজী অথবা উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলা)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মাতৃভাষায় কথা বলে, গল্প বলে, গান শুনিয়ে, ছড়া শুনিয়ে শিশুদেরকে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে এবং মুখভঙ্গি ও শব্দ করে সাড়া দেয়ার জন্য উৎসাহ দিন। • মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিশুকে গান/ছড়া/ গল্প শুনান।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য ভাষায় যোগাযোগের চেষ্টা করলে মুখভঙ্গির মাধ্যমে সাড়া দেয়। ২. অন্য ভাষার শব্দের প্রতি মনোযোগ দো (যেমন- বাংলা ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে ইংরেজী অথবা উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলা)। ৩. অঙ্গভঙ্গিসহ দ্বিতীয় একটি ভাষার কিছু শব্দ ব্যবহার করে মাতৃভাষায় দেয়া সহজ নির্দেশনা	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে প্রতিদিনের কাজকর্মে মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ করে দিন। • শিশুকে অন্য একটি ভাষা ব্যবহারের জন্য সুযোগ করে দিন ও ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন যেমন- বাংলা ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে ইংরেজী অথবা উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাংলা।

অনুসরণ করতে পারে (যেমন- বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ইংরেজী ভাষায় -come, go cat)।	• দ্বিতীয় একটি ভাষার সহজ শব্দ ব্যবহার করে শিশুর সাথে কথা বলুন ও মাতৃভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মাতৃভাষার অনেকগুলো শব্দ জানে ও দ্বিতীয় একটি ভাষার শব্দ শিখতে শুরু করে। ২. দ্বিতীয় ভাষার শব্দ, সহজ গান ও ছড়া মনে করতে পারে। ৩. দ্বিতীয় ভাষার জানা শব্দ ব্যবহার করে মাতৃভাষায় সহজ প্রশ্ন করে। ৪. মাতৃভাষায় কথা বলার সময় দ্বিতীয় ভাষার শব্দ ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে মাতৃভাষায় লিখিত বই (যদি সহজলভ্য হয়) পড়ে শোনান (Read books (if script available) in mother tongue)। • শিশুকে মাতৃভাষায় গল্প শোনান। • দ্বিতীয় একটি ভাষার প্রচলিত গান/ছড়া শিশুকে শুনান ও মাতৃভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মাতৃভাষা ছাড়াও যে আরো ভাষা আছে সেটা বুঝতে পারে (যেমন- মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে একটি করে বাক্য বলা হলে মাতৃভাষায় বলা বাক্যটি চিহ্নিত করতে পারা)। ২. দ্বিতীয় ভাষায় কথা বলার সময় অ-মৌখিক সংকেত এর উপর নির্ভর করে কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলার সময় অ-মৌখিক সংকেত এর উপর নির্ভর করেনা। ৩. সহজ শব্দ ব্যবহার করে (মাতৃভাষা অথবা দ্বিতীয় ভাষা) যার সাথে কথা বলছে তার মতো করে ভাষা সমন্বয় করতে সক্ষম হয়। ৪. মাতৃভাষায় দ্বিতীয় ভাষার কিছু কিছু শব্দের অর্থ বোঝে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করুন ও প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। • শিশুকে মাতৃভাষায় লিখিত বই (যদি পান্ডুলিপি সহজলভ্য হয়) পড়ে শোনান (Read books (if script available) in mother tongue)। • শিশুকে মাতৃভাষায় গল্প শোনান এবং কিছু কিছু শব্দের অর্থ দ্বিতীয় ভাষায় বোঝান। • শিশুকে মাতৃভাষায় এবং দ্বিতীয় ভাষায় লিখিত চরিত্রে অভিনয় করতে উৎসাহ দিন।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের বদলে শব্দের অর্থের প্রতি মনোযোগ দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে মাতৃভাষায় গল্প শোনান এবং ব্যাকরণের বদলে শব্দের প্রতি মনোযোগ দিন।

২. যোগাযোগের জন্য মাতৃভাষায় বাক্য ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয় ভাষার একটি শব্দ অথবা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ব্যবহার করে। ৩. উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গিসহ দ্বিতীয় ভাষায় গান করে, ছড়া আবৃত্তি করতে পারে। ৪. শিশু যে দ্বিতীয় ভাষার কিছু কিছু শব্দ বোঝে তা প্রকাশ করে। ৫. দ্বিতীয় ভাষার শব্দ অনুসরণ করে কিছু কিছু ছবি চিহ্নিত করতে পারে (বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য Cat, Tiger, Fish ইত্যাদি)	• কাল্পনিক গল্প তৈরীর মাধ্যমে কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিতে শিশুকে উৎসাহ দিন এবং বর্ণণা করার সময় মাতৃভাষার বাক্য ব্যবহার করুন। • শিশুকে দ্বিতীয় ভাষায় ও মাতৃভাষায় গান করা, ছড়া আবৃত্তি করা ও ছবি চিনতে পারার জন্য সুযোগ তৈরী করে দিন (যেমন- বাজারের তালিকা, বস্তুর তালিকা, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী তৈরী করা - making shopping list, inventory list, recipe list etc)।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুর জন্য সূচক: ১. মাতৃভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ দ্বিতীয় ভাষা থেকে আলাদা সেগুলো যে বুঝতে পারে তা প্রকাশ করে। ২. দ্বিতীয় ভাষায় এক ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে। ৩. দ্বিতীয় ভাষার কিছু কিছু বর্ণ চিনতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে দ্বিতীয় ভাষায় সহজ নির্দেশনা অনুসরণ করে দেখান ও শিশুদের করতে সুযোগ দিন। • শিশুদেরকে দ্বিতীয় ভাষার বর্ণ পড়ে শোনান ও বর্ণ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার খেলা করুন।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুর জন্য সূচক: ১. দ্বিতীয় ভাষায় সহজ আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে। ২. দ্বিতীয় ভাষার ছড়া ও গান উপভোগ করে। ৩. দ্বিতীয় ভাষার বর্ণমালার বর্ণগুলো চিনতে ও পড়তে পারে। ৪. সহজ শব্দ ব্যবহার করে দ্বিতীয় ভাষায় শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে। ৫. দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার করে সাপ্তাহিক দিনগুলোর নাম বলতে পারা। ৬. দ্বিতীয় ভাষায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে দৈনন্দিন কাজে দ্বিতীয় ভাষায় সহজ আদেশ ও নির্দেশনা দিন ও অনুসরন করতে উৎসাহিত করুন । • শিশুদেরকে দ্বিতীয় ভাষার ছড়া ও গান গেয়ে শুনান ও তাদেরকে দ্বিতীয় ভাষার ছড়া ও গান করতে উৎসাহিত করুন। • শিশুদেরকে দ্বিতীয় ভাষায় লিখিত বর্ণমালার বই ও সহজ ছড়া ও গল্পের বই পড়তে দিন। • শিশুদেরকে দ্বিতীয় ভাষায় ১-১০ পর্যন্ত শিখতে ও গুণতে সুযোগ করে দিন।

ক্ষেত্র ৪: বুদ্ধিবৃত্তিক

ক্ষেত্র:	৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.১: পরিবেশ
আদর্শিক মান:	৪.১.১.১: শিশু প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এর সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. চারপাশের বিভিন্ন উপাদান চেনে এবং এগুলো সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় (যেমন- মা/যত্নকারীর দিকে তাকিয়ে হাসে, পছন্দ/অপছন্দ প্রকাশ করে, আরাম/আরাম নয় তা প্রকাশ করে)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● যত্নকারী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অন্যান্য শিশুদের সাথে নিয়মিত মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। যেমন- শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসা, কথা বলা, চোখে চোখ রাখা। ● শিশুকে প্রচুর শিশুবান্ধব খেলনা উপকরণ নাড়াচাড়ার সুযোগ দিতে হবে। ● শিশুর উদ্দীপক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেমন- কোন বস্তু ঝুলিয়ে রাখা , রঙিন ছবি দেখানো ইত্যাদি।
৭মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. চারপাশের বিভিন্ন উপাদান চেনে এবং এগুলো সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় (যেমন- মা/যত্নকারীর দিকে তাকিয়ে হাসে, পছন্দ/অপছন্দ প্রকাশ করে, আরাম/আরাম নয় তা প্রকাশ করে)। ২. দিন, রাত, আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বুঝতে পারে। যেমন- দিন, রাত, বৃষ্টি, বাতাস, ঝড় ইত্যাদি। ৩. পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি এবং এর বিভিন্ন রঙের প্রতি আগ্রহী হয়, যেমন-ফুল, বাতাস, ঘাস, প্রজাপতি, পাতা, পাখি ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে প্রচুর শিশুবান্ধব খেলনা উপকরণ নাড়াচাড়ার সুযোগ দিতে হবে। ● যত্নকারী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অন্যান্য শিশুদের সাথে নিয়মিত মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। ● শিশুকে নিয়মিত বাইরের পরিবেশে খেলার সুযোগ দিতে হবে। ● বাইরে গেলে চারপাশের জিনিসপত্রগুলোর দেখাতে হবে এবং নাম বলতে হবে যেমন-পাখি, চাঁদ। ● বিভিন্ন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অভিজ্ঞতার সুযোগ শিশুকে দিতে হবে, যেমন-দিন- রাত, গরম-ঠান্ডা, বৃষ্টি-বাতাস।

১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রাকৃতিক ঘটনার (কুয়াশা, বজ্রপাত) বা প্রাকৃতিক জীবজন্তুর পোকা, পোষা প্রাণি) প্রতি আগ্রহ দেখায়। ২. প্রাকৃতিক উপকরণের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে (গাছের ফুল বা পাতা ছেঁড়ে না, পশুপাখিকে আঘাত করেনা)। ৩. প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস চেনে, যেমন- ফুল, পাতা, পাথর।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে শিশুকে অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং কিভাবে মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারে তা দেখিয়ে দিতে হবে, যেমন- গাছের যত্ন নিতে পারে, পোষা প্রাণির যত্ন নিতে পারে। ● দৈনন্দিনের কাজ হিসেবে শিশুকে ঘরের ভেতরের ও ঘরের বাইরের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যপারে উৎসাহিত করতে হবে, যেমন- পশুপ্রাণিকে না মারা, গাছ-ফুল, পাতা না ছেঁড়া ইত্যাদি। ● এমন খেলনা উপকরণ দিতে হবে যাতে শিশুরা ছুঁয়ে বা হাত দিয়ে ধরে বুঝতে পারে কোনটা কোমল, কোনটা খসখসে, কোনটা শক্ত, কোনটা মোলায়েম যেমন- পাতা, ফুল, মাটি, কাঠ ইত্যাদি।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনা ও বিভিন্ন প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করতে পারে। (বৃষ্টি, বাতাস, কুয়াশা, বজ্রপাত ইত্যাদি) অথবা (পোকা, পোষা প্রাণী, পাখি ইত্যাদি) ২. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। (গৃহপালিত প্রাণীদের যত্ন নেয়, গাছে পানি দেয়) ৩. প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি জিনিসের পার্থক্য বুঝতে শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের জিনিসপত্র দেখাতে হবে এবং শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে ও শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ● পোষা পশুপাখির যত্ন নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। ● চারপাশের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যপারে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে, যেমন- ময়লা ছুঁড়ে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলা, গাছে পানি দেয়া, গৃহপালিত প্রাণীদের যত্ন নেয়া ইত্যাদি। ● প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি জিনিস দেখিয়ে তার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে হবে। ● খেলার জন্য প্রাকৃতিক উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে, একই জিনিসের পুন:ব্যবহার করতে হবে, প্রকৃতির কোন ক্ষতি করা যাবেনা।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে জ্ঞান, তথ্য এবং দায়িত্ব বেড়ে যায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে নিজের জায়গা বা ঘর পরিস্কার ও গোছানো রাখতে উৎসাহিত করতে হবে।

২. ঋতুর সাথে সম্পর্কিত কিছু ধারণা বা সংকেত লক্ষ্য করতে পারে। যেমন- বৃষ্টির দিনে খিচুড়ির খাওয়া। ৩. বাসা-বাড়ি পরিস্কার রাখতে সহায়তা করে। যেমন- বিছানা তৈরীতে সাহায্য করা, পড়ার টেবিল ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা। ৪. পরিবেশের বিশেষ কোন ঘটনার ব্যপারে সচেতন প্রকাশ করতে পারে। যেমন- রঙধনু, বজ্রপাত, পাখি বা খুব উঁচু গাছ দেখলে। ৫. প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে খেলে। যেমন- কাদামাটি দিয়ে খেলনা বানায়, কাঠি দিয়ে ঘর বানায়, পাতা দিয়ে ডিজাইন বানায়, বিচি দিয়ে গণনা করে।	• শিশুর নিজের জিনিসপত্রের যত্ন নিতে উৎসাহিত করতে হবে (কাপড়, জুতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা)। • কী করে পুরোনো বা ফেলে দেওয়া জিনিস রি-সাইকেল করে পুন:ব্যবহার করা যায় তা করে দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিয়ে শিশুকেও করার সুযোগ দিতে হবে এবং এ কাজে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। • প্রকৃতি বা পরিবেশ সংক্রান্ত গল্প বলতে বা পড়ে শোনাতে হবে, যেমন- বিভিন্ন ঋতুর গল্প। • আশেপাশের পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যপারে উৎসাহ দিতে হবে, যেমন- ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে/ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের বাড়ি বা অন্যান্য পরিচিত জায়গায় প্রাকৃতিক সচেতনতা প্রকাশ করে, যেমন- ঘরের পাশে ময়লা থাকলে মশা হবে। ২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণে সক্রিয় অংশ নেয়, যেমন- বৃষ্টি আসলে জানালা বন্ধ করে দেয়, বাইরে থেকে শুকনা কাপড় ঘরে নিয়ে আসে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • কী করে পুরোনো বা ফেলে দেওয়া জিনিস রি-সাইকেল করে পুন:ব্যবহার করা যায় তা করে দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিয়ে শিশুকেও করার সুযোগ দিতে হবে এবং এ কাজে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। • প্রকৃতি বা পরিবেশ সংক্রান্ত গল্প বলতে বা পড়ে শোনাতে হবে, যেমন- বিভিন্ন ঋতুর গল্প। • ঘরে বা সেন্টারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুড়ির ব্যবহার শুরু করতে হবে। • বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিছু নিয়ম নির্ধারন করতে হবে। • প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণে শিশুকে সক্রিয় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে হবে, যেমন- বৃষ্টি আসলে জানালা বন্ধ করে দেয়া, বাইরে থেকে শুকনা কাপড় ঘরে নিয়ে আসা ইত্যাদি।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রাকৃতিক বিভিন্ন জিনিসের নাম বলতে পারে। যেমন- নদী, খাল, বিল, পাহাড়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে আশেপাশের পুকুর, নদীর তীর বা শস্যক্ষেতে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ কিভাবে এসব পরিবেশ নষ্ট করছে তা আলোচনা করতে হবে

২. প্রাকৃতিক ঘটনায় আগ্রহ প্রকাশ করে, যেমন- বন্যা, খরা, ঝড়। ৩. পশুপাখি কিভাবে খায়, ঘুমায়, একসাথে থাকে এগুলো জানার ব্যপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ৪. বড়দের সহায়তায় বলতে পারে কিভাবে কোনকিছুকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যায়, যত্ন নেয়া যায়। ৫. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।	এবং কিভাবে এগুলো ভালো রাখা যায়, মানুষ কী করতে পারে এসব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ● গল্পের বই, ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যেমন- নদী, খাল, বিল, পাহাড় ইত্যাদিএবং এগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাও বলতে হবে, যেমন- বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি। ● দৈনন্দিন কাজে চারপাশের পরিবেশ কিভাবে শিশু পরিষ্কার রাখতে পারে তা তাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- নিজের বিছানা, পড়ার টেবিল গোছানো, কাজ শেষে পানির কল, লাইট, ফ্যান বন্ধ করা, পানির অপচয় না করা ইত্যাদি। ● ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে না ফেললে আর ফেললে কী হয় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। ● গল্পের বই, ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত স্থানসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যেমন- সুন্দরবন। কেন এগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি তা বুঝিয়ে বলতে হবে ।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় বলতে পারে কিভাবে মানুষ পৃথিবীকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে ও যত্ন নিতে পারে। ২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ৩. অপচয় না করে সংরক্ষণ করার মানসিকতার প্রকাশ ঘটায়, যেমন- পানির অপচয় করে না, অযথা কাগজ নষ্ট করে না। ৪. পশুপাখি কিভাবে খায়, ঘুমায়, একসাথে থাকে এগুলো জানার ব্যপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ৫. মৌসুমি ফুল, ফল, শস্য চিনতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে আশেপাশের পুকুর, নদীর তীর বা শস্যক্ষেতে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ কিভাবে এসব পরিবেশ নষ্ট করছে তা আলোচনা করতে হবে এবং কিভাবে এগুলো ভালো রাখা যায়, মানুষ কী করতে পারে এসব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ● দৈনন্দিন কাজে চারপাশের পরিবেশ কিভাবে শিশু পরিষ্কার রাখতে পারে তা তাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- নিজের বিছানা, পড়ার টেবিল গোছানো, কাজ শেষে পানির কল, লাইট, ফ্যান বন্ধ করা, পানির অপচয় না করা ইত্যাদি। ● ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে না ফেললে আর ফেললে কী হয় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। ● গল্পের বই, ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত স্থানসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যেমন- সুন্দরবন। কেন এগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি তা বুঝিয়ে বলতে হবে ।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.১: শিশু, মানুষের আকার-আকৃতি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অনুভূতি প্রকাশ করে- কাঁদে, হাসে। ২. চারপাশের মানুষের সাথে সাড়া দেয়, কেউ হাসলে সেও হাসে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • বিভিন্ন মৌখিক অভিব্যক্তি নিয়ে শিশুর সাথে খেলতে হবে। (বিভিন্ন হাসি, অবাক হওয়া, কৌতুকপূর্ণ মুখভঙ্গি) • বিভিন্ন উজ্জল খেলনা দিয়ে লুকোচুরি বা টুকি-বু ইত্যাদি মজার খেলা খেলতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিচিত ও অপরিচিত, শিশু ও বড় মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে শিশুর সাথে খেলতে হবে। • শিশুকে অন্যান্য শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে (বড়রা নজর রাখবে) এবং নতুন মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। (দর্শনার্থী, ডাক্তার, আত্মীয় ইত্যাদি)
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মানবদেহের অঙ্গসমূহের বর্ণনা দিতে পারে। ২. অঙ্গসমূহের কাজ বলতে পারে, যেমন- হাত দিয়ে বল ধরি, আঙ্গুল দিয়ে বোতলের মুখ খুলি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম বলতে হয় এমন খেলা দিতে হবে, গল্প পড়তে হবে, ছড়া শোনাতে হবে এবং গান গাইতে হবে। • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ হাত দিয়ে ধরার সময় মুখে তার নাম বলতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মানবদেহের কিছু অঙ্গের নাম ও কাজ বর্ণনা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম বলতে হয় এমন খেলা দিতে হবে এবং এর সাথে সংখ্যা যুক্ত করে দিতে হবে, যেমন- ১.মুখ, ২.চোখ ইত্যাদি।

২. মুখের প্রত্যঙ্গসমূহের নাম ও কাজ বলতে পারে, যেমন- চোখ, কান, দাঁত ইত্যাদি।	• শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম বলার সময় হাত দিয়ে ধরে তা দেখাতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম, বর্ণনা ও কাজ বলতে পারে, যেমন- চোখ দিয়ে দেখি, পা দিয়ে হাঁটি ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের নাম, বর্ণনা ও কাজ দেওয়া আছে এমন ছবিওয়ালা বই দিতে হবে এবং শিশুদেরকে এগুলোর সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে উৎসাহিত করতে হবে। • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম, বর্ণনা ও কাজ নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য কেমন (যেমন- মানুষ কথা বলে, চিন্তা করে) তা বুঝতে পারে (অন্য প্রাণি তা পারেনা এটাও বোঝে)। ২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ যে পরিবর্তিত হয় তা বুঝতে পারে যেমন- চুল, নখ লম্বা হয়, মানুষ উচ্চতায় বড় হয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সংক্রান্ত বই দিতে হবে । • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ যে পরিবর্তিত হয় তা বোঝাতে হবে, যেমন- চুল, নখ লম্বা হয়, মানুষ উচ্চতায় বড় হয়।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের নাম, বর্ণনা ও কাজ বলতে পারে, যেমন- আমি কিছু ধরার জন্য হাত ব্যবহার করি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে এবং এগুলো যে পরিবর্তিত হয় তা বোঝাতে হবে, যেমন- চুল, নখ লম্বা হয়, মানুষ উচ্চতায় বড় হয়। • নির্ধারিত ভিডিও বা চার্টের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ বোঝাতে হবে, যেমন- মস্তিষ্ক, কংকাল, হজম প্রক্রিয়া ইত্যাদি। • মানবদেহের খেলনা মডেল, কংকাল, লেগো, অংশগুলো খুলে আবার লাগানো যায় এমন মজাদার মানবদেহ খেলনা দিতে হবে। • মানবদেহ সম্পর্কিত গল্পের বই, ভিডিও, অংশগ্রহণমূলক খেলা দিতে হবে।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের শরীরের ও অন্যান্য শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ফলে যে পরিবর্তন হয় তার প্রতি এবং পরিবেশের অন্যান্য জীবের বৃদ্ধির প্রতি সচেতনতা প্রকাশ করে। (শিশুরা বাড়ে, গাছের জীবনচক্র আছে) ২. মানুষের বিচিত্রতা (রঙ, আকার, আকৃতি, ধর্ম, সংস্কৃতি) সম্পর্কে জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● মানুষ, গাছ ও জীবজন্তুর জীবনচক্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রতি বছর শুরুতে এবং শেষে শিশুদের উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের একটি চার্ট তৈরি করতে হবে যাতে শিশুরা তাদের পরিবর্তনের ধারণা পায়। ● ছবি, বই বা ভিডিওর ভিত্তিতে সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, অবস্থানগতভাবে ভিন্ন শিশুদের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ● মানুষের শরীরের অভ্যন্তরীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চার্ট বা ভিডিও দেখাতে হবে যা হজম প্রক্রিয়া, রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া বা স্নায়ু সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করতে সহায়তা করবে। ফলে শিশু শরীরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা পাবে। ● এই সিস্টেমগুলো বাধাপ্রাপ্ত হলে কিভাবে মানুষ অসুস্থ হয়, জীবানু অপরিষ্কার হাত থেকে পেটে যায় এবং পেট ব্যথার কারন হয় তা আলোচনা করতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.২: পর্যবেক্ষণ এবং হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিশু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অনুভূতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যেমন- শক্ত, নরম, টক, মিষ্টি, শুকনো, ভেজা।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • অনেক ধরনের খেলনা ও বিভিন্ন জিনিসপত্র ধরতে, দেখতে এবং শুনতে দিতে হবে। • আয়নায় শিশুদের প্রতিচ্ছবি দেখতে দিতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একসাথে একাধিক অনুভূতি ব্যবহার করে যেমন- দেখে, ছুঁয়ে দেখে, স্বাদ নেয়, শোনে, ঝাঁকায় এভাবে পরীক্ষা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • আয়নায় শিশুদের প্রতিচ্ছবি দেখতে দিতে হবে। • একাধিক অনুভূতি ব্যবহার করা যায় এমন উপকরণ দিতে হবে। যেমন- বিভিন্ন রঙ ও গন্ধের ফুল, বিভিন্ন পুরুত্বের পাতা ইত্যাদি।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। ২. অন্য কোন মানুষ বা বস্তুকে নিজের কাজে লাগায়, যেমন- উঁচুতে কোন কিছু ধরতে বা পাড়তে গেলে সে চায় কেউ তাকে উঁচু করে ধরুক বা খেলনার কোন বোতাম চাপতে ব্লক ব্যবহার করে। ৩. কোন বস্তু পরীক্ষা করার জন্য পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করে। (যেমন- বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় প্রত্যক্ষ করে)	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রাকৃতিক কিছু উপকরণ নিয়ে এগুলোর নাম, বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা বা কী কাজে লাগে তা বলতে হবে এবং এরপর শিশুকে একটি জিনিস দেখিয়ে এই কথাগুলো পুনরায় বলতে উৎসাহিত করতে হবে। • কোন জিনিসকে কিভাবে কমবেশি করে বা এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করে বা অন্যরকম করে আরো উপযোগী করে ব্যবহার করা যায় তা দেখাতে হবে। যেমন- বোতল বা ব্লককে গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। • একাধিক অনুভূতি ব্যবহার করা যায় এমন উপকরণ দিতে হবে। যেমন- বিভিন্ন রঙ ও গন্ধের ফুল, বিভিন্ন পুরুত্বের পাতা ইত্যাদি।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন জিনিসকে অনুসরণ করে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এমনকি সেটা চোখের সামনে না থাকলেও। (বস্তুর স্থায়িত্ব) ২. অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকে নিজের কাজে লাগায়। ৩. কোন বস্তু পরীক্ষা করার জন্য পঞ্চইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করে। ৪. তার হাতের নাগালের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং এগুলোর মিল ও অমিল বের করার চেষ্টা করে। ৫. ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি দিয়ে প্রাকৃতিক জিনিস বোঝার চেষ্টা করে, যেমন- বিভিন্ন ধরনের পোকা খেয়াল করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● লুকোচুরি খেলতে হবে। কোন জিনিস বা কাপড় দিয়েও হতে পারে। ● প্রাকৃতিক কিছু উপকরণ নিয়ে এগুলোর নাম, বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা বা কী কাজে লাগে তা বলতে হবে এবং এরপর শিশুকে একটি জিনিস দেখিয়ে এই কথাগুলো পুনরায় বলতে উৎসাহিত করতে হবে। ● কোন জিনিসকে কিভাবে কমবেশি করে বা এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করে বা অন্যরকম করে আরো উপযোগী করে ব্যবহার করা যায় তা দেখাতে হবে। যেমন- ব্লক দিয়ে গাড়ি, বাড়ি, টাওয়ার বানানো যায়। ● একাধিক অনুভূতি ব্যবহার করা যায় এমন উপকরণ দিতে হবে। যেমন- খাবারের স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে কথা বলা। ● মুক্ত প্রশ্ন করে কোন জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শিশুকে সুযোগ দিতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শিশু তার চারপাশের পরিবেশ বোঝার জন্য তার হাতের নাগালের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ২. বস্তুর বর্ণনা বা তার আশেপাশের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ভাষা ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● শিশুর চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দিয়ে খেলতে দিতে হবে যেমন- পানি, কাদা, পাতা, কাগজ। ● শিশুর প্রিয় মানুষ, খেলনা, খাবার, ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে দিতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. তৈরি খেলনা উপকরণ দিয়ে পরিবেশকে বুঝতে পারে যেমন- ব্লক, চিঠি, গাড়ি, মোবাইল ফোন, গ্লাস, দূরবীণ ইত্যাদি। ২. বড়দের দেওয়া পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবংনিজের পর্যবেক্ষণ বর্ননা করে (বিভিন্ন উপাদান একসাথে মেশায়, কঠিন কোন বস্তুকে(চিনি) তরলের সাথে মিশিয়ে দেয়)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● তৈরি খেলনা উপকরণ যেমন- ব্লক, চিঠি, গাড়ি, মোবাইল ফোন, গ্লাস, দূরবীণ ইত্যাদি দিয়ে পরিবেশকে বোঝার জন্য শিশুকে নাটকীয় কোন খেলা খেলতে দিতে হবে। ● একটি বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তু মেশানোর অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য শিশুকে নিরাপদ তরল (পানি) এবং কঠিন পদার্থ (লবন, চিনি) দিতে হবে এবং কী করল এতে কী পরিবর্তন হলো এটা নিয়ে কথা বলতে হবে।

৩. নতুন বস্তু, ঘটনা বা নতুন অভিজ্ঞতা পেতে পছন্দ করে। টিভি দেখতে ও প্রশ্ন করতে পছন্দ করে।	• শিশুদের সাম্প্রতিক ভ্রমন, উৎসব বা পরীক্ষণ নিয়ে তাদের সাথে সময় নিয়ে কথা বলতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পর্যবেক্ষণ, কথোপকথন এবং হাতে-কলমে কাজ করে তথ্য পেতে চায়। ২. তথ্য নেয়ার জন্য এবং নিজের জ্ঞানকে আরো ব্যবহারের জন্য সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। ৩. সদ্য প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ থেকে কাল্পনিক গল্প বানায়। ৪. আশেপাশের বস্তু সংগ্রহ করতে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আগ্রহ দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন পরিস্থিতি, ঘটনা, বই, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং আলোচনা করতে হবে। । • শিশুদের পর্যবেক্ষণের উপর ছবি আঁকতে বা এই সম্পর্কে কথা বলতে দিতে হবে। • সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে বা চার্ট বা ভিডিও দেখে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ দিতে হবে, যেমন- ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া, শুয়াপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়া। কী দেখলো কী বুঝলো এই বিষয়ে তাদের গল্প শোনাতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বস্তুগত সম্পত্তি সনাক্ত, বর্ণনা এবং তুলনা করতে পারে। ২. তথ্য সংগ্রহ, বর্ণনা, সংরক্ষণ এবং সাজানোর জন্য চার্ট এবং চিত্র ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • আলোচনা করে এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে(যেমন- ম্যাগনিফাইং গ্লাস) বা ছবি, চিত্র, শিশুদের বিজ্ঞান বই থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা জানাতে হবে। • প্রতিবেশিদের কাছ থেকে আনা ছবি, চিত্র বা কোন বস্তুকে পর্যবেক্ষণ রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করতে সহায়তা করতে হবে। • নিজের পরিবারে বা বন্ধুমহলে চার্ট, ছবি বা ডিজাইনের মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনে সহায়তা করতে হবে। • শিশুর নিজের পর্যবেক্ষণ ও নিজের ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.৩: প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু নাড়াচাড়া করে, প্রশ্ন করে, অনুমান করে এবং সাধারণীকরণ করে শিশু প্রাকৃতিক জগত অনুসন্ধানে সংযুক্ত হতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় পরিবেশকে বোঝার জন্য এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে যেমন- স্পর্শ, দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে প্রচুর শিশুবান্ধব খেলনা উপকরণ দিয়ে খেলতে দিতে হবে। (যেমন- ঝুনঝুনি, নরম বল ইত্যাদি)
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় পরিবেশকে বোঝার জন্য এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে যেমন- স্পর্শ, দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ। ২. নতুন খেলা, নতুন উপকরণ বা নতুন কিছু খুঁজতে থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে নতুন নতুন খেলনা উপকরণ দিয়ে খেলতে দিতে হবে। • শিশুকে বস্তু এবং পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। (যেমন- খেলার উপকরণ অথবা বাড়ির বিভিন্ন বস্তু)
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নতুন কাজ, নতুন গতি বা নতুন অভিজ্ঞতার চেষ্টা করে। ২. প্রকৃতি সম্পর্কে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যেমন- কখন চাঁদ বা সূর্য উঠবে? ৩. সহজ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে নতুন কাজ, নতুন গতি বা নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন- দোলনা চড়া, বড়দের সাথে ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি। • শিশুকে প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সুযোগ দিতে হবে এবং এর বিস্তারিত উত্তর শিশুকে দিতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আরেকটু জটিল নতুন কাজ, নতুন গতি বা নতুন অভিজ্ঞতার চেষ্টা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • বস্তু এবং পরিবেশ একসাথে করে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। গাছ, সূর্য, চাঁদ এসবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

২. পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারে। ৩. প্রকৃতিজগত সম্পর্কে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ৪. সহজ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। ৫. কোন কাজ করার আগে ভাবে, চিন্তা করে। ৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করে কী হতে পারে।	● পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে সহজ সমস্যার সমাধান করার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- খেলনা খুঁজে বের করা, ব্লক দিয়ে টাওয়ার বানানো ইত্যাদি। ● শিশুকে প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সুযোগ দিতে হবে এবং এর বিস্তারিত উত্তর শিশুকে দিতে হবে। ● অনুমানের খেলা খেলতে হবে, প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুকে কিছু চিন্তা করতে দিতে হবে এবং বলতে হবে, কী হতো যদি ...? ● প্রতিদিনের নিয়মিত কাজগুলোর ব্যাপারে শিশুকে সচেতন করতে হবে, কোন কাজের পর কোন কাজ করি। যেমন-ঘুমানোর সময় গল্প পড়ার পরে আমরা কী করি? ...বাতি নিভিয়ে দেই।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তর খুঁজে বের করে । ২. অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংরক্ষণ করে (ছবি আঁকা, গল্প বলা)। ৩. খেলাচ্ছলে পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কারের সময় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে 'কেন' এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে সহায়তা করতে হবে। ● প্রাকৃতিক জগতের যেসব ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করা যায় সেসব বিষয়ে শিশুর চিন্তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য 'অনুমানের খেলা' খেলতে হবে, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে এবং হাতে কলমে করে দেখিয়ে দিতে হবে। যেমন- বীজ থেকে চারা হওয়া, পশুর যত্ন নেয়া, আবহাওয়ার চার্ট তৈরি করা ইত্যাদি। ● আবিষ্কারের মজার খেলা খেলতে দিতে হবে, গুপ্তধন পাওয়ার খেলা। যেমন- বালুর নিচে খেলনা লুকিয়ে তা বের করতে দিতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনুমান করে এবং সাধারনীকরণ করে। ২. বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে (কেন হয় তা ব্যাখ্যা করা যায়) এমন সব শব্দ ব্যবহার করে। যেমন- ডুবে, ভাসে, গলে, জমাট বাঁধে। ৩. উপকরণের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে এবং কার্য-কারনের সম্পর্ক বুঝতে শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● শিশুদের নিয়ে কিছু সহজ পরীক্ষণ করতে হবে, যেমন- কোন জিনিস ভাসে আর কোন জিনিস ডুবে যায়। ● রান্নার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে দিতে হবে, সহজ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলো দেখাতে হবে যেমন- তরল, কঠিন, গলে যায়, জমাট বাঁধে ইত্যাদি। ● প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষণে শিশুকে অংশগ্রহণ করাতে হবে। যেমন- দুটি উপাদান মিলিয়ে

৪. শুকনো -ভেজা, ঠান্ডা-গরম, শক্ত-নরম, ডুবে-ভাসে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপকরণ আলাদা করতে পারে। ৫. জানা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপকরণ আলাদা করতে পারে, যেমন-কাঠের, রডের, প্লাস্টিকের।	একটি জিনিস তৈরি করা, যেমন-আটা ও পানি মিশিয়ে গোলা/ডো তৈরি করা। ● শিশুকে 'যদি হতো তবে কী হতো' এই ধরণের প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- যদি এতে আরো পানি দেয়া হতো তবে কী হতো? ● শিশুকে 'কেন' প্রশ্ন করতে হবে, যেমন- গাছের পাতা কেন নড়ে? কখন সূর্য আলো দেয়? ইত্যাদি । ● শিশুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন- কিভাবে আমরা বের করতে পারি যে এই গর্তে কি ধরনের পোকা আছে?
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রকৃতি থেকে বস্তু এবং ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। ২. প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে যোগাযোগ করে/ তথ্যের ব্যবহার করতে পারে। ৩. সহায়তা ছাড়াই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারে, যেমন- আকাশে মেঘ দেখলে বলে, বৃষ্টি হতে পারে। ৪. পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বর্ণনা, অনুমান, ব্যাখ্যা এবং সাধারনীকরণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষণে শিশুকে অংশগ্রহণ করাতে হবে। যেমন- দুটি উপাদান মিলিয়ে একটি জিনিস তৈরি করা, যেমন-আটা ও পানি মিশিয়ে গোলা/ডো তৈরি করা। ● শিশুকে 'যদি হতো তবে কী হতো' এই ধরণের প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- যদি এতে আরো পানি দেয়া হতো তবে কী হতো? ● শিশুকে বিভিন্ন ধরণের জিনিস (পাতা, পাথর, ঝিনুক) সংগ্রহ করতে দিতে হবে এবং এগুলোকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে । ● শিশুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন- কিভাবে আমরা বের করতে পারি যে এই গর্তে কি ধরনের পোকা আছে?
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে (যেমন- ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চুম্বক ইত্যাদি) প্রাকৃতিক উপাদান অনুসন্ধান করতে পারে। ২. তথ্য সংগ্রহ, বর্ণনা ও সংরক্ষণ এবং সাজানোর জন্য চার্ট, ছবি, ব্যাখ্যা এবং চিত্র ব্যবহার করে। ৩. উপসংহার, সমাধান, সিদ্ধান্তে আসতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● শিশুকে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন- ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চুম্বক ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং এই তথ্য সাজাতে দিতে হবে। ● কোন পরীক্ষণ শুরু করার আগে শিশুকে কিছু উদ্দীপক প্রশ্ন করতে হবে যার মাধ্যমে সে একটা অনুমান করবে এবং পরীক্ষণ শেষে সে তার ফলাফলের সাথে তার অনুমান মিলাবে । ● কোন পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের পর তার প্রাপ্ত ফলাফলকে সংরক্ষণ করে রাখতে বলতে হবে এবং

৪. সাধারনীকরণ করে।	এগুলো দিয়ে শিশুদের পরীক্ষণপ্রাপ্ত ফলাফলের একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করতে হবে। এর মধ্যে পরীক্ষণের নাম, পরিমান, অনুমান এবং ফলাফল ছবি, চার্ট, চিত্র চিত্র বা বর্ণনার আকারে উল্লেখ থাকবে। ● শিশুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন- কিভাবে আমরা বের করতে পারি যে এই গর্তে কি ধরনের পোকা বাস করে?

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.৪: শিশু, জীবকে পর্যবেক্ষণ করে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্যান্যদের চেহারা দেখে নিজের আবেগ পরিবর্তন করে। অর্থাৎ নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে। ২. অন্যদের সাথে সাথে সেও আবেগতাড়িত হয়, যেমন- কারো কান্না দেখলে সেও কাঁদে, কারো হাসি দেখলে সেও হাসে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • অন্যান্য শিশু ও বড়দের সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। • বিভিন্ন ধরনের মৌখিক ভাবাবেগ দিয়ে শিশুর সাথে খেলতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড় কারো সহায়তায় পরিবেশের গাছ, পশুপাখি বা মানুষকে লক্ষ্য করে। ২. গাছ, পশুপাখি বা মানুষের নাম বলতে পারে বা নামের সাথে সম্পর্কিত কোন শব্দ বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন ধরণের গাছপালা, পশুপাখি পর্যবেক্ষণ করতে দিতে হবেএবং পরিবারের সদস্য ছাড়াও অন্যান্য মানুষদের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে । • শিশুর চোখের সামনের বিভিন্ন জীব ও জড়বস্তুর নাম বলতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট প্রাণীকে চেনাতে হলে 'প্রাণির ডাক' খেলা খেলতে হবে। • বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বই শিশুকে পড়ে শোনাতে হবে এবং এ সংক্রান্ত গান গেয়ে শোনাতে হবে। • শিশুকে পোষা প্রাণি ও গৃহপালিত জীবজন্তুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে । • চিড়িয়াখানা, পার্ক, খামার ইত্যাদি জায়গায় শিশুকে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সে বিভিন্ন জীবজন্তু দেখতে পায়।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নির্দিষ্ট কোন জীবন্ত জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখায়। যেমন- পোষা বা গৃহপালিত পশুপাখির দিকে তাকায়, ফুল নেয় অথবা পাতা সংগ্রহ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • নিত্যদিনের কাজকর্মের মধ্যেই শিশুর সাথে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে হবে, যেমন- আবহাওয়ার পরিবর্তন।

২. পরিবেশের জীবন্ত সৃষ্টি বা জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে।	• গাছপালা ও পশুপাখি সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে এবং কিভাবে এগুলো বড় হয় ও পরিবর্তন হয় তা ও বলতে হবে । • নিরাপদে বাড়ির এবং আশেপাশের পশুপাখি ও পোকামাকড় পর্যবেক্ষণে শিশুকে সাহায্য করতে হবে । তাদেরকে প্রয়োজনীয় মাঠ-ভ্রমণে নিয়ে যেতে হবে যেমন- চিড়িয়াখানা, পার্ক, খামার, বিজ্ঞান জাদুঘর, নার্সারি ইত্যাদি জায়গায় শিশুকে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সে বিভিন্ন জীবজন্তু দেখতে পায়।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন পশুপাখির অনুকরণ করে (পাখি, বিড়াল, বাঘ, খরগোশ)। ২. গাছপালা, পশুপাখি বা পোকামাকড় ইত্যাদির প্রতি গভীর আগ্রহ দেখায়। ৩. জীব বা জড়ের বাহ্যিক গঠন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। ৪. কিভাবে জিনিস বড় হয় তা প্রকাশ করতে পারে। ৫. পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারে যে, বড় হওয়ার জন্য জীবের খাদ্য ও পানি প্রয়োজন।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন পশুপাখি বা গাছপালা সম্পর্কিত গল্পের বই বা নীতিকথা পড়ে শোনাতে হবে বা অভিনয় করে দেখাতে হবে । • শিশুকে বিভিন্ন পর্যায়ের গাছপালা পর্যবেক্ষণ করতে দিতে হবে, যেমন- গাছে নতুন পাতা গজানোর সময়, ফুল ফোটার সময়, ফলে ভরা গাছ ইত্যাদি। • শিশুকে বাইরে খেলার সুযোগ দিতে হবে ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী (শ্বাস নেয়, বড় হয়, নড়াচড়া করে) জীব ও জড়কে চিনতে পারে। ২. গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারে। ৩. উদ্ভিদ ও প্রাণির মিল, অমিল ও ধরণ খেয়াল করে। ৪. জীবের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে (পশু, পাখি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বাইরের পরিবেশ বোঝানোর জন্য পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। যেমন- প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ শোনা, ছোট ছোট পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ করা, ধানক্ষেত দেখা, খসখসেভাব বোঝার জন্য কাঁঠাল ধরে দেখা ইত্যাদি। • পরিচিত এবং বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া যায় এমন গাছপালা ও পশুপ্রাণি নাড়াচাড়া করার সুযোগ দিতে হবে । • বিভিন্ন জীবের যত্ন নেয়া শেখাতে হবে, যেমন- বাড়ির বা টবের গাছপালা, পোষা প্রাণি ইত্যাদি । • বিভিন্ন জীব সম্পর্কে শিশুকে বর্ণনা করতে দিতে হবে, যেমন- বাসাবাড়ির পোকামাকড়, গৃহপালিত পশুপাখি,

	বা তাদের পোষা কোন প্রাণি ইত্যাদি কিভাবে খায়, কখন ঘুমায়, দেখতে কেমন ইত্যাদি। ● জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খেলা খেলতে হবে যেমন- 'পাখি উড়ে' খেলা।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দেখাদৃষ্টিতে, আচার আচরণে এবং স্বভাব চরিত্রে জীবের পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারে। যেমন- পাখির বাসা, মাকড়শার জাল ইত্যাদি। ২. গাছপালা ও পশুপাখির বৃদ্ধি ও পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পরিচিত এবং বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া যায় এমন গাছপালা ও পশুপাখি নাড়াচাড়া করার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন জীবের যত্ন নেয়া শেখাতে হবে, যেমন- বাড়ির বা টবের গাছপালা, পোষা প্রাণী ইত্যাদি । ● জীব কিভাবে বেঁচে থাকে, বড় হয়, পরিবর্তিত হয় এবং মারা যায় এসব বিষয় ভাবতে দিতে হবে। ● জীবের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংক্রান্ত গল্প পড়ে শোনাতে হবে। ● চিড়িয়াখানা, পশুর খামার, পাখির খামার, মাছের খামার, নার্সারি বা বিভিন্ন সব্জি বাগান পরিদর্শন করিয়ে বিভিন্ন জীব সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। ● পরিবর্তন হয় এমন প্রাণীর ছবি আঁকতে বা এই বিষয়ে গল্প বলতে দিতে হবে। ● শিশুদেরকে সাথে নিয়ে চারা লাগানো, একসাথে যত্ন নেয়া এবং পরিবর্তনগুলো খেয়াল করতে হবে ।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. জীবের মৌলিক চাহিদা ও সাধারণ জীবন চক্র পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করে। ২. গাছপালা, পশুপাখি ও পরিবেশের মধ্যকার সাধারণ সহজ সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারে। যেমন- মাছ পানিতে বাস করে, কিছু পশুপাখি উদ্ভিদ খায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● জীব কিভাবে বেঁচে থাকে, বড় হয়, পরিবর্তিত হয় এবং মারা যায় এসব বিষয় নিয়ে শিশুকে বর্ণনা করতে, ছবি আঁকতে দিতে হবে। ● শিশুকে কিছু চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন করতে হবে যেমন- 'কী হতো যদি......হতো বা না হতো? (যেমন- যদি পাখি না থাকতো, যদি ফুলে কোন রং না থাকতো, যদি গাছেরা ফল দেয়া বন্ধ করে দিতো, যদি আমরা কথা বলতে না পারতাম? ইত্যাদি।) ● জীবের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংক্রান্ত গল্প পড়ে শোনাতে হবে। ● জীবের উপরে ছোট ছোট ভিডিও, আনিমেটেড কার্টুন বা শর্ট ফিল্ম দেখাতে হবে।

	• পরিবর্তন হয় এমন প্রাণির ছবি আঁকতে বা এই বিষয়ে গল্প বলতে দিতে হবে। • শিশুদেরকে সাথে নিয়ে চারা লাগানো, একসাথে যত্ন নেয়া এবং পরিবর্তনগুলো খেয়াল করতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে (কেন হয় তা ব্যাখ্যা করা যায়) এমন সব শব্দ ব্যবহার করে। যেমন- ডুবে, ভাসে, গলে, জমাট বাঁধে। ২. স্বধীনভাবে পরিচিত গাছপালা ও পশুপাখির যত্ন নেয় (বাড়ির গাছে পানি দেয়, পোষা কুকুর, বিড়াল, পাখি, মাছকে খাবার দেয়)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন বস্তুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অর্থাৎ কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং শিশুকে সাথে নিয়ে হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে। যেমন- পানির বরফ হওয়া, বরফের গলে যাওয়া, লবণ বা চিনির পানিতে গলে যাওয়া ইত্যাদি। • শিশুকে কোন পোষা প্রাণি বা গৃহপালিত পশুপাখি বা কোন চারাগছের যত্ন নেয়ার জন্য সুযোগ দিতে হবে। • জীবের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন নিয়ে গল্প পড়ে শোনাতে হবে। • পরিবর্তন হয় এমন প্রাণির ছবি আঁকতে বা এই বিষয়ে গল্প বলতে দিতে হবে। • জীবের উপরে ছোট ছোট ভিডিও, আনিমেটেড কার্টুন বা শর্ট ফিল্ম দেখাতে হবে। • শিশুদেরকে সাথে নিয়ে চারা লাগানো, একসাথে যত্ন নেয়া এবং পরিবর্তনগুলো খেয়াল করতে হবে ।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.৫: শিশু আবহাওয়া এবং ঋতু পর্যবেক্ষণ করে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সৌরজগতের বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে, যেমন- চাঁদ, তারা, সূর্য ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে নিয়ে হাঁটতে যেতে হবেএবং শিশু যা দেখছে সেগুলোর নাম বলতে হবে। শিশুকে এগুলোর নাম পুনরায় বলতে সহায়তা করতে হবে। • পৃথিবীর বিভিন্ন সম্পদের নাম ও বর্ণনা সংক্রান্ত বই শিশুর সাথে পড়তে হবে এবং এ সংক্রান্ত গান গাইতে হবে। • মাটি, ধুলাবালি, পানি ইত্যাদি নিরাপদে নাড়াচাড়ার সুযোগ দিতে হবে ।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কাদা, মাটি এবং পানি দিয়ে খেলতে মজা পায়। ২. পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস খেয়াল করে, যেমন- ঘাস, বালি, বন, পানি ইত্যাদি। ৩. আবহাওয়া বুঝতে পারে, সূর্য, বৃষ্টি, কুয়াশা। ৪. সহায়তাসহ বা স্বাধীনভাবে বাতাসের বয়ে যাওয়া, মেঘের আনাগোনা, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাতি পর্যবেক্ষণ করে। ৫. দিন-রাতের পরিক্রমা বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখাতে হবে, যেমন-সাগর, গুহা, ঝর্না, বন ইত্যাদি। • বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখার সুযোগ দিতে হবে, দিন রাত, বৃষ্টি, বাতাস, ঝড়োবাতাস ইত্যাদি। • দিনের বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যেমন- সকালটা থাকে রৌদ্রজ্জ্বল, বিকেলে আকাশে মেঘ থাকতে পারে আর তা হলে বৃষ্টি হতে পারে।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কল্পনার ভ্রমণ, ঝড়ে পড়া, উদ্ধার পাওয়া ইত্যাদির কাল্পনিক গল্প বানাতে পারে। ২. একাকী বাতাসের বয়ে যাওয়া, মেঘের আনাগোনা, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাতি পর্যবেক্ষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মোকাবেলায় বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি তা বোঝাতে হবে, যেমন- ছাতা, গরম কাপড় (সোয়েটার, জ্যাকেট, চাদর), পাখা ইত্যাদির ব্যবহার। • আবহাওয়া ও ঋতু বোঝার জন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক খেলা দিতে হবে, যেমন- বৃষ্টির পানি জমানো এবং সেটা পরিমাপ করা, বাইরে রোদে গরম হওয়া পাথর ধরা (তবে সাবধানে) ইত্যাদি ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে সহজ বর্ণনা দিতে পারে, যেমন-পানি ভেজা। ২. আশেপাশের বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারে। যেমন- পানি, পাথর ইত্যাদি। ৩. দিনের বিভিন্ন সময় জানে, যেমন- সকাল, বিকাল, রাত ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন আবহাওয়া ও ঋতুর বৈশিষ্ট্য বলতে দিতে হবে। যেমন- শীতে কেমন, গরমে কেমন, বৃষ্টির দিনে কেমন, শুকনো দিনে কেমন ইত্যাদি। • বিভিন্ন আবহাওয়া ও ঋতুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে। • কোন একটি দিন পর্যবেক্ষণ করতে শিশুকে সাহায্য করতে হবে এবং এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। • শিশুকে প্রাকৃতিক জিনিস সংগ্রহ করতে সহায়তা করতে হবে, বিভিন্ন পাতা, পাথর, ঝিনুক ইত্যাদি। • ঋতু সম্পর্কিত শব্দ ছবিসহ দেখাতে হবে যেমন- বরফ ও কুয়াশাসহ শীতকালের ছবি, বন্যা ও মেঘসহ বর্ষাকালের ছবি। • ঋতু এবং আবহাওয়া নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করতে হবে, যেমন- রোদে ঘামার যাওয়ার অভিনয়, বর্ষার বৃষ্টিতে ছাতা নেয়ার অভিনয়।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. চাঁদ, তারা, সূর্য, মেঘ ইত্যাদির আসা-যাওয়ার সহজ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ২. আবহাওয়া ও ঋতু সংক্রান্ত সাধারণ শব্দাবলী ব্যবহার করে আবহাওয়া ও ঋতুর	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন আবহাওয়া ও ঋতুর বৈশিষ্ট্য বলতে দিতে হবে। যেমন- শীতে কেমন, গরমে কেমন, বৃষ্টির দিনে কেমন, শুকনো দিনে কেমন ইত্যাদি। শিশুকে প্রাকৃতিক জিনিস সংগ্রহ

পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারে, যেমন- বৃষ্টিময়, রৌদ্রজ্জল, বাতাস ইত্যাদি। ৩. পানি এবং তাপের উৎসের পাথর্ক্য করতে পারে এবং এগুলোর উপকারিতা ও ঝুঁকি বর্ণনা করতে পারে। ৪. ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারে। ৫. জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের বিষয়ে প্রশ্ন করে (পৃথিবী, পানি, বাতাস, আগুন)।	করতে সহায়তা করতে হবে, বিভিন্ন পাতা, পাথর, ঝিনুক ইত্যাদি । ● যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রাধান্য দেয়া হয় সম্ভব হলে তেমন কোন জাদুঘর বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে। যেমন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ● সহজেই যাওয়া যায় না এমন সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি শিশুকে দেখাতে হবে। যেমন- ঝর্না, গুহা, আগ্নেয়গিরি, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি। এবং যখন সুযোগ হবে তখন এইসব অপরিচিত পরিবেশ ও প্রকৃতি সত্যিকারের পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে আরো বাড়িয়ে তুলতে হবে। ● বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মোকাবেলায় বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের অভিনয় দেখানোর জন্য শিশুকে বিভিন্ন জিনিস দিতে হবে, যেমন- ছাতা, গরম কাপড় (সোয়েটার, জ্যাকেট, চাদর), হাতপাখা ইত্যাদি।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতির যে পরিবর্তন তা বুঝতে পারে। ২. ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে, লিখতে বা ছবি আঁকতে পারে। যেমন- শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকাল ইত্যাদি। ৩. আবহাওয়া 'পড়তে' পারে অর্থাৎ, আকাশে মেঘ দেখলে বলে যে, বৃষ্টি হতে পারে। ৪. সময়ের বিভিন্ন একক জানে ও ব্যবহার করে যেমন- দিনের বিভিন্ন অংশ, সপ্তাহের বিভিন্ন দিন, বিভিন্ন ঋতু ইত্যাদি। ৫. জীবনের জন্য পানি এবং বাতাসের গুরুত্ব বোঝে এবং কিভাবে এগুলোকে দূষণমুক্ত রাখা যাবে সে বিষয়ে কথা বলে। ৬. সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে ও বর্ণনা করে যেমন- চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারা, রেকর্ড করা, বর্ণনা করা ও সনাক্ত করার জন্য শিশুর প্রয়াসে সহায়তা করতে হবে। ● প্রতিদিনের পরিবেশে পাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে শিশুর খেলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যেমন, মাটি খুঁড়তে দেয়া। ● আবহাওয়া ও ঋতু বোঝার জন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক খেলা দিতে হবে, যেমন- বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানি জমানো এবং সেটা স্কেল দিয়ে পরিমাপ করা এবং নোট বইতে লিখে রাখা ইত্যাদি । ● ঋতুর সাথে মানুষের আচরণ ও খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক বোঝাতে হবে। যেমন- ঋতুভেদে বিভিন্ন ফল ও শাকসজির একটি তালিকা বানানো, কোন ঋতুতে আকাশ ও মেঘ কেমন থাকে, গাছগুলো বিভিন্ন ঋতুতে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ইত্যাদি। ● মুখস্তবিদ্যা, পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতাথেকে পাওয়া বিভিন্ন আবহাওয়া ও ঋতুর বৈশিষ্ট্য দেখাতে, বলতে, ছবি আঁকতে বা মডেল বানাতে দিতে হবে। যেমন- শীতে অসুস্থ হয়ে যাওয়া, বৃষ্টির দিনে নৌকায় চড়ে দাদাবাড়ি যাওয়া ইত্যাদি।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. জামাকাপড় বা জিনিসপত্র দেখে আবহাওয়া বা ঋতুর নাম বলতে পারে, যেমন- ছাতা দেখে বলে বৃষ্টি, সোয়েটার দেখে বলে শীত। ২. ঋতুর নামগুলো জানে এবং সঠিক ক্রমানুসারে ব্যবহার করে। (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত) ৩. দিনের নামগুলো জানে এবং সঠিক ক্রমানুসারে ব্যবহার করে। এটাও জানে যে, ৬০ সেকেন্ডে এক ঘন্টা এবং বছরের মাসের নামগুলোও জানে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারা, রেকর্ড করা, বর্ণনা করা ও সনাক্ত করার জন্য শিশুর প্রয়াসে সহায়তা করতে হবে। ● ছবি, আঁকা, লেখা বা কোলাজের মাধ্যমে ঋতু সম্পর্কিত বই বা ক্যালেন্ডার তৈরি করতে শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে। ● ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে হবে যাতে শিশুর নিজের বা তার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো উল্লেখ করা থাকবে। ● প্রতিদিনের পরিবেশে পাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে শিশুর খেলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যেমন, মাটি খুঁড়তে দেয়া। ● প্রকৃতি কিভাবে মানুষ এবং প্রাণিকুলের আচার ব্যবহারে ও জীবন-যাপনে প্রভাব ফেলে তা ভাবতে দিতে হবে, যেমন- অতিরিক্ত ঠান্ডার দেশে মানুষ ও প্রাণি কিভাবে বেঁচে থাকে, বাংলাদেশে বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে কী অবস্থা হয় ইত্যাদি। ● ঋতুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্ক্র্যাপবুক বানাতে উৎসাহ দিতে হবে, যেমন- বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফুল, পাতা সংগ্রহ করে, শিশুর সবচেয়ে পছন্দের ঋতুর ছবি এঁকে ও বর্ণনা লিখে ইত্যাদি।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.২: স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.২.৬: শিশু যথাযথভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. গান শোনে। ২. প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ দেখায় (যেমন- স্বয়ংক্রিয় খেলনা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে ঘুম পাড়ানো গান শোনাতে হবে । • নরম সুরের গান বা বাজনা শোনাতে হবে। • নিরাপদ এবং শিশুবান্ধব স্বয়ংক্রিয় খেলনা দিতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রযুক্তিসহ খেলনা ও জিনিসপত্র ব্যবহার করতে মজা পায়। যেমন- খেলনা টর্চের বাতি জ্বলায় এবং নেভায়। ২. ব্যাটারী চালিত খেলনা বা শিখন সামগ্রী দিয়ে খেলে তবে, সহায়তা লাগে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে নিরাপদ এবং শিশুবান্ধব স্বয়ংক্রিয় বহুমাত্রিক খেলনা দিতে হবে। • শিশুকে নিজের এবং অন্যান্য সংস্কৃতির ধারণকৃত গান বা গল্প শুনতে দিতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ব্যাটারী চালিত খেলনা বা শিখন সামগ্রী দিয়ে খেলে তবে, সহায়তা লাগে। ২. গান শোনার জন্য বা ধারণকৃত গল্প শোনার জন্য সহজ মিউজিক প্লেয়ার চালাতে পারে, তবে সহায়তা লাগে। ৩. খেলনা উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মডেল তৈরি করতে পারে। যেমন- খেলনা বাড়ি, তাঁবু, গাড়ি ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বুঝিয়ে দিয়ে, নিজে করে দেখিয়ে এবং ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার দক্ষতা শেখাতে হবে, যেমন-শুধু আকার ইঙ্গিতের পরিবর্তে হ্যালো, বিদায়, সালাম ইত্যাদি বলা। • বড়দের সহায়তায় ভিডিও দেখার সুযোগ দিতে হবে। • শিশুকে নিজের এবং অন্যান্য সংস্কৃতির ধারণকৃত গান বা গল্প শুনতে দিতে হবে। • বুঝিয়ে দিয়ে, নিজে করে দেখিয়ে এবং ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে প্রযুক্তি কিভাবে মানুষের কাজে সাহায্য করছে তা শেখাতে হবে, যেমন-যন্ত্রচালিত হুইলচেয়ার, বিভিন্ন যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজে নিজে নতুন কিছু করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ২. বিভিন্ন পেশার কাল্পনিক খেলা খেলতে আনন্দ পায়, যেমন- ডাক্তার-রোগী খেলা, বিজ্ঞানী হওয়া খেলা ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ভূমিকাভিনয় খেলার আয়োজন করতে হবে, যেমন- দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার। ● ভূমিকাভিনয় খেলার জন্য পর্যাপ্ত বিভিন্ন ধরণের সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহে রাখতে হবে, যেমন- পুরনো কাপড়, এপ্রোন, নষ্ট ক্যালকুলেটর, খেলনা স্টেথোস্কোপ, খেলনা কম্পিউটার, নষ্ট মোবাইল ফোন ইত্যাদি। ● এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সব ধরণের প্রযুক্তিনির্ভর রিসোর্সের (টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, কম্পিউটারের কোন সফটওয়্যার) ব্যবহার যেন শিশুকে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং পুরনো ইতিহাসের প্রতি ইতিবাচকভাবে প্রতিফলিত ও প্রভাবিত করে। ● বুঝিয়ে দিয়ে, নিজে করে দেখিয়ে এবং ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে প্রযুক্তি কিভাবে মানুষের কাজে সাহায্য করছে তা শেখাতে হবে, যেমন- যন্ত্রচালিত হুইলচেয়ার, বিভিন্ন যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বড়দের সহায়তায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন- টেলিফোন বা যোগাযোগের অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিবারের সদস্যদের সাথে বা অন্যান্য পরিচিত মানুষের সাথে যোগাযোগ করে। ২. প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপকরণ চিনতে পারে এবং এগুলোর পার্থক্য বলতে পারে। ৩. ঘরে এবং বাইরে বড়দের দেখাদেখি বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার অনুসরণ ও অনুকরণ করে। যেমন- কল্পনার খেলায় কাল্পনিক ফোন বা গাড়ি ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বড়দের সহায়তায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি করতে হবে । ● প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারিক প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ফ্রিজ)।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত গল্প, ছবি বা সুরের বর্ণনা দিতে পারে (টিভির প্রোগ্রাম, সিডির গান, রেকর্ডারে শোনা গল্প)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর সাথে একসাথে টেলিভিশন দেখার সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. সঠিক শব্দ ব্যবহার করে প্রযুক্তির নাম বলতে পারে, যেমন- ক্যামেরা, কম্পিউটার, টিভি, ফোন ইত্যাদি। ৩. প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা বিভিন্ন চিহ্ন বা প্রতীক বুঝতে পারে, যেমন- টিভি চালু বা বন্ধ করতে, চ্যানেল বদলাতে রিমোট ব্যবহার করে, লিফটের দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে নির্দিষ্ট বোতাম চাপতে পারে।	• শিশুর কম্পিউটার ব্যবহারের সময় কমিয়ে দিতে হবে এবং গুণগত ব্যবহার করছে কিনা তা খেয়াল করতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন প্রযুক্তি মানুষের কোন নির্দিষ্ট উপকারে আসে তা বলতে পারে, যেমন- হুইলচেয়ার শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সাহায্য করে, টেলিফোন দূরের কোন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। ২. প্রযুক্তিসহ এবং প্রযুক্তি ছাড়া বিকল্প উপায়ে কাজ করতে পারে, যেমন-গাড়ি দিয়ে যাওয়া যায়, সাইকেল দিয়ে যাওয়া যায় আবার হেঁটেও যাওয়া যায়, রিমোট দিয়ে টিভি বন্ধ করা যায় আবার হাত দিয়েও টিভি বন্ধ করা যায়। ৩. প্রযুক্তি ছাড়া আগের দিনের জীবন যাপন কেমন ছিল তা বড়দের সহায়তায় বুঝতে পারে। ৪. প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করা হয় এমন সহজ কিছু প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র চেনে এবং ব্যবহার করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলোচনা করতে হবেএবং তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে দিতে হবে। • প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির আদর্শ ব্যবহার দেখাতে হবে, যেমন- আবহাওয়ার খবর জনার জন্য টিভি বা কম্পিউটার ব্যবহার করা।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যথাযথভাবে মোবইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব, টিভি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। ২. কাগজ, কাদা, ব্লক ইত্যাদি দিয়ে সহজ ডিজাইনের জিনিস তৈরি করতে পারে। যেমন- নৌকা, গাড়ি, পুতুলের বাড়ি ইত্যাদি। ৩. কম্পিউটার ও এর ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিশুদের সাথে আলোচনা করতে হবেএবং তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে দিতে হবে। • প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির আদর্শ ব্যবহার দেখাতে হবে, যেমন- আবহাওয়ার খবর জনার জন্য টিভি বা কম্পিউটার ব্যবহার করা। • ছোট শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের কুফল এবং খারাপ দিক সম্পর্কে জানাতে হবে যেমন-এটা তাদের বন্ধু বানাতে বাধা দেয়, শারীরিক কসরৎ কমিয়ে দেয় এবং সুষম বিকাশে বাধা দেয়। তাইএই বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.১: শিশু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত ঘটনার পার্থক্য করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. প্রতিদিনের নিয়মিত কার্যক্রমে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর সাথে প্রতিদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বলতে হবে। এখন কী করা হচ্ছে, এরপর কী হবে এগুলো বলতে হবে। ● রুটিনের প্রতিটি কার্যক্রমে সময় উল্লেখ করতে হবে, যেমন- আজ, কাল, পরে, অনেক আগে ইত্যাদি। ● শিশুর সাথে ছবির এ্যালবাম বা পরিবারের ভিডিও দেখতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন কিছুর শুরু এবং শেষ বুঝতে পারে, যেমন- গান শেষ হলে হাততালি দেয়। ২. একটু আগে বলে দেওয়া তথ্যটি কাজ শেষে স্মরণ করতে পারে, যেমন- খাওয়া শেষে বলে 'সব শেষ হয়েছে'। ৩. প্রতিদিনের কাজের রুটিন মনে রাখতে পারে, যেমন- দুপুরের খাওয়া শেষে আমি গল্প শুনবো।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● গল্প বলতে হবে, ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে এবং কার্যক্রম শেষে হাততালি দিতে হবে। ● অতীতে কী ঘটেছে বা ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে বিষয়ে কথা বলার সময় ছবি ব্যবহার করতে হবে । ● অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করে শিশুর সাথে প্রতিদিনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে হবে। (আমরা খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিবো, খালামনির বাসায় যাওয়ার আগে নতুন জামাটি পড়ব ইত্যাদি।)
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরনো অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ ঘটাতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অতীত কাল ব্যবহার করে গল্প বলতে হবে, যেমন- অনেক দিন আগের কথা...

২. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল নিয়ে পরীক্ষণমূলক কথাবার্তা বলে, যেমন- আজকে আমরা দাদুর বাড়ি যাচ্ছি। ৩. কী হতে পারে সে ব্যপারে ভবিষ্যত বাণী করে, যেমন- আজ বৃষ্টি হতে পারে।	• গতকাল বা গতরাতে কী কী হয়েছিল তা মনে করার জন্য শিশুর সাথে কথা বলতে হবে। • কোন জিনিস এখন কেমন আছে আর আগে কেমন ছিল তা বোঝানোর জন্য ছবি দেখিয়ে শিশুর সাথে গল্প করতে হবে। • আগের দিনের খাবার, যানবাহন, জীবন-যাপন, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে নাটকের আয়োজন করতে হবে। শিশুকে সঠিকভাবে নির্দেশিত ও পরিচালিত করতে হবে। • প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে, যেমন- মেঘ ও বজ্রপাতের পরেই বৃষ্টি নামে, সূর্য ডোবার পরেই রাত আসে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
১. সময় এবং অবস্থান সংক্রান্ত শব্দ এবং ধারণার ব্যবহার করে, যেমন- প্রথম/শেষ, সকালে/রাতে, গতকাল/আজ ইত্যাদি। যদিও সবসময় সঠিক হয়না। ২. সেদিন কী ঘটেছিল তার সহজ উদাহরণ দিতে পারে, যেমন-তখন একটা বিড়াল এলো আর ইঁদুরটাকে ধরে নিয়ে গেল।	• সময় নির্ধারক উপকরণ দিয়ে শিশুকে খেলতে দিতে হবে, যেমন- ঘড়ি, হাতঘড়ি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি। • 'কী ঘটেছিল' আর 'কী ঘটবে' এই ধরণের কথা বলার জন্য শিশুকে সুযোগ দিতে হবে, যেমন-আজ দুপুরে কী খেয়েছো?, দাদুবাড়ি গিয়ে কী করবে? ইত্যাদি । • প্রাকৃতিক এবং মানুষের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সময় সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, যেমন- দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান, রাতে এবং দিনের বেলায় চাঁদের অবস্থান, মানুষের তিনবেলা খাবার খাওয়া, বিকেলে খেলতে যাওয়া ইত্যাদি।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
১. সহায়তা পেলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাধারণ ধারাবাহিকতা বুঝতে পারে, যেমন- সকাল থেকে রাত হওয়ার ধারাক্রম। ২. এমন শব্দ ব্যবহার করে যাতে বোঝা যায় সে অতীত সম্পর্কে সচেতন, যেমন- যখন আমি ছোট ছিলাম...। ৩. মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি গল্প পুনরায় বলতে পারে।	• পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটিয়ে পরিবারের সবার এবং এলাকার অন্যান্যদের ব্যপারে জানার সুযোগ দিতে হবে। • কোন একটি বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করে দিন গুনতে শেখাতে হবে (ক্যালেন্ডারে সেই দিনটি চিহ্নিত করে রাখতে হবে)। • বিভিন্ন যুগে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের দৈনন্দিন ও মৌলিক জীবন-যাপন, খাবার কেমন ছিল তা ছবির মাধ্যমে আলোচনা করতে হবে (কিভাবে মানুষ গুহায় থাকতো, তাঁবুতে থাকতো, প্রাসাদে থাকতো ইত্যাদি)।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি কঠিন (একাধিক ঘটনা সম্বলিত) গল্প পুনরায় বলতে পারে। যেমন-প্রথমে, একটি শিশুর নাস্তা খাওয়ার ছবি, দ্বিতীয়ত, একটি শিশুর স্কুলে যাওয়ার ছবি, তৃতীয়ত, একটি শিশুর শ্রেণিকক্ষে ছবি। ২. সপ্তাহের দিনের নাম এবং মাসের নাম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ৩. আজ, গতকাল এবং আগামীকালের পার্থক্য করতে পারে। (কি করি, কি করেছিলাম, কি করবো) ৪. কোন পরিকল্পনা আলোচনার সময় ভবিষ্যত কাল ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পরিবারের বা এলাকার কোন ঘটনা সম্পর্কে শিশুকে ছবি আঁকতে, লিখতে, বলতে বা পুনরায় বলতে সুযোগ দিতে হবে। ● ইতিহাস সংক্রান্ত বই শিশুর সাথে পড়তে হবে। ● সময়ের সাথে সাথে যে পরিবর্তন তার প্রমান অর্থপূর্ণভাবে শিশুর কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে, এক্ষেত্রে তার বড় হওয়ার ছবি ব্যবহার করা যায়। ● ছবিতে ইতিহাস দেখাতে/পড়তে/ব্যাখ্যা করতে হবে এবং আলোচনা আরেকটু এগিয়ে ফ্যাশন, পোশাক, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি অথবা শিশুর আগ্রহের বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে ।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বলতে এবং বুঝতে শুরু করে যে, অতীতের মানুষ আজকের মানুষের চাইতে অন্যরকম জীবনযাপন করতো। ২. অন্য শিশুদের জীবন কাহিনী শুনে এটা বুঝতে ও মানতে শেখে যে, তার চেয়ে অন্যদের অতীত অভিজ্ঞতা আলাদা। ৩. তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন ঘটনা বা কোন বস্তু নিয়ে কথা বলার সময় দিন-ক্ষণ বা সময় ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর জীবনী নিয়ে একটি 'স্ক্র্যাপবুক' তৈরি করতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে । ● বড়দেরকে সম্মান করা এবং বড়দের একটি সহজ ইন্টারভিউ নেওয়া এই কাজগুলো আয়োজনে শিশুকে সহয়তা করতে হবে । ● শিশুদের আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছবিতে সময়এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হবে । যেমন- ডাইনোসোরের অস্তিত্ব, নৌকা তৈরি ও তা থেকে ধীরে ধীরে সাবমেরিন তৈরি ইত্যাদি। ● বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বা বিভিন্ন আদিবাসী শিশুদের 'ছবিতে ইতিহাস' নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ● শিশুরা ভবিষ্যতে তাদের শহর বা গাড়ি বা দালানকোঠা কেমন দেখতে চায় বা কেমন বানাতে চায় তা তাদেরকে আঁকতে বা তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে ।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.২: শিশু বিভিন্ন জিনিসের অবস্থান এবং জায়গার (Spatial) সম্পর্কের ব্যপারে সচেতনতা প্রকাশ করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নড়াচড়া করা জিনিসের দিকে ঘুরে তাকায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পরিবেশকে আবিষ্কারের প্রচুর সুযোগ দিতে হবে ।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. যত্নকারীর উপস্থিতিতে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ধরে দেখতে চায়, যেমন- খেলনা ধরতে চায়, কাঙ্খিত কোন বস্তুর দিকে হামাগুঁড়ি দেয়। ২. জায়গা ও অবস্থানের সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করে। যেমন- কোন বাক্সের মধ্যে বা কোন সুড়ং এর ভেতরে নিজের শরীর ঢুকিয়ে দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে একটি নিরাপদ ও শিশুবান্ধব পরিবেশ দিতে হবে, যেমন- কীটনাশক, ওষুধপত্র ইত্যাদি শিশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে, বিদ্যুতের বিভিন্ন তার ও সংযোগের ছিদ্রসমূহ ঢাকনা দেওয়া অবস্থায় রাখতে হবে । • শিশুকে নিরাপদ ছোট কাগজের বাক্স, প্লাস্টিকের বাটি বা পুতুল ইত্যাদি দিয়ে খেলতে দিতে হবে ।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান ও কাজ বর্ণনা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • এমন খেলা খেলতে হবে যাতে শিশুকে অবস্থান নির্দেশ করে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যেমন- ডানে, বামে, শুরুতে, শেষে ,বড়, ছোট, সবার উপরে, সবার নিচে, চোখ বরাবর, নাক বরাবর ইত্যাদি।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের শরীরের কার্যক্রম এবং এর ব্যবহারের বর্ণনা দিতে পারে। ২. কাছের এবং দূরের পার্থক্য করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • অবস্থান নির্দেশ করে এমন শব্দ সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেমন- শিশুকে বলতে হবে, খাতাটি টেবিলের উপরে বইটির নিচে রাখো।

৩. শারীরিক পরীক্ষণ করে, যেমন- উপরে, নিচে, ভেতরে, বাইরে ইত্যাদি ।	• পুতুল, বল বা শিশুর প্রিয় খেলনা বা কোন বস্তু বিভিন্ন অবস্থানে রেখে, যেমন- সামনে, পেছনে, কাছে, দূরে রাখার খেলা খেলতে হবে। • শিশুর পরিবার, বাড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি আঁকার আয়োজন করতে হবে এবং শিশু কোথায় আছে তা সনাক্ত করতে বলতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নির্দেশনা, অবস্থান ও আকার বোঝানোর জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে তবে, মাঝে মাঝে ভুল হয়। ২. খেলার সময় জায়গা বা অবস্থানের কাল্পনিক প্রতিকৃতি তৈরি করে, যেমন- জুতার বাক্সে পুতুলের বাড় বানায়। ৩. ছবি বা সহজ মানচিত্র নেড়চেড়ে দেখতে আগ্রহ দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • এমন খেলা খেলতে হবে যাতে শিশুকে অবস্থান নির্দেশ করে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যেমন- ডানে, বামে, শুরুতে, শেষে ,বড়, ছোট, সবার উপরে, সবার নিচে, চোখ বরাবর, নাক বরাবর ইত্যাদি। • বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করতে হবে, যেমন-ভ্রমণের সময় বলা যে, এখন আমরা ডানে মোড় নেবো, বাসায় থাকলে, পুকুরটি আমাদের বাড়ির পেছনে বা উঠানটি বাড়ির সামনে ইত্যাদি। • নির্দেশক প্রতীক নিয়ে কোন কার্যক্রমের আয়োজন করতে হবে (তীর চিহ্ন, বিভিন্ন প্রতীক) যাতে সে পথের নির্দেশনা বুঝতে পারে। • শিশুর পরিবার, বাড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি আঁকার আয়োজন করতে হবে এবং শিশু, তার খেলনা বা প্রিয় জায়গা কোথায় আছে তা সনাক্ত করতে বলতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভৌগোলিক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে আগ্রহ দেখায় (মানচিত্র,কম্পাস, গ্লোব)। ২. যেখানে সে বাস করে সে শহর, রাস্তা ও প্রতিবেশীদের নাম বলতে পারে । ৩. শারীরিক পরীক্ষণ করে, যেমন- উপরে, নিচে, ভেতরে, বাইরে ইত্যাদি ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও বিভিন্ন মাইলফলক সচেতনভাবে খেয়াল করাতে হবে। • শিশুর আশেপাশের বাড়ির বা পরিবেশের বিভিন্ন মাইলফলকের ছবি সংগ্রহ করতে হবে এবং এগুলো সুন্দর করে ব্লকের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। • শারীরিক পরীক্ষণ করা যায় এমন খেলা খেলতে দিতে হবে, যেমন- উপরে, নিচে, ভেতরে, বাইরে ইত্যাদি। • শিশুর পরিবার, বাড়ি, বিদ্যালয় ইত্যাদি আঁকার আয়োজন করতে হবে এবং শিশু, তার খেলনা বা প্রিয় জায়গা কোথায় আছে তা সনাক্ত করতে বলতে হবে।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক শব্দ প্রয়োগ করে অবস্থান বলতে পারে, কাছে, দূরে, উপরে, নিচে, কাছেই ইত্যাদি। ২. দূরত্ব বা জায়গা সম্পর্কে কিছু ধারণা বর্ণনা করে, যেমন- এটা বোঝে যে, দাদুবাড়ি বেশ দূরে। ৩. কোন বস্তু বা জিনিসকে প্রতীকী ব্যবহার করতে পারে, যেমন- বলের মতো গোল বা জিরাফের মতো লম্বা।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর নিকটবর্তী পরিবেশের কোন প্রতীক তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে, যেমন-তার বাড়ির জন্য কোন প্রতীক, তার স্কুলের জন্য কোন প্রতীক বা তার প্রতিবেশীদের জন্য কোন প্রতীক । ● সহজ মানচিত্র বা দিক নির্দেশনা আঁকতে হবে যা বাড়িতে বা উঠানে কোন কিছু খুঁজতে ব্যবহার করা হবে। ● সহজ মানচিত্র আঁকতে এবং প্রতীক ব্যবহার করতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে, যেমন- বিশ্ব মানচিত্রে যেখানে অনেক জীবজন্তু পাওয়া যায় সেখানে জীবজন্তুর ছবি লাগিয়ে দেওয়া। ● সহজ মডেল তৈরির জন্য শিশুর চারু-কারু কাজে সহায়তা করতে হবে, যেমন-বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা, ঝর্ণা ইত্যাদি।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দূরত্ব বা জায়গা সম্পর্কে কিছু ধারণা বর্ণনা করে, যেমন- এটা বোঝে যে, দাদুবাড়ি বেশ দূরে। ২. এটা জানে যে সত্যিকারের স্থান/জায়গা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং এটাকে আবার ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ৩. ভ্রমণের সময় রাস্তার মাইলফলকগুলো চিনতে পারে এবং মনে রাখতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর নিকটবর্তী পরিবেশের কোন প্রতীক তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে, যেমন-তার বাড়ির জন্য কোন প্রতীক, তার স্কুলের জন্য কোন প্রতীক বা তার প্রতিবেশীদের জন্য কোন প্রতীক । ● সহজ মানচিত্র বা দিক নির্দেশনা আঁকতে হবে যা বাড়িতে বা উঠানে কোন কিছু খুঁজতে ব্যবহার করা হবে। ● তুলনামূলক একটু জটিল মডেল যেখানে একটি গল্প থাকবে এমন তৈরির জন্য শিশুকে প্রচুর সহায়ক উপকরণ দিতে হবে। যেমন- আসবাবপত্রসহ একাধিক কক্ষবিশিষ্ট পুতুলের ঘর, বিভিন্ন ভঙ্গিতে যুদ্ধরত সেনাসহ যুদ্ধের গাড়ি ইত্যাদি।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.৩: মানুষ, স্থান এবং এলাকার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে শিশু তার জ্ঞানের প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. চেনা মুখ দেখে খুশি হয়। ২. চেনা স্থানে থাকতে চায় (মায়ের কোলে বা নিজের বিছানায়)।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সম্পর্ক উল্লেখ করে পরিবারের সদস্যদেরকে পরিচিত করাতে হবে, যেমন- বাবা, মা, বোন, ভাই, দাদা ইত্যাদি। বিভিন্ন নিরাপদ স্থানে শিশুকে রাখতে হবে, যেমন- বাবা/মা/বোন/ভাই/দাদার কোলে, দোলনায় বা শিশুর বিছানায়।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কিছু কিছু স্থান চিনতে পারে, যেমন- বাড়ি, দোকান, দাদুবাড়ি ইত্যাদি। ২. নিকট আত্মীয়দের চিনতে পারে এবং তাদের কাউকে কাউকে খুব পছন্দ করে। ৩. বাড়ির আশেপাশের জায়গাসমূহ চিনতে পারে এবং এর মধ্যে তার একটি পছন্দের জায়গা তৈরি হয়ে যায়, যেমন- বারান্দা, বাগান, জানালা ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর চারপাশের পরিবেশকে দেখার জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, যেমন- বারান্দা, বাগান, জানালা ইত্যাদি স্থানে শিশুকে ঘোরাতে নিয়ে যেতে হবে। ● শিশু তার চারপাশে যা দেখে বা পায় তা বর্ণনা করে শোনাতে হবে। ● নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশির বাড়িতে শিশুকে ঘুরাতে নিয়ে যেতে হবে ।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের পছন্দের খাবার বা খেলনা, বাড়ির কোথায় আছে তা বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● খাবার এবং খেলনাসমূহ কোথায় রাখা হয় তা দেখাতে হবে। ● খেলনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে, যেমন- বাক্সে, ব্যাগে, ঝুড়িতে ইত্যাদি ।

<table>
<tr><th>২৫ মাস - ৩৬ মাস</th><th></th></tr>
<tr><td>শিশুদের জন্য সূচক:
১. কোন ইঙ্গিত দেখে বা মানুষকে দেখে কোন্ পরিবেশের তা বলতে পারে এবং বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পাথর্ক্য করতে পারে, যেমন- মাছের ছবি দেখে বলতে পারে এগুলো পানিতে থাকে।
২. বাড়ি কোন দিকে তা বলতে পারে, যেমন- বড় গাছের পেছনে, মসজিদের পাশে ইত্যাদি।
৩. পরিচিত ঘরবাড়ি সনাক্ত করতে পারে, যেমন- স্কুল, মসজিদ, দোকান, হোটেল ইত্যাদি।</td><td>যত্নকারীদের জন্য কৌশল:
● অপরিচিত কোন স্থানে (বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায়) শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, যেমন- পার্ক, পাহাড়, নদী বা সাগরের তীর, নতুন প্রতিবেশির বাড়িতে ইত্যাদি।
● শিশুকে আশেপাশে প্রতিবেশিদের বাড়িতে হাঁটতে নিয়ে যেতে হবে এবং পথনির্দেশিকাসমূহ যেমন, কোন চিহ্ন, প্রতীক বা মাইলফলক ইত্যাদি দেখাতে হবে।</td></tr>
<tr><th>৩৭ মাস - ৪৮ মাস</th><th></th></tr>
<tr><td>শিশুদের জন্য সূচক:
১. কোন জিনিস কোথায় থাকে তা মিল করতে পারে, যেমন- হাঁড়ি-পাতিল থাকে রান্নাঘরে, বিছানা থাকে শোয়ার ঘরে, গাছ থাকে পার্কে ইত্যাদি।
২. নিজের এলাকার কিছু বৈশিষ্ট্য বলতে পারে যেমন- এই এলাকায় প্রায়ই বন্যা হয়, এদিকে অনেক মাছ পাওয়া যায় ইত্যাদি ।</td><td>যত্নকারীদের জন্য কৌশল:
● বিভিন্ন এলাকা বা স্থান দেখার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, এবং কী দেখলো তা ব্যাখ্যা করতে হবে, যেমন- রান্নাঘরে কী কী দেখলো-হাঁড়ি-পাতিল, চুলা; শোবার ঘরে কী কী দেখলো- বিছানা, খাট, আলমারী; পার্কে কী দেখলো- গাছ, দোলনা; পুকুরে দেখলো মাছ, পানি ইত্যাদি ।
● বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ,বিভিন্ন পেশা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে শিশুকে পরিচিত করাতে হবে, যেমন- কৃষকের, ডাক্তারের, আদিবাসীদের পোশাকে খেলনা বা ছবি।</td></tr>
<tr><th>৪৯ মাস - ৬০ মাস</th><th></th></tr>
<tr><td>শিশুদের জন্য সূচক:
১. পরিচিত এলাকায় ভ্রমণের সময় সে কোথায় এবং কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তা বর্ণনা করতে পারে।</td><td>যত্নকারীদের জন্য কৌশল:
● শিশুর উপস্থিতিতে মানচিত্র বা ভূ-গোলকের ব্যবহার করে দেখাতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।
● বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ,বিভিন্ন পেশা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে শিশুকে পরিচিত করাতে হবে, যেমন- কৃষকের, ডাক্তারের, আদিবাসীদের পোশাকে খেলনা বা ছবি।
● পরিচিত এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য ‘কাল্পনিক খেলা’ খেলার সময় শিশুকে বিভিন্ন পোশাক বা প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে হবে ।</td></tr>
</table>

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজ এলাকার কিছু ভৌগোলিক এবং কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে পারে, যেমন- পুকুর, নদী, খাল, হাওর, পাহাড়, শীত, বর্ষা ইত্যাদি এবং ঘরবাড়ির ধরণ, পোশাক, খাবার-দাবার, পেশা ইত্যাদি। ২. ভ্রমণে দিক নির্দেশনায় সাহায্য করতে পারে, যেমন- বড় লাল বিল্ডিংটার পরেই আমাদের বাড়ি, মসজিদটার বামে আমার স্কুল ইত্যাদি। ৩. রাস্তা বা বাড়ির যে নাম এবং নম্বর থাকে তা জানে এবং এগুলো যে কোন ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করে তা বোঝে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে ছবি আঁকতে, ব্লক দিয়ে কিছু বানিয়ে দেখাতে বা বাস্তব স্থান বা পরিস্থিতির কোন মডেল তৈরি করতে সুযোগ দিতে হবে, যেমন- পুকুর, নদী, পাহাড়, সাগর, খাল, বিল, হাওর, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি । ● শিশুর নিজের স্কুল, প্রতিবেশি বা নম্বরসহ বাড়ির মডেল তৈরি করতে বা ছবি আঁকতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ● কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন এলাকা এবং পেশা মানুষের পোশাক, উৎসব, খাবার, যানবাহন, কাজ এবং বাড়িঘরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ছবির চার্টের মাধ্যমে দেখাতে হবে। যেমন- শীতকালের পোশাক, মরুভূমিতে উট বা বাংলাদেশে নৌকা উত্যাদি।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য মানুষেরা যে বিভিন্ন জায়গায়/দেশে বসবাস করে সেটা বোঝে এবং তা নিয়ে আলোচনা করে। ২. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য এলাকার/দেশের মানুষকে তাদের চেহারা ও পোশাক দেখে আলাদা করতে পারে। ৩. বিভিন্ন জায়গার জীবজন্তুকে চেনে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● কিভাবে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু বাস করে তা দেখার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। যেমন- মানচিত্র, বই, পত্রিকা, তথ্যচিত্র, টিভি বা কম্পিউটারে দেখিয়ে। ● 'স্থানের সাথে মানুষের সম্পর্ক' এই বিষয়ে শিশুকে ভাবতে সহায়তা করতে হবে, যেমন- কিভাবে বিভিন্ন স্থান মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাপনে প্রভাব ফেলে, শহরের এবং গ্রামের মানুষের জীবন-যাপনের পার্থক্য ইত্যাদি।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.৪: অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে শিশু তার জ্ঞানের সচেতনতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে। ২. খাবার এবং কোন বস্তুকেই বেশি পছন্দ করে। ৩. খেলনা, কাপড় ইত্যাদি পছন্দের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের প্রকাশ ঘটায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • যেহেতু শিশুরা তাদের অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না তাই, বিভিন্ন জিনিসের প্রতি শিশুর আবেগ এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইতিবাচকভাবে সাড়া দিতে হবে । • ক্ষুধার্ত অবস্থায় এবং শিশুকে খাওয়ানোর সময় শিশুর প্রকাশভঙ্গিও (Expression) প্রতি মনোযোগী হতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে। ২. জিনিসের সরবরাহের উপর পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে এটা বুঝতে পারে ('যোগান-চাহিদা' সম্পর্ক), যেমন- বিস্কিট শেষ হলে বোঝে যে আর পাওয়া যাবে না। এটা মেনে নেয় এবং জেদ করে না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে এমন খেলা দিতে হবে যাতে সে, 'যোগান-চাহিদা' বিষয়টি বুঝতে পারে। যেমন- শিশু হয়তো ৫টি চকলেট চাইলো কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সে বোঝে এবং মানে যে, যেহেতু আর মাত্র ২টি চকলেটই আছে তাই তাকে ২টি চকলেটই নিতে হবে। • যোগানের ভিত্তিতে মেনে নেওয়াকে ইতিবাচক ব্যবহার হিসেবে দেখাতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খেলার সময় জিনিসের বিনিময় বোঝে, তবে সহায়তা লাগে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • আর্থিক লেনদেনে ব্যবহার করা হয় এমন উপকরণ দিয়ে শিশুর সাথে খেলতে হবে, যেমন- টাকা, পয়সা, মানিব্যাগ, পার্স ইত্যাদি ।

	● টাকা এবং পয়সার নাম ব্যবহার করতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে এগুলোর একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক আছে এবং এগুলোর বাস্তব মূল্য আছে, যেমন- শিশুকে কেনাকাটায় নিয়ে যেতে হবে বা শিশুর সাথে দোকানদারী খেলতে হবে ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. টাকার ব্যবহার বোঝে, যেমন- দোকানদার বা ক্রেতা হিসেবে খেলায় ভূমিকাভিনয় করে। ২. মুদি দোকান বা খাবারের দোকান সাজিয়ে খেলাচ্ছলে কাল্পনিক টাকা লেনদেন করে। যেমন- দাঁড়ি পাল্লায় মাপে, টাকার রশিদ দেয় ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নাটকীয় খেলার সুযোগ দিতে হবে, যেমন- মুদি দোকান, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, জুতার দোকান ইত্যাদি । ● প্রতিদিনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যখন সত্যিকারের মূদ্রা ব্যবহার করা হয় তখন শিশুকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে, যেমন- কেনাকাটা, ভ্রমণের ভাড়া, খাবার বিল ইত্যাদি। ● জাতীয় টাকার মূদ্রা এবং পয়সার মূদ্রা সনাক্তকরণে সহায়তা করতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন আকৃতি এবং বিভিন্ন রঙের পয়সার ও টাকার নাম ও মান যে ভিন্ন তা বুঝতে পারে। ২. টাকার বদলে যে অন্য কিছুও ব্যবহার করা যায় তা বোঝে, যেমন- ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, চেক, কুপন ইত্যাদি। ৩. ভাগাভাগি করা এবং একটির উপর আরেকটির অন্ত:নির্ভরশীলতা বোঝে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ব্যাখ্যা করে, দেখিয়ে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদানের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে, কিভাবে টাকা অন্য জিনিসের সাথে বদলি হতে পারে। যেমন- ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, চেক, কুপন ইত্যাদি। ● শিশুকে ‘বাণিজ্য’ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, যেমন- আঁকার সময় দুইটা ক্রেয়নের বিনিময়ে সে একটা মার্কার নিতে পারে। ● জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নাটকীয় খেলার সুযোগ দিতে হবে যাতে সে ভাগাভাগি করা এবং একটির উপর আরেকটির অন্ত:নির্ভরশীলতা বুঝতে পারে। যেমন- মুদি দোকান, চায়ের দোকান,জুতার দোকান ইত্যাদি ।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন কিছু পছন্দ করা মানে একইসাথে আরেকটি জিনিস করা যায় না এটা বোঝে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে ‘বাণিজ্য’ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, যেমন- আঁকার সময় দুইটা ক্রেয়নের বিনিময়ে সে একটা মার্কার নিতে পারে।

২. পণ্য এবং সেবার জন্য মানুষ অন্যদের উপর নির্ভর করে এটা বুঝতে পারে। ৩. ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সম্পদের সঞ্চয় করার ধারণা বোঝে।	● জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নাটকীয় খেলার সুযোগ দিতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে, পণ্য এবং সেবার জন্য মানুষ অন্যদের উপর নির্ভর করে। যেমন- মুদি দোকান, জুতার দোকান, হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি । ● শিশুকে একটি মাটির ব্যাংক কিনে দিতে হবে বা তার জন্য সেভিংস এ্যাকাউন্ট করে দিতে হবে এবং আলোচনা করে বোঝাতে হবে কেন মানুষ সঞ্চয় করে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজ দেশের মূদ্রার নাম বলতে পারে এবং টাকার ব্যবহার বোঝে যেমন- খাবার, জামা-কাপড় কিনতে টাকা লাগে। ২. কোন জিনিস বা পণ্যের মালিকানা ব্যক্তিগত বা দলগত হতে পারে তা বোঝে। ৩. মানুষের প্রতিদিনের কাজ এবং পেশার তুলনা করতে পারে, যেমন- শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, দোকানদার, ব্যাংকার, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পারিবারিক কেনাকাটায় শিশুকে অংশগ্রহণ করাতে হবে, যেমন-প্রতিদিনের মুদি বাজার, স্কুলের উপকরণ, উপহার বা উৎসবের কেনাকাটা ইত্যাদি। ● পারিবারিক হিসাব-নিকাশে, সঞ্চয়ে এবং খরচের অনুশীলনে শিশুকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে কেন আর কিভাবে এইসব পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ● ব্যাখ্যা করে বোঝাতে এবং দেখাতে হবে যে, এমন কিছু জিনিসও আছে যেগুলোর মালিকানা কারো নয়, যেমন- সূর্যের আলো, বাতাস, সাগর ইত্যাদি। ● নিজেদের টিফিনের বা হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে কোন কিছু কিনতে উৎসাহিত করতে হবে তবে, বড়দের সহায়তায়।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.৫: শিশু তার পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিচিত বড় কাউকে দেখলে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে আনন্দ প্রকাশ করে এবং কাছে যেতে চায় । ২. প্রাথমিক/প্রধান যত্নকারীর সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সাথে ভালোবাসাপূর্ণ এবং যত্নময় সময় কাটাতে হবে । • শিশুকে পরিবারের সাথে একসাথে সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিচিত বড়দের প্রতি আদর প্রকাশ করে, যেমন- জড়িয়ে ধরে, চুমু দেয় ইত্যাদি । ২. প্রাথমিক/প্রধান যত্নকারীর সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • পারিবারিক রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুকে সাথে রাখতে হবে। • পরিবারের সদস্যদের চিনতে এবং নাম ও তাদের ভূমিকা ও সম্পর্ক বুঝতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবারের কমপক্ষে দুইজন সদস্যকে নাম ধরে ডাকে। ২. ছবিতে পরিবারের খুব কাছের কোন সদস্যকে চিনতে পারে। আঙ্গুল দিয়ে তা দেখায়। ৩. পরিবারের সদস্যদের গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারে। আওয়াজ শুনে তাদের দিকে ফেরে এবং আওয়াজ শুনে তাদের কাছে যায়। ৪. পুতুলকে নিয়ে কাল্পনিক খেলা খেলে, এর যত্ন করে, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায় এবং এর সাথে কথা বলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর চোখ বরাবর তার নিজের ও পরিবারের ছবি দেখাতে হবে। • নারী বা পুরুষ উভয় ধরণের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ভূমিকায় খেলার জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় পোশাক ও অন্যান্য উপকরণ ও সহায়তা দিতে হবে ।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কাল্পনিক খেলার মাধ্যমে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের (নারী বা পুরুষ উভয় ধরণের) ভূমিকা বুঝতে পারে। যেমন- বাবা বাজার করেন, মা রান্না করেন। ২. পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের নামের প্রতিফলনে খেলনা বা পুতুলের নাম দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পারিবারিক রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুকে সাথে রাখতে হবে। ● শিশুকে পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বলার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে সুযোগ দিতে হবে। ● বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত মানুষ সম্পর্কিত বই শিশুকে পড়ে শোনাতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করে এবং একজনের সাথে আরেকজনের সহজ সম্পর্ক বুঝতে শুরু করে। যেমন- মালা আমার বোন। ২. দাদা-দাদু বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যপারে কথা বলে এবং শিশুদের থেকে তারা কিভাবে আলাদা সে বিষয়ে আলোচনা করে। ৩. নিজেকে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের ও একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ছবি ও ক্যাপশনের মাধ্যমে শিশুকে 'আমার আমি' বই তৈরি করতে সহায়তা করতে হবে। ● পরিবারের গল্প পড়ে শোনাতে হবে এবং শিশুর নিজের ও অন্যান্যদের পরিবার সম্পর্কে কথা বলতে হবে। ● মানুষ এবং সম্পর্কের পার্থক্য বুঝতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। যেমন- ভাই, খালামনি, চাচাতো বোন ইত্যাদি। ● শিশুকে বয়সে বড় আত্মীয়দের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. 'নাটকের খেলা' খেলার সময় শিশু পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ভূমিকা আয়ত্ব করে। ২. পরিবারের রুটিন সম্পর্কিত গল্প বলে। ৩. পরিবারের চিত্র আঁকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পরিবারের রুটিন সম্পর্কিত গল্প পড়ে শোনাতে হবে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজ সম্পর্কে কথা বলতে হবে। ● মানুষ এবং সম্পর্কের পার্থক্য বুঝতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। যেমন- ভাই, খালামনি, চাচাতো বোন ইত্যাদি। ● শিশুকে বয়সে বড় আত্মীয়দের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে । ● পরিবারকে মাথায় রেখে শিশুকে স্ক্র্যাপবুক বানাতে সাহায্য করতে হবে।

	● 'নাটকের খেলা' খেলার সময় শিশুকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দিতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের চিনতে পারে, যেমন- চাচাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোন, চাচা, মামা, খালা, ফুফু ইত্যাদি । ২. নিজের সাথে অন্য শিশুদের পরিবারের ধরণ তুলনা করে কথা বলে, যেমন- একক পরিবার, যৌথ পরিবার, শুধু বাবা/মা আছে, আরো ভাই-বোন আছে/নাই ইত্যাদি ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পারিবারিক অনুষ্ঠানে শিশুকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ● বিভিন্ন ধরণের পরিবারের (যেমন- একক পরিবার, যৌথ পরিবার, শুধু বাবা/মা আছে, আরো ভাই-বোন আছে/নাই ইত্যাদি) শিশুদের সাথে তার বন্ধুত্বের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। ● পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং তাদের কাজের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ● শিশুকে বিভিন্ন পরিবারে নিয়ে যেতে হবে, যেমন- একক পরিবার, যৌথ পরিবার, শুধু বাবা/মা আছে, আরো ভাই-বোন আছে/নাই ইত্যাদি।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের (চাচাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোন, চাচা, মামা, খালা, ফুফু ইত্যাদি) সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং টেলিফোন, মোবাইল ফোন, চিঠি, ই-মেইল বা দেখা করার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। ২. পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব-কর্তব্য বোঝে। ৩. সহজ পারিবারিক কাজ করতে পারে, যেমন- বাবাকে কলমটা এগিয়ে দেওয়া, দাদুকে এক গ্লাস পানি দেওয়া, মেহমানদারীতে সাহায্য করা ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পারিবারিক অনুষ্ঠানে শিশুকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ● বিভিন্ন ধরণের পরিবারের (যেমন- একক পরিবার, যৌথ পরিবার, শুধু বাবা/মা আছে, আরো ভাই-বোন আছে/নাই, দাদা-দাদি সাথে থাকে ইত্যাদি) শিশুদের সাথে তার বন্ধুত্বের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। ● পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং তাদের কাজের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ● শিশুকে যৌথ পরিবারে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.৬: মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, এলাকা ও সমাজের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে শিশু তার সচেতনতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের দেখা শুরু করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বাড়ির বাইরে অন্য শিশুদের দেখার সুযোগ করে দিতে হবে। যেমন- উঠানে, পার্কে, বন্ধু বা আত্মীয়দের বাড়িতে ইত্যাদি।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুকে ধরতে যায় বা খেলনা কেড়ে নেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • ঘরের মধ্যে থাকা অন্যান্য শিশু ও বড়দের সাথে শিশুর মেলামেশার সুযোগ করে, ব্যাখ্যা করে ও দেখিয়ে দিতে হবে। • অন্যান্য শিশুদের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে শিশুর খেলার সুযোগ করে দিতে হবে, যেমন- দলে খেলা, পার্কে খেলা, বন্ধুদের সাথে বাড়িতে খেলা ইত্যাদি । • বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন উপাদানের তৈরি বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিতে হবে যাতে শিশু বিশ্বের বিচিত্রতা সম্পর্কে পরিচিত হতে পারে, যেমন- মানুষ, প্রাণি, কাল্পনিক চরিত্র ইত্যাদি।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের নাম জানে। ২. অন্য শিশুদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্বীকৃতি দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • অন্যান্য শিশুদের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে শিশুর খেলার সুযোগ করে দিতে হবে, যেমন- দলে খেলা, পার্কে খেলা, বন্ধুদের সাথে বাড়িতে খেলা ইত্যাদি। • বিভিন্ন ধরণের পেশা সম্পর্কিত বই পড়ে শোনাতে হবে। • সমাজের বিভিন্ন ভূমিকায় ভূমিকাভিনয় করার জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট পোশাক ও অন্যান্য উপকরণ দিতে হবে।

	• সমাজের বিভিন্ন মানুষ কে কী ধরণের কাজ করে সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিশুকে মাঠ পরিদর্শনে নিয়ে যেতে হবে। যেমন- গল্পের আসরের জন্য লাইব্রেরি, চারাগাছ দেখানোর জন্য নার্সারি ইত্যাদি। • শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজ ও সংসারের বিভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। • শিশুর নিজের বা অন্যান্য সংস্কৃতির নারী ও পুরুষ যারা বিভিন্ন সামাজিক সহায়তামূলক কর্মকান্ডে জড়িত তাদের ছবি দেখাতে হবে এবং এ সম্পর্কিত বই জোরে পড়ে শোনাতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অন্য শিশুদের সাথে একইরকম সহজ খেলায় অংশ নিতে শুরু করে । ২. অন্য শিশুর মালিকানা বোঝে অর্থাৎ কোনটা অন্যের তা বোঝে। ৩. নাম ধরে ডাকার মাধ্যমে এবং খেলায় নেয়ার মাধ্যমে সমবয়সীদের প্রতি আগ্রহ দেখায়। ৪. ‘কাল্পনিক খেলা’র মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, সমাজে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কাজ ও ভূমিকা রয়েছে। ৫. পারিবারের দৈনন্দিন কাজে অংশ নেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • অন্যান্য শিশুদের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে শিশুর খেলার সুযোগ করে দিতে হবে, যেমন- দলে খেলা, উঠানে খেলা, আত্মীয় বাড়িতে খেলা ইত্যাদি । • বিভিন্ন ধরণের পেশা সম্পর্কিত বই পড়ে শোনাতে হবে। • সমাজের বিভিন্ন ভূমিকায় ভূমিকাভিনয় করার জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট পোশাক ও অন্যান্য উপকরণ দিতে হবে। • সমাজের বিভিন্ন মানুষ কে কী ধরণের কাজ করে সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিশুকে মাঠ পরিদর্শনে নিয়ে যেতে হবে। যেমন- গল্পের আসরের জন্য লাইব্রেরি, চারাগাছ দেখানোর জন্য নার্সারি ইত্যাদি । • শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজ ও সংসারের বিভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। • শিশুর নিজের বা অন্যান্য সংস্কৃতির নারী ও পুরুষ যারা বিভিন্ন সামাজিক সহায়তামূলক কর্মকান্ডে জড়িত তাদের ছবি দেখাতে হবে এবং এ সম্পর্কিত বই পড়ে শোনাতে হবে।

৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. জিজ্ঞেস করলে, নাম ছাড়াও মানুষকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিনতে পারে। ২. বাবা-মা কী কাজ করে তার নাম বলতে পারে, যেমন-জেলে, পোশাককর্মী, নার্স, দোকানদার, কৃষক, শিক্ষক, ইলেকট্রিশিয়ান ইত্যাদি। তবে তারা ঠিক কী কী কাজ করে সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারেনা।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর সাথে সারাদিন থাকার পরে, অন্য মানুষকে সহায়তা করার মত কাজ করে এমন মানুষের সংখ্যা যা শিশু দেখেছে তা শিশুর সাথে বসে তালিকা করতে হবে। ● সমাজ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য দলীয় সময়কে (যেমন- পারিবারিক খাবার সময়) বেছে নিতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সমাজের কিছু কাজের নাম জানে এবং তাদের সম্পর্কে আরো প্রশ্ন করে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ২. ‘কল্পনার খেলা’ খেলার সময় সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিজেকে সাজায় যেমন- মাঝি, কৃষক, দোকানদার, নির্মাণকর্মী, ডাক্তার, জুতাবিক্রেতা ইত্যাদি। ৩. এটা বুঝতে পারে যে, মানুষের বিভিন্ন সামাজিক জোট রয়েছে, যেমন- পরিবারভিত্তিক, প্রতিবেশিভিত্তিক, স্কুলভিত্তিক, বিশ্বাসভিত্তিক, জাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে এইসব বিষয়ে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ৪. বাবার এবং মায়ের পেশার নাম বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সৃজনশীল ছবি আঁকা বা নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজ/পেশা সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। ● সামাজিক সহায়তাকারী বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে জানানোর জন্য গানের খেলা খেলতে হবে। ● অন্যকে সহায়তা করা, অন্যের চাহিদা এবং সম্ভাবনাকে প্রশংসা করার সুযোগ শিশুকে দিতে হবে এবং নিজে করে দেখিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোন পেশার জন্য কী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার নাম জানে, যেমন- নাপিত ব্যবহার করে কাঁচি আর চিরুনি, জেলে ব্যবহার করে মাছ ধরার জাল ইত্যাদি। ২. সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম বলতে পারে, যেমন- স্কুল, দোকান, স্বাস্থ্যসেবার স্থান এবং তাদের কাজ ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● একটি সমাজে কিভাবে বিভিন্ন মানুষ একসাথে মিলেমিশে কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ শিশুকে দিতে হবে এবং বিষয়টি দেখিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে । ● বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকায় ভূমিকাভিনয় করার জন্য শিশুকে খেলার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- বিক্রেতা, ট্রাফিক পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, কৃষক, শিক্ষক ইত্যাদি।

৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কয়েক ধরণের কাজ ও কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় এমন কিছু যন্ত্রপাতি সনাক্ত করতে পারে। ২. একটি দলের সদস্য হিসেবে দায়-দায়িত্ব এবং সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে বোঝে। যেমন- তুমি খেলনাগুলো সরিয়ে নিলে আমি এই ছবি আঁকার টেবিলটি পরিস্কার করব। ৩. সামাজিক পরিবেশে ক্ষমতার ধারাবাহিকতা বোঝে, যেমন- প্রধানশিক্ষক হলেন একটি স্কুলের সমস্ত কিছুর প্রধান। ৪. এটা বোঝে যে, সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক থাকে, যেমন- বাবা চাকরি করেন, চাচা প্রতিবেশির দোকানের বিক্রেতা, মা স্কুলে শিক্ষকতা করেন ইত্যাদি। ৫. বড় হলে সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এটা বোঝে, যেমন- রান্না করতে পারে, ধুতে পারে, নিজে নিজে খেতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সমাজের মানুষ এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বই তৈরি করতে, পোস্টার বা ছবি আঁকতে দিতে হবে। ● শিশুর চারপাশের পরিবেশের মানুষগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য শিশুর নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমে (যেমন- মাঠ পরিদর্শন, সমাজের সহায়তাকারী মানুষের সরল ইন্টারভিউ) সহায়তা করতে হবে। ● এমন কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে যাতে শিশু বিভিন্ন পেশার ভূমিকাভিনয় করতে পারে, যেমন- ডাক্তার, আইনজীবী, কৃষক ইত্যাদি। ● শিশুর পছন্দের খাবারের প্রস্তুতপ্রণালী এবং রান্নার নির্দেশনা শিশুর কাছে পরিচিত করে তুলতে হবে এবং রান্নার সময় শিশুকে ছোটখাটো সহায়তা করতে বলতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৩: সামাজিক বিজ্ঞান
আদর্শিক মান:	৪.১.৩.৭: শিশু সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অনুকরণের মাধ্যমে কাজ ও সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করে, যেমন- আয়নায় নিজেকে দেখে হাসে, 'টুকি-বু' খেলে ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● শিশুর প্রতি যত্নশীল ও সাড়া প্রদানকারী হতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. অনুকরণের মাধ্যমে কাজ ও সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করে, যেমন- আয়নায় নিজেকে দেখে হাসে, 'টুকি-বু' খেলে ইত্যাদি। ২. প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** ● এমনভাবে নিয়মগুলোকে বোঝাতে হবে যেন, শিশুর চিন্তাভাবনা নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হয়, যেমন- 'দৌড়াবে না' এটা না বলে বলা যায়, 'আমরা আমাদের পা দিয়ে হাঁটি' বা এই জাতীয় কিছু। ● শিশুর ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতে পারতে হবে। ● কোন কাজের অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ইশারা বা ইঙ্গিত ব্যবহার করতে হবে, যেমন- অনুমতি না দেওয়া হলে, চিৎকার করে 'না' না বলে, হাসিমুখে মাথা দু'পাশে নাড়ালে সে বুঝে যাবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা এবং নির্দেশনার জন্য যত্নকারীর দিকে তাকায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে পছন্দ করার সুযোগ দিতে হবে। ● শিশুকে যথোপযুক্ত ভদ্রতা শেখাতে হবে। যেমন- বড়দেরকে যথাযথ অভিবাদন ও সম্মান করা। ● কোন কাজের অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ইশারা বা ইঙ্গিত ব্যবহার করতে হবে, যেমন- অনুমতি না দেওয়া হলে, চিৎকার করে 'না' না বলে, হাসিমুখে মাথা দু'পাশে নাড়ালে সে বুঝে যাবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. এটা বোঝে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকতে পারে এবং সহায়তা পেলে এসব	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সহজেই অনুসরণীয় নির্দেশনা দিতে হবে ।

নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলে, যেমন-বাড়িতে একরকম নিয়ম আবার স্কুলে আরেক রকম নিয়ম। ২. পরিবারের সদস্য হিসেবে বা শ্রেণির সদস্য হিসেবে যেকোন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, যেমন- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহায়তা করে। ৩. সহজ সাধারণ ঘরের কাজে বড়দেরকে সাহায্য করে।	● বড়রাসহ কেমন করে প্রতিটি ব্যক্তি শ্রেণিকক্ষে এবং বাড়িতে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে পারে তা আলোচনা করতে হবে, যেমন- একসাথে খেলার জায়গা পরিষ্কার করা। ● নিজে করে দেখিয়ে, ব্যাখ্যা করে এবং শিশুকে অন্ত:নির্ভরশীল আচরণের অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে, যেমন- এলাকার কোন অনুষ্ঠান বা সামাজিক কোন প্রজেক্টে অংশ নেয়া ।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দলীয় নিয়ম-নীতিতে সচেতনতা প্রকাশ করে, যেমন- নিজের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করে। ২. 'মুক্ত খেলায়' নিয়ম তৈরিতে সহায়তা করে, যেমন- কল্পনার কোণে শুধুমাত্র চারজন যেতে পারবে। ৩. খেলার সময় নিয়ম মানে এবং অন্যদেরকেও মানার জন্য মনে করিয়ে দেয়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নিয়মগুলোর অন্ত:নির্ভরশীলতা ও বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্য সেগুলো তৈরির সময় অন্য শিশুদেরকেও সাথে রাখতে হবে। ● এমনসব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেগুলো নিজের পক্ষে সম্মান ও মর্যাদাকে নির্দেশ করে এবং শিশুরাও সেগুলো বোঝে, যেমন- আমরা অন্য শিশুদেরকে নাম ধরে ডাকি যাতে তারা নিজেদের সম্পর্কে ভালো অনুভব করে। নিজেদেরকে সম্মানিত ভাবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোনকিছু দিয়ে বা ভাগাভাগি করে অন্য শিশুদের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান করে। ২. দলে কাজ করতে গিয়ে কোন শিশুর যদি দরকারি কোনকিছু না থাকে তাহলে তা খেয়াল করে, যেমন-দলের কোন একজনের আঁকার জন্য ক্রেয়ন নেই। ৩. দলে বা অন্যান্য কাজে যোগ দেয়ার জন্য অন্য শিশুদের ডাকে। ৪. ভাগাভাগি করে এবং পালাক্রম অনুসরণ করে ইতিবাচক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নির্বাচনের সময় ভোট দিতে যাওয়ার সময় শিশুকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। ● করে দেখিয়ে, ব্যাখ্যা করে শিশুকে কিছু ভদ্রতা শেখাতে হবে, যেমন- কারো জিনিস ধরার আগে অনুমতি নেওয়া, ধন্যবাদ বলা, বিদায় জানানো ইত্যাদি। ● সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করতে হবে। যেমন- দু'জন শিশুকে একত্রে কোন কাজ করতে দিতে হবে। ● শিশুকে জিনিস ভাগাভাগি করার সুযোগ দিতে হবে এবং বাড়িতে ও স্কুলে পালাক্রমে খেলতে হয় এমন খেলা খেলতে দিতে হবে। অর্থাৎ একজনের পর আরেকজনের পালা আসে।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভাগাভাগি করে, পালাক্রম অনুসরণ করে, নিয়ম মেনে এবং শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিয়ে ইতিবাচক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ২. অন্তঃনির্ভরশীলতাকে জোড়ালো করে এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তবে, সহায়তা লাগে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নিয়ম-কানুন বা আদর্শিক মানসমূহ কিভাবে প্রতিটি শিশুর অধিকার এবং নিরাপত্তা রক্ষা করে সে বিষয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করতে হবে। ● শিশুকে জিনিস ভাগাভাগি করার সুযোগ দিতে হবে এবং বাড়িতে ও স্কুলে পালাক্রমে খেলতে হয় এমন খেলা খেলতে দিতে হবে । অর্থাৎ একজনের পর আরেকজনের পালা আসে। ● শিশু নিজে বাসায় কী করবে আর কী করবে না তার একটি ছবি বা চার্ট শিশুকে দিয়ে বানিয়ে ঘরের এক কোণে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিয়ম-কানুন এবং আইনসমূহের কারণ সম্পর্কে সচেতন থাকে। ২. নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব, পছন্দ ও নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটায় যা পরিবার ও শ্রেণির উপকারে আসে। ৩. পছন্দ করার বা সিদ্ধান্ত নেয়ার একটি পন্থা হিসেবে গণতান্ত্রিক দলীয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যেমন- ভোট দেয়া বা আলোচনা করা।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অন্তঃনির্ভরশীলতাকে জোড়ালো করে এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য শিশুকে সুযোগ করে দিতে হবে, যেমন- শ্রেণিকক্ষের কোন প্রজেক্ট, দলীয় খেলা, নিয়ম মেনে খেলা, পিকনিক ইত্যাদি। ● সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানে জামা-কাপড় বা সংসারের কোন জিনিস দান করার উদ্দেশ্যে তা গোছানোর জন্য শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ● ব্যাখ্যা করে এবং দেখিয়ে দিতে হবে যে, কী হতে পারে যখন কেউ তাকে বিবেচনায় না আনে, গণ্য না করে। ● বিভিন্ন ধরণের ট্রাশের (Trashes) কোনটির কী নাম তা বোঝার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে, যেমন- মাটি ভরাট করা, পুনঃতৈরি বা রিসাইকেল করা ইত্যাদি। ● ফেলে দেওয়া বোতল, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি কিভাবে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা যায় তা শিশুকে ভাবতে দিতে হবে। ● ব্যবহার করা জিনিস থেকে কী করে কারুপণ্য তৈরি করা যায় তা বিভিন্ন ভিডিও বা নির্দেশনামূলক বই দেখিয়ে শেখাতে হবে। ● কেউ পানির কল ছেড়ে রেখে গেলো কি-না বা খালি ঘরে লাইট জ্বালিয়ে রাখলো কি-না এসব দেখাশোনার জন্য শিশুকে দায়িত্ব দিতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৪: গণিত ও সংখ্যা
আদর্শিক মান:	৪.১.৪.১: শিশু সংখ্যা গণনা করে দেখাতে সক্ষম হবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. এক (১) এবং দুই (২) শব্দগুলো বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • ১ এবং ২ গণনা করার জন্য বাসাবাড়ির এবং আশেপাশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হবে। • শিশুকে গণনা সংক্রান্ত ছড়া শোনাতে হবে। যেমন- এক, দুই - দুই হাত ধুই...ইত্যাদি। • শিশুদেরকে খাওয়ানোর সময় উচ্চস্বরে গণনা করে করে খাওয়াতে হবে। যেমন- এই এক চামচ, এবার দুই চামচ ...ইত্যাদি।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খাবার বা খেলনা উপকরণ দিয়ে ছোট -বড় বুঝতে পারে। ২. এক (১) এবং দুই (২) শব্দগুলো বুঝতে পারে। ৩. পরিমান না বুঝেই কিছু সংখ্যা/শব্দের ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদেরকে 'কম-বেশি' 'ছোট-বড়' ইত্যাদির ধারনা দিতে হবে। • বাসাবাড়ির এবং আশেপাশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে ১ - ১০ গণনা করতে হবে। • প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে কয়টি জিনিস মিল আছে বা কয়টি জিনিস অমিল আছে তা বলতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. খাবার বা খেলনা উপকরণ দিয়ে কম -বেশি প্রকাশ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সংখ্যা এবং গণনা আছে এমন গান শিশুদের সাথে সাথে গাইতে হবে।

২. অনুকরণ করে ধারাবাহিকভাবে না হলেও বাস্তব জিনিসের সাথে সংখ্যা বলতে পারে। ৩. গণনার গান বা ছড়া অনুকরণ করতে পারে। ৪. কিছু সংখ্যার পরিমান বলতে পারে যেমন- চোখ, হাত বা আঙ্গুল দেখে বলতে পারে - দুইটি।	• বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'কম-বেশি' 'ছোট-বড়' ইত্যাদির ধারনা দিতে হবে এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। • প্রতিদিনের কাজে নিয়মিতভাবে সংখ্যা গণনার কাজটি করতে হবে। যেমন- আমরা এখন দুইজন, আমাদের আরো তিনটি জিনিস লাগবে ইত্যাদি। • সংখ্যা গণনা করা যায় এমন উপাদান শিশুর আশেপাশে রাখতে হবে। • প্রতিদিনের কাজে নিয়মিতভাবে সংখ্যা গণনার ব্যবহার করতে হবে। যেমন- তুমি কি আরো দুটো জিনিস চাও?/ তুমি কি আরেকটি কলা নেবে? • প্রতিদিনের কাজে সংখ্যা জোড়া করে বলতে হবে যেমন- একটি শিশু একটি বিস্কুট পাবে। • শিশুকে এমন খেলনা দিতে হবে যেগুলো দিয়ে সে গাণিতিক কিছু করতে পারে। যেমন- সংখ্যার ধাঁধা (পাজল), রান্নার সেট, এ্যাবাকাস ইত্যাদি। • কঠিন এবং তরল জিনিসের গণনা করতে হবে। যেমন-একটি পেয়ারা, এক গ্লাস পানি ইত্যাদি।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কিছু বাস্তব জিনিস গণনা করতে পারে। ২. কিছু সংখ্যার নাম বলতে পারে। ৩. যেকোন আকার আকৃতি বা বৈশিষ্টের জিনিস দেখে একটি হলে তা বলতে পারে। ৪. সংখ্যা যে কোন কিছুর পরিমান বোঝায় তা বুঝতে পারে। যেমন- 'ঝুড়ি থেকে ২টি বল নাও' এর অর্থ সে বোঝে। ৫. প্রতিদিনের কাজে সংখ্যা গণনা প্রয়োগ করে যেমন- পাখি গোনে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে পাতা, ফুল, খেলনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ও মিল-অমিলের ভিত্তিতে গণনা করতে সহায়তা করতে হবে। • ছোটদলে ভাগ করে দিয়ে দলে কয়জন আছে তা জিজ্ঞেস করতে হবে। নতুন খেলা হিসেবে তাদের খেলনাগুলোকে ৩টি করে বা ৪টি করে ভাগ করতে বলতে হবে। • প্রতিদিনের কাজে শিশুদেরকে গণনা করার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- জামা, খেলনা, শাকসব্জি। • খেলতে খেলতে শিশুদেরকে শেখাতে হবে- সব, অল্প, আরো, কম, একটুও না, একই রকম ইত্যাদি। এগুলো রান্নাবাটি বা অন্যান্য খেলায় ব্যবহার করা যায়।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সংখ্যা থেকে বর্ণ আলাদা করতে পারে। ২. কিছু সংখ্যার নাম বলতে ও লিখতে পারে। ৩. বাস্তব জিনিস দিয়ে ১০ পর্যন্ত গুনতে পারে। ৪. কোন কিছু অনুমান করার সময় বাস্তবসম্মত সংখ্যা ব্যবহার করে। যেমন- আমার মনে হয় এখানে ৮টি বল আছে	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুদেরকে পাতা, ফুল, খেলনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ও মিল-অমিলের ভিত্তিতে গণনা করতে সহায়তা করতে হবে। • ছোটদলে ভাগ করে দিয়ে দলে কয়জন আছে তা জিজ্ঞেস করতে হবে। নতুন খেলা হিসেবে তাদের খেলনাগুলোকে ৩টি করে বা ৪টি করে ভাগ করতে বলতে হবে। • প্রতিদিনের কাজে শিশুদেরকে গণনা করার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- জামা, খেলনা, শাকসব্জি। • শিশুকে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- বোতাম, পাথর, লাঠি, খেলনা, ফুল, বিচি ইত্যাদি। • শিশুদের জন্মদিনের একটি চার্ট তৈরি করতে হবে এবং এটা নিয়ে প্রতিমাসে শিশুদের সাথে আলোচনা করতে হবে যে, কার পরে কার জন্মদিন আসবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বাস্তব জিনিস দিয়ে কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত গুনতে পারে। ২. প্রতিদিনের কাজে গাণিতিক কিছু করা যায় এমন খেলনা যেমন- সংখ্যার ধাঁধা (পাজল), সংখ্যার খেলা, কয়েন, এ্যাবাকাস ইত্যাদি দিয়ে গণনা করতে পারে। ৩. ১০ পর্যন্ত সংখ্যার আগের ও পরের সংখ্যা বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রতিদিনের কাজে গাণিতিক কিছু করা যায় এমন খেলনা যেমন- সংখ্যার ধাঁধা (পাজল), সংখ্যার খেলা, কয়েন, এ্যাবাকাস ইত্যাদি দিতে হবে যাতে শিশু ১-২০ পর্যন্ত গুনতে পারে। • প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশ থেকে শিশুকে সাধারণ হিসাব করার মতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। যেমন- গাছে দুটি পাখি ছিল, একটি উড়ে গেল এখন আর কয়টি রইল? • আগের ও পরের সংখ্যা শেখার জন্য কোন খেলা খেলতে দিতে হবে। যেমন- শিশুরা সংখ্যা কার্ড নিয়ে বসে থাকবে। আগের বা পরের বা মাঝের কেউ একজন কার্ডটি লুকিয়ে রাখবে। অন্যরা বলবে তার সংখ্যা কত ছিল।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সংখ্যা এবং গণনার মৌলিক কাজগুলো পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশ থেকে শিশুকে সাধারণ হিসাব করার মতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে।

২. ২০ পর্যন্ত সংখ্যার আগের, পরের ও মধ্যবর্তী সংখ্যা বলতে পারে তবে সহায়তা লাগে। ৩. যোগ ও বিয়োগের পার্থক্য বলতে পারে তবে সহায়তা লাগে।	যেমন- গাছে দুটি পাখি ছিল, একটি উড়ে গেল এখন আর কয়টি রইল? ● দোকানদারি খেলা বা বেচাকেনার খেলার পরিবেশ দিতে হবে যাতে করে সংখ্যা গণনার সুযোগ পায়। ● শিশুদেরকে এমন খেলা দিতে হবে যেগুলো দিয়ে সংখ্যার বিভিন্ন খেলা করা যায়।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৪: গণিত ও সংখ্যা
আদর্শিক মান:	৪.১.৪.২: বিভিন্ন আকার, আকৃতি, পরিমান, দৈর্ঘ্য, ওজন এবং উচ্চতার বিষয়ে শিশু তার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রকাশ করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন আকার ও আকৃতির খেলনা ও জিনিসপত্র দিয়ে খেলতে পারে। ২. বিভিন্ন আকারের জিনিসের নাম বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন আকার ও আকৃতির খেলনা ও জিনিসপত্র দিয়ে খেলতে দিতে হবে। • আশেপাশের বিভিন্ন আকারের জিনিসপত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. এটা বুঝতে পারে যে, জিনিসপত্র বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হতে পারে। ২. বালি বা পানি দিয়ে পাত্র পূর্ণ করতে ও খালি করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • ব্লক, খেলনা বা অন্যান্য জিনিসপত্র ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজাতে সহায়তা করতে হবে । • পূর্ণকরণ ও খালিকরণ অর্থাৎ পরিমাপের বিষয়টি বোঝার সুযোগ করে দিতে হবে। • আকার, আকৃতি, পরিমাপের তুলনা করা হয় এমন খেলা খেলতে হবে। • শিশুকে বালি ও পানি দিয়ে পূর্ণ করতে, খালি করতে, ঢালতে, ওজন করতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। • শিশুকে পরিমাপের খেলা খেলতে দিতে হবে। যেমন- দোকানদারি, রান্না ইত্যাদি। • শিশুর ওজন ও উচ্চতার পরিবর্তনের চার্ট করতে হবে।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আকার অনুযায়ী জিনিসপত্র আলাদা করতে পারে তবে সহায়তা লাগে। ২. যথোপযুক্তভাবে আকার সম্পর্কিত শব্দ বলতে পারে যেমন- বড়, অনেক, ছোট ইত্যাদি। ৩. বালি বা পানি দিয়ে পাত্র পূর্ণ ও খালি করতে পারে। ৪. প্রতিদিনের বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তুলনা করে, যেমন- স্যান্ডেলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় বা ছোট তা খুঁজে বের করে। ৫. সহায়তা নিয়ে কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি ভারী, কোনটি হালকা, কোনটি লম্বা, কোনটি খাটো তা সনাক্ত করতে পারে। ৬. দুটি জিনিসের মধ্যে কোনটি বড় এবং কোনটি ছোট তা সনাক্ত করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● ব্লক, খেলনা বা অন্যান্য জিনিসপত্র ছোট থেকে বড় বা লম্বা থেকে খাটো, হালকা থেকে ভারী সাজাতে সহায়তা করতে হবে । ● পূর্ণকরণ ও খালিকরণ অর্থাৎ পরিমাপের বিষয়টি বোঝার সুযোগ করে দিতে হবে। ● আকার, আকৃতি, ওজন এবং পরিমাপের তুলনা করা হয় এমন খেলা খেলতে হবে। ● শিশুকে বালি ও পানি দিয়ে পূর্ণ করতে, খালি করতে, ঢালতে, ওজন করতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ● শিশুকে পরিমাপের খেলা খেলতে দিতে হবে। যেমন- দোকানদারি, রান্না ইত্যাদি। ● শিশুর ওজন ও উচ্চতার পরিবর্তনের চার্ট করতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. দৈর্ঘ্য ও ওজনের জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারে। যেমন- এই বইটি বড়, বলটি ছোট, হালকা, ভারী, লম্বা, খাটো ইত্যাদি ২. খেলার সময় পরিমাপক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যেমন- পরিমাপক কাপ।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শুধু অনুমান নয়, কী করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে পরিমাপ করা যায় তা শিশুকে শেখাতে হবে যেমন- সুতা দিয়ে টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপা, এক মুঠ চাল মাপা ইত্যাদি। ● পরিমাপ সংক্রান্ত খেলা খেলতে হবে যেমন- দলে সবচেয়ে লম্বা কে, কার জুতা সবচেয়ে বড়, কার ওজন সবচেয়ে কম ইত্যাদি।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. আকার, আকৃতি, ওজন ও উচ্চতার অনুমান করতে পারে। যেমন- আমি এই টেবিলটির সমান লম্বা। ২. জিনিসটি কোন আকৃতির তা বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● তুলনা করে সরাসরি সমস্যা সমাধান করতে শেখাতে হবে। যেমন- দুটি কাঠি পাশাপাশি রেখে বলতে হবে কোনটি বেশি লম্বা। এছাড়াও একটি কাঠি বা কাগজের টুকরো ব্যবহার করেও অন্য দুইটি জিনিসের মধ্যে কোনটি বেশি লম্বা তা বের করতে শেখাতে হবে। ● প্রতিদিনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিক পমিাপের চর্চা করতে হবে।

	● এছাড়াও এমন কিছু খেলা দিতে হবে যাতে শিশুরা অনুমান করে করতে পারে যেমন- এখান থেকে জানালার দূরত্ব কয় কদম? আগে বলবে এরপর ওরা সেটা মিলিয়ে দেখবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন ধরণের পাত্রের মধ্যে পানি বা বালি পরিমাপ করে। যেমন- চার কাপে এই বোতলটি ভরে যায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বিভিন্ন ধরণের পাত্রের মধ্যে পানি বা বালি পরিমাপ করা যায় এমন কার্যক্রম রাখতে হবে। যেমন- কয় কাপে এই বোতলটি ভরে যায়। কোন বোতলে কয় কাপ লাগে? ● কোনটি ভারী, কোনটি হালকা, কোনটি লম্বা, কোনটি খাটো ইত্যাদি খেলতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একেবারে সঠিক জ্ঞান না থাকলেও পরিমাপের কিছু শব্দ ব্যবহার করে যেমন- ইঞ্চি, কেজি, কাপ ইত্যাদি। ২. একটি ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেতে কয় কদম যেতে হবে তা অনুমান কওে বলতে পারে। ৩. সঠিকভাবে মিলকরণ করতে পারে যেমন- বোতলের সাথে তার মুখ, বয়ামের সাথে তার ঢাকনা, খামের সাথে চিঠি ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সাধারণ পরিমাপের কিছু খেলা দিতে হবে যাতে ইঞ্চি, কেজি, কাপ ব্যবহার করতে পারে। ● হাত, পা, সুতা বা লাঠি দিয়ে আশেপাশের জিনিসপত্র পরিমাপ করতে দিতে হবে যেমন- টেবিল, মেঝে, বারান্দা ইথ্যাদি। ● কোনটি ভারী, কোনটি হালকা, কোনটি লম্বা, কোনটি খাটো ইত্যাদি খেলতে হবে। ● কিছু জিনিস একসাথে রাখতে হলে কতটুকু জায়গা/কয়টি জিনিস লাগতে পারে তা অনুমান করতে দিতে হবে। যেমন- কয়টি ব্লক/পাথর এই ঝুড়িতে ধরবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৪: গণিত ও সংখ্যা
আদর্শিক মান:	৪.১.৪.৩: শিশু বিভিন্ন আকৃতি সনাক্ত করতে, চিনতে এবং আলাদা করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিয়ে খেলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিয়ে খেলতে দিতে হবে। • আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন গান শিশুর সাথে গাইতে হবে এবং এসম্পর্কিত বই পড়তে হবে। • শিশুর পরিচিত পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে কথা বলতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিয়ে খেলে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন গান শিশুর সাথে গাইতে হবে এবং এসম্পর্কিত বই পড়তে হবে। • শিশুর পরিচিত পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে কথা বলতে হবে। • শিশু যখন বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিয়ে খেলবে তখন কোনটি কেমন আকৃতি এই ধরনের নানা কথা বলতে হবে। • প্রতিদিনের কর্যক্রমে শিশুকে বিভিন্ন আকৃতি বের করতে বলতে হবে, যেমন- এ ঘরে কয়টি গোল/তিনকোনা আছে? • বিভিন্ন আকৃতি আছে এমন খেলনা বা ছবি দিতে হবে।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. চারপাশের বিভিন্ন আকৃতির খেলনা থেকে সহজ দুই ধরণের আকৃতি মিল করতে পারে। ২. সহজ দুই ধরণের জ্যামিতিক আকৃতি মিল করতে পারে, যেমন-চারকোনা, গোল। ৩. অন্যেরটা দেখে নিজেও তেমন আকৃতি বানাতে চেষ্টা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন গান শিশুর সাথে গাইতে হবে এবং এসম্পর্কিত বই পড়তে হবে। ● শিশুর পরিচিত পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে কথা বলতে হবে। ● শিশু যখন বিভিন্ন আকৃতির খেলনা দিয়ে খেলবে তখন কোনটি কেমন আকৃতি এই ধরনের নানা কথা বলতে হবে, বিভিন্ন আকৃতির মিলকরণ করতে হবে। ● প্রতিদিনের কর্যক্রমে শিশুকে বিভিন্ন আকৃতি বের করতে বলতে হবে, যেমন- এ ঘরে কয়টি গোল/তিনকোনা আছে? ● বিভিন্ন আকৃতি আছে এমন খেলনা বা ছবি দিতে হবে। ● অন্যেরটা দেখে নিজেও তেমন আকৃতি বানাতে বা নিজে নিজে সহজ আকৃতি তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন ধরনের আকৃতি সনাক্ত করতে পারে- গোল, তিনকোনা, চারকোনা। ২. বস্তুর আকৃতির তুলনা করতে পারে। ৩. বিভিন্ন আকৃতি বানায়, তৈরি করে বা আঁকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● আকৃতি বোঝানোর জন্য শিশুর সাথে আকৃতির সঠিক নামটি বলতে হবে। ● পরিবেশের বিভিন্ন আকৃতি সনাক্ত করার সুযোগ দিতে হবে। ● প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের আকৃতির নাম বলতেও তুলনা করতে দিতে হবে। ● একসাথে মিলিয়ে বা জোড়া দিয়ে নতুন আকৃতি বানানো যায় এমন উপকরণ দিতে হবে, যেমন- সুতা, লাঠি, পাথর। ● শিশুকে বিভিন্ন আকৃতির কাগজ, কাঠ, প্লাস্টিক বা কাপড় দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে। ● নিজে করে দেখিয়ে, ব্যাখ্যা করে এবং শিশুকেও করতে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন ডিজাইনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যেমন- মসজিদের ডিজাইন

	ডিজাইন একরকম, গীর্জার ডিজাইন অন্যরকম ইত্যাদি।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন ধরনের আকৃতির নাম বলতে পারে- গোল, তিনকোনা, চারকোনা। ২. প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি সনাক্ত করতে পারে- গোল, তিনকোনা, চারকোনা আকৃতির মেঘ। ৩. বস্তুর আকৃতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● একসাথে মিলিয়ে বা জোড়া দিয়ে নতুন আকৃতি বানানো যায় এমন উপকরণ দিতে হবে, যেমন- সুতা, লাঠি, পাথর। ● কোন স্থাপনা বা প্রকৃতির বিভিন্ন নকশা, আকার, আকৃতি শিশুর সাথেএকসাথে পর্যবেক্ষণ করে বের করতে হবে। যেমন- মেঘ, পুকুর, গাছ ইত্যাদি। ● আকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস করতে দিতে হবে। যেমন- পাথর ও ব্লক।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিবেশের পরিচিত জ্যামিতিক আকৃতির বর্ণনা দিতে পারে তবে, সহায়তা লাগে। ২. একাধিক আকৃতি একসাথে করে নতুন আকৃতি তৈরি করে। যেমন- দুটি তিনকোনা জোড়া দিয়ে একটি চারকোনা তৈরি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● এমন কোন কাজ (ছবি আঁকার হতে পারে) দিতে হবে যাতে শিশু আকৃতির ব্যবহার করতে পারে। যেমন- চারকোনা, তিনকোনা ইত্যাদি মিলিয়ে ঘর বানাতে পারে। ● এমন খেলা দিতে হবে যাতে শিশুর আকৃতির নাম ও বর্ণনা দিতে হয়। ● এমন ধরণের বিভিন্ন আকৃতির উপকরণ দিতে হবে যাতে শিশু সামাজিক কোন স্থাপনার বা চিত্রের অনুরুপ তৈরি করতে পারে। ● বিভিন্ন ধরণের আকৃতি তৈরির জন্য মাটি/বালি ও পানির ব্যবহার করতে দিতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একাধিক আকৃতি একসাথে করে নতুন আকৃতি তৈরি করে। যেমন- দুটি তিনকোনা জোড়া দিয়ে একটি চারকোনা তৈরি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● এমন ধরণের বিভিন্ন আকৃতির উপকরণ দিতে হবে যাতে শিশু সামাজিক কোন স্থাপনার বা চিত্রের অনুরুপ তৈরি করতে পারে। ● কোন অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য পোস্টারে বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে বিভিন্ন সৃজনশীল কোলাজ তৈরি করতে সহায়তা করতে হবে। ● মাটি বা খেলনা ডো দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করতে সাহায্য করতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.১: জ্ঞান
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.১.৪: গণিত ও সংখ্যা
আদর্শিক মান:	৪.১.৪.৪: শিশু বিভিন্ন বস্তু বাছাই করতে, দল করতে, শ্রেণিবিন্যাস করতে এবং সাজাতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:**
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একই বৈশিষ্ট্যের জিনিস সংগ্রহ করে, যেমন-লাল ব্লক, পাতা, কলম। ২. যেকোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জিনিস সাজায় যেমন- ছোট থেকে বড়। ৩. সহায়তা পেলে একই ধরনের জিনিস আলাদা করতে পারে যেমন- কুকুর, বিড়াল , গরু এগুলো সব প্রাণি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • রঙের বা আকৃতির নাম আছে এবং একইরকম জিনিসের নামের উল্লেখ আছে এমন গান গাইতে হবে বা বই পড়তে হবে। • একইরকম জিনিসের শ্রেণিবিন্যাস করে দেখাতে হবে এবং শিশুকেও তা করতে দিতে হবে। যেমন- সকল প্রাণির খেলনাগুলো ঝুড়িতে উঠাও। • বিভিন্ন রঙ, আকার এবং আকৃতির বস্তু শিশুকে নাড়াচারার সুযোগ দিতে হবে। • একই আকৃতির বা একই রঙের বিভিন্ন উপকরণ দিতে হবে, যেমন- ব্লক, ক্রেয়ন ইত্যাদি। • প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের নকশা দেখাতে হবে, যেমন- পাতার নকশা। • শিশুর পরিচিত পারিপার্শ্বিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন পোশাক, স্থাপনা, ছবি বা ব্যবহার্য জিনিসের পরিচিত নকশা দিয়ে মিলকরণ খেলা খেলতে হবে।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহায়তা পেলে রঙ, আকার, আকৃতি অনুযায়ী বস্তুকে দলে বিভক্ত করতে পারে। বস্তুকে লম্বা এক লাইনে সাজায়। যেকোন একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা করে। ২. ধারাবাহিক বস্তুর বেশিষ্ট্য বুঝতে পারে। যেমন- ছোট, মাঝারি, বড়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● বড়, মাঝারি, ছোট ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে শিশুকে ছোট থেকে বড় বাব ড় থেকে ছোট সাজাতে দিতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভুল এবং সংশোধনের মাধ্যমে যেকোন একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুকে সাজাতে পারে। ২. বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নিজস্ব একটি নকশা তৈরি করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে বিভিন্ন নকশা তৈরি বা পুন:তৈরি শেখানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন নকশা তৈরি করে দেখাতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে। ● বাড়ি, শ্রেণিকক্ষ বা প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের নকশা দেখাতে হবে। ● বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়ে নিজস্ব নকশা তৈরির সুযোগ দিতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভুল এবং সংশোধনের মাধ্যমে যেকোন একটি গাণিতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুকে আলাদা করে। যেমন- লম্বা থেকে খাটো। ২. প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলোকে সঠিক দলে সাজাতে পারে। যেমন- জুতার সাথে মোজা, ফুলের সাথে ফুলদানি। ৩. কোন নকশা দেওয়া হলে তা শেষ করতে পারে এবং নিজে নিজে আবার তা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলোকে সঠিক দলে/জোড়ায় সাজানোর/বিন্যস্তকরনের খেলা খেলতে হবে। যেমন- জুতার সাথে মোজা, ফুলের সাথে ফুলদানি। ● রঙ, আকার আকৃতির ভিত্তিতে নতুন নকশা বানানোর খেলা খেলতে দিতে হবে ।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ভুল এবং সংশোধনের মাধ্যমে একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুকে সাজতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে তার নিজস্ব নকশা তৈরির সুযোগ দিতে হবে। .

যেমন- লম্বা থেকে খাটো, ছোট থেকে বড়, হালকা থেকে গাঢ় ইত্যাদি। ২. আকার, আকৃতি, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, রং ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্নরকম শ্রেণিবিন্যাস করে। ৩. নতুন ডিজাইন তৈরি করে এবং তা বর্ণনা করতেপারে।	● একাধিক নির্দেশনার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য শিশুকে সুযোগ দিতে হবে। যেমন- লাল চারকোনা ব্লকগুলো ছোট থেকে বড় সাজাও। ● শিশুরা যে নকশাটি তৈরি করেছে বা দেখেছে তা বর্ণনা করতে দিতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের বিন্যস্ত জিনিসগুলো কেন এবং কিভাবে সাজিয়েছে তা বর্ণনা করতে পারে। ২. কোন অসম্পূর্ণ নকশা সম্পূর্ণ করতে পারে এবং কোনটির পর কোনটি আসবে তা বলতে পারে। যেমন- লাল-নীল, লাল-নীল।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● একাধিক নির্দেশনার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য শিশুকে সুযোগ দিতে হবে। যেমন- লাল চারকোনা ব্লকগুলো ছোট থেকে বড় সাজাও।

ক্ষেত্র:	৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.২. বোধগম্যতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.২.১: ধারণা গঠন
আদর্শিক মান:	৪.২.১.১: বস্তুর স্থায়িত্ব, স্থান, সময়, পরিমান ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে শিশু বুঝতে পারবে তার চারপাশের পরিবেশের জিনিসপত্র কিভাবে বিন্যস্ত রয়েছে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পড়ে যাওয়া জিনিসের দিকে তাকায়। ২. আংশিক ঢেকে থাকা জিনিসের দিকে তাকায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শব্দ হয় এমন খেলনা বা জিনিস দিতে হবে। ● কোন জিনিসের প্রতি শিশু যখন প্রতিক্রিয়া দেখায় বা আগ্রহ দেখায় তখন তাকে উৎসাহ দিতে হবে। ● শিশুর সাথে 'টুকি-বু' খেলতে হবে। ● শিশুর সাথে এমন খেলা খেলতে হবে যাতে সে বোঝে কী করলে কী হয়। যেমন- ভাঁজ করা রুমাল ছুঁড়ে মারলে ভাঁজ খুলে যায়, খেলনা ঝাঁকালে শব্দ হয়।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সম্পূর্ণ ঢেকে থাকা জিনিসের দিকে তাকায় এবং খোঁজে। ২. পড়ে যাওয়া জিনিস তুলতে চায় ৩. কোন জিনিসি কোথায় পড়েছে সেটা অনুসরণ করে তা দেখতে চায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● কোন জিনিসের প্রতি শিশু যখন প্রতিক্রিয়া বা আগ্রহ দেখায় তখন তাকে উৎসাহ দিতে হবে। পড়ে যাওয়া জিনিসটি তুলে আনতে বলতে হবে। ● লুকিয়ে থাকা বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে বের করতে বলতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কোনকিছু গরম বা ঠান্ডা হলে বলতে পারে। ২. বিভিন্ন আকার এবং রঙের পার্থক্য করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে বয়সউপযোগী বিভিন্ন উপকরণ নাড়াচাড়া করতে দিতে হবে যাতে সে ঠান্ডা গরম বুঝতে পারে। ● শিশুর খেলার সময় এবং প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে যাতে সে তাপমাত্রা, আকার, ওজন, রঙ ইত্যাদি শব্দ ও ধারণার সাথে পরিচিত হতে পারে।

	● বিভিন্ন উপকরণ যেমন- রঙ-পেন্সিল, ক্রেয়ন, মার্কার, রঙ-তুলি ইত্যাদি দিতে হবে যাতে সে আকার ও রঙ চিনতে পারে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন আকার, আকৃতি, ওজন, উচ্চতা এবং রঙের পার্থক্য করতে পারে। ২. বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণিবিণ্যাস করতে পারে, যেমন- ছোট থেকে বড়, লম্বা থেকে খাটো।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, ওজন, উচ্চতা এবং রঙের উপকরণ দিয়ে খেলতে এবং এগুলোর পার্থক্য বের করতে দিতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণিবিণ্যাস করতে পারে, যেমন- ছোট থেকে বড়, লম্বা থেকে খাটো। ২. তুলনা করতে পারে যেমন- বেশি ভারী, বেশি বড়, বেশি কাছে, বেশি, কম ইত্যাদি। ৩. ১-১০ এর ধারণা বুঝতে পারে। ৪. ঠান্ডা গরম বুঝতে পারে। ৫. নির্দেশনা বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর খেলার সময় এবং প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে যাতে সে তাপমাত্রা, আকার, ওজন, রঙ ইত্যাদি শব্দ ও ধারণার সাথে পরিচিত হতে পারে। ● নির্দেশনা অনুসরণের খেলা খেলতে হবে। যেমন- মিতু বলে নাক ধরতে/উঠে দাড়াতে ইত্যাদি। ● কিভাবে কিছু জিনিস একইরকম আবার কিভাবে কিছু জিনিস আলাদা যেমন- বেশি ভারী, বেশি বড়, বেশি কাছে, বেশি, কম ইত্যাদি তা বোঝাতে হবে। ● এমন খেলা দিতে হবে যেগুলো ১-১০ সোজা বা উল্টাভাবে ব্যবহার করতে হয়।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. ১-২০ এর মধ্যে সংখ্যাগত ও পরিমানগত সম্পর্কের ধারণা বুঝতে পারে। ২. হাতের আঙ্গুল বা বস্তুর সাহায্যে ১-৯ পর্যন্ত যোগ-বিয়োগ করতে পারে। ৩. বস্তুর মধ্যে মিল ও অমিল বলতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রঙ, পরিমান, আকার, আকৃতি বা দূরত্ব/জায়গাকে আলাদা করার জন্য প্রশ্ন করে সাহায্য করতে হবে। যেমন- পাত্র, কড়াই, বিভিন্ন রঙের মেশানো বিচি। ● নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রঙ, আকার ও আকৃতির জিনিসকে আলাদা করার সুযোগ দিতে হবে। ● এমন খেলা বা কাজ শিশুদেরকে দিতে হবে যা তাদের ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যার গাণিতিক ভিতকে আরো মজবুত করবে। যেমন- কাঠি বা পুঁতি গননা করা।

	● এমন খেলা বা কাজ শিশুদেরকে দিতে হবে যা তাদের আঙ্গুল/বস্তু/ফল ইত্যাদি ব্যবহার করে ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি গাণিতিক ভিতকে আরো মজবুত করবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. তুলনা করতে পারে যেমন- বেশি ভারী, বেশি বড়, বেশি কাছে, বেশি, কম ইত্যাদি। ২. ১-৫০ এর মধ্যে সংখ্যাগত ও পরিমানগত সম্পর্কের ধারণা বুঝতে পারে। ৩. পরিবেশের মৌলিক প্রকারভেদ চিহ্নিত করতে পারে, যেমন- উদ্ভিদ, প্রাণি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রঙ, পরিমান, আকার, আকৃতি বা দূরত্ব/জায়গাকে আলাদা করার জন্য প্রশ্ন করে সাহায্য করতে হবে। যেমন- পাত্র, কড়াই, বিভিন্ন রঙের মেশানো বিচি। ● শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রাণি, উদ্ভিদ, ফুল ইত্যাদি ছবিতে বা বাস্তবে সনাক্ত করতে ও শ্রেণিবিন্যাস করতে দিতে হবে। ● এমন খেলা বা কাজ শিশুদেরকে দিতে হবে যা তাদের ১-৫০ পর্যন্ত সংখ্যার গাণিতিক ভিতকে আরো মজবুত করবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন ধরণের পাত্রের মধ্যে পানি বা বালি পরিমাপ করে। ২. সহায়তা পেলে একটি রেসিপি তৈরির উপাদান পরিমাপ করতে পারে। ৩. ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কত কদম হবে তা অনুমান করতে পারে। ৪. পরিবার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝতে পারে। ৫. বাড়ি, সমাজ এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ জন্মায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পানি ও বালির কাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতেহবে। ● তরল বা কঠিন পদার্থ পরিমাপের জন্য প্রথমে অনুমান করতে দিতে হবে (কোনটি ভারী? কোনটি লম্বা?) এরপর অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ (হাত দিয়ে বা কাঠি দিয়ে) এবং এরপর পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে সঠিক পরিমাপ করতে হবে। ● পরিবার এবং আত্মীয়দের ব্যপারে শিশুদের সাথে কথা বলতে হবে। ● সমাজ, দেশ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষ, নৃ-গোষ্ঠি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ● শিশুদেরকে জেন্ডার, নৃ-গোষ্ঠি এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জানাতে হবে এবং সচেতন করতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.৩: সৃজনশীলতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.৩.১: নান্দনিক সৃজনশীলতা
আদর্শিক মান:	৪.৩.১.১: শিশু নান্দনিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে এবং চিন্তা করতে পারবে এবং কোনকিছুকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন রঙ, শব্দ এবং নড়াচড়ার প্রতি আগ্রহ দেখায়। ২. অন্যদের সাথে স্পর্শ এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করে। ৩. উজ্জল দৃশ্যমান নকশার দিকে তাকিয়ে থাকে, উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল :** • মজার কোন ছবি, রঙ বা চরিত্র নিয়ে কথা বলতে হবে। • বাইরে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে এবং ফুল, পাতা, মেঘ, পাখি ইত্যাদির রং, আকার-আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে হবে। • বাড়িতে বানানো খেলনা উপকরণ দিতে হবে, যেমন-পুতুল, ফুল, কোন প্রাণি ইত্যাদি।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন রঙ, আকৃতি এবং নড়াচড়ার প্রতি আগ্রহ দেখায়। ২. অন্যদের সাথে স্পর্শ এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করে। ৩. উজ্জল দৃশ্যমান নকশার দিকে তাকিয়ে থাকে, উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • মজার কোন ছবি, রঙ এবং আকৃতি নিয়ে কথা বলতে হবে। • বাইরে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে এবং ফুল, পাতা, মেঘ, পাখি ইত্যাদির রং, আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে হবে। • বাড়িতে বানানো (কাগজ, কাদামাটি, ফেলে দেওয়া জিনিস ইত্যাদি দিয়ে) খেলনা উপকরণ দিতে হবে, যেমন-পুতুল, ফুল, কোন প্রাণি ইত্যাদি।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পেন্সিল বা ক্রেয়ন হাত দিয়ে ধরতে পারে এবং কাগজে বা যেকোন সমান জায়গায় আঁকিবুকি আঁকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • চারু-কারু (আঁকা এবং হাতের কাজ) শেখার উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে যেমন-রং, বোতাম, কাঠি, বিচি, কাগজ, আঠা, কাপড় ইত্যাদি।

২. কোন বস্তুকে লম্বা বা উঁচু করার জন্য অন্য বস্তু একসাথে জোড়া দেয়।	• আঙ্গুলের ছাপ আঁকতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। • শিশু ব্লক দিয়ে সঠিকভাবে টাওয়ার বা ট্রেন সাজাতে পারলে তার প্রশংসা করতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পেন্সিল বা ক্রেয়ন হাত দিয়ে ধরতে পারে এবং কাগজে বা যেকোন সমান জায়গায় আঁকিবুকি আঁকে। ২. যেকোন আঁকা ছবি নিজের ইচ্ছেমতো রং করতে পারে। ৩. ব্লক বা অন্যান্য বস্তু সাজিয়ে কোন একটা ধারনা যেমন- টাওয়ার বা ট্রেনের ধারনা দিতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • চারু-কারু (আঁকা এবং হাতের কাজ) শেখার উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে যেমন- রং, বোতাম, কাঠি, বিচি, কাগজ, আঠা, কাপড় ইত্যাদি। • শিশুকে নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে এবং ছবির নিচে তার হাতের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে স্বাক্ষর দিতে উৎসাহ দিতে হবে। • আঙ্গুলের ছাপ আঁকতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। • শিশু ব্লক দিয়ে সঠিকভাবে টাওয়ার বা ট্রেন সাজাতে পারলে তার প্রশংসা করতে হবে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. নিজের মতো করে যেকোন ধরনের আকার আকৃতি বা বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকতে পারে যেমন- মাছ, পাখি, পশু, ফল, ফুল, গাছ ইত্যাদি। ২. রং পেন্সিল বা ক্রেয়ন দিয়ে কাগজে বা যেকোন সমান জায়গায় আঁকা চিত্র রং করতে পারে। ৩. প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং প্রাকৃতিক বস্তুর ছবি আঁকতে ও রং করতে পারে। ৪. এলাকায় প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাল্পনিক বস্তু তৈরি করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • চারু-কারু (আঁকা এবং হাতের কাজ) শেখার উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে যেমন- রং, বোতাম, কাঠি, বিচি, কাগজ, আঠা, কাপড় ইত্যাদি। • শিশুকে নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে এবং ছবির নিচে তার হাতের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে স্বাক্ষর দিতে উৎসাহ দিতে হবে। • ছবি বা জীবন্ত কোন কিছু শিশুকে দিতে হবে যাতে সে সেটা দেখে দেখে আঁকতে পারে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মেঝেতে, মাটিতে বা যেকোন সমান জায়গায় কাল্পনিক বিভিন্ন চিত্র আঁকতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে যথেষ্ট পরিমান চারু-কারু (আঁকা এবং হাতের কাজ) শেখার উপকরণ ব্যবহার করার

২. কাগজ, মাটি, বালি ইত্যাদি সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে নিজের বুদ্ধিতে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করতে পারে। ৩. প্রাকৃতিক পরিবেশে বা গাছের ছায়ায় বা ঘরের কোণে নিজের মতো করে একটি পরিবেশ তৈরি করে নিতে পারে। ৪. অভিনয় বা মূকাভিনয় করে অন্যদেরকে অনুকরণ করতে পারে।	সুযোগ দিতে হবে যেমন- রং, বোতাম, কাঠি, বিচি, কাগজ, আঠা, কাপড় ইত্যাদি। ● ছবি বা জীবন্ত কোন কিছু শিশুকে দিতে হবে যাতে সে সেটা দেখে দেখে আঁকতে পারে। ● শিশুকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে উৎসাহ দিতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পরিপাটি হয়ে থাকা বোঝে এবং পোশাক পড়ার সময় যত্নবান হয়। যেমন- পরিষ্কার রঙিন জামা পছন্দ করে, চুল আঁচড়ে রাখে, হাত পরিষ্কার রাখে ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে চারু-কারু (আঁকা এবং হাতের কাজ) শেখার উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে যেমন- রং, বোতাম, কাঠি, বিচি, কাগজ, আঠা, কাপড়, কাঠ, কাদা ইত্যাদি। ● শিশুকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে উৎসাহ দিতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কল্পনা থেকে বিভিন্ন বস্তু, দৃশ্য বা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটের ছবি আঁকতে পারে। ২. কোন জিনিস সাজাতে বা গোছাতে নান্দনিকতার পরিচয় দেয়। ৩. নিজের কল্পনা থেকে গল্প, কবিতা এবং অন্যান্য ছন্দ লিখতে পারে। ৪. ভিন্নরকম উপায়ে বিভিন্ন বস্তু বা দরকারি জিনিস তৈরি করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে এবং ছবির নিচে তার নাম লিখে স্বাক্ষর দিতে উৎসাহ দিতে হবে। ● ছবি বা জীবন্ত কোন কিছু শিশুকে দিতে হবে যাতে সে সেটা দেখে দেখে আঁকতে পারে। ● শিশুকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস পর্যবেক্ষণ করে আঁকতে উৎসাহ দিতে হবে। ● শিশুদেরকে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত বই দিতে হবে এবং এটা পড়ে এর কাহিনী অনুযায়ী ছবি আঁকতে উৎসাহ দিতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.৩: সৃজনশীলতা
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.৩.২: সুর ও সংগীতের সৃজনশীলতা
আদর্শিক মান:	৪.৩.২.১: বিভিন্ন শব্দ তৈরি করে, সুরের প্রশংসা করে, গান গেয়ে এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শিশু তার সুর ও সংগীত বিষয়ক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করতে পারবে ।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শব্দ, সুর এবং স্বরের দিকে ঘুরে তাকতে পারে। ২. গান এবং ছড়া উপভোগ করে, তা মুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সাথে খেলতে হবে। • শিশুকে বিভিন্ন আওয়াজের সাথে পরিচয় করাতে হবে যেমন-গুণগুণ করা, গান গাওয়া ইত্যাদি। • শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান, বাদ্য-বাজনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যেমন- ছড়া, গান, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. গান এবং ছড়া উপভোগ করে, তা মুখের অভিব্যক্তিতে ও শারীরিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারে। ২. একই ধরণের শব্দ নিজেও করার মাধ্যমে বোঝায় যে গান, ছড়া এবং বাদ্যযন্ত্র উপভোগ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান, বাদ্য-বাজনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যেমন- ছড়া, গান, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. গান এবং ছড়া উপভোগ করে। ২. শব্দ তৈরির জন্য বাঁশি বা ঢোল বাজাতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান, বাদ্য-বাজনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যেমন- ছড়া, গান, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি,

৩. নিজে নিজে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আগ্রহ দেখায়।	পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। ● শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচয় করাতে হবে যেমন-একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতারা ইত্যাদি।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. গান এবং ছড়া উপভোগ করে। ২. নিজের মতো করে শিশুতোষ ছড়া আবৃত্তি করে ও গান গায়। ৩. শব্দ তৈরির জন্য বাঁশি বা ঢোল বাজাতে চায়। ৪. নিজে নিজে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আগ্রহ দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান, বাদ্য-বাজনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যেমন- ছড়া, গান, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। ● শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচয় করাতে হবে যেমন-একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতারা ইত্যাদি।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সঠিক সুরে ও তালে শিশুতোষ গান ও ছড়া গাইতে পারে ও আবৃত্তি করতে পারে। ২. এলাকার সহজলভ্য ও জনপ্রিয় সহজ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে, যদিও সঠিক হয়না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান, বাদ্য-বাজনা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যেমন- ছড়া, গান, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। ● শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচয় করাতে হবে যেমন-একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতারা ইত্যাদি। ● শিশুকে এইসব বাদ্যযন্ত্র বাজাতে উৎসাহিত করতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক:	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান গাইতে উৎসাহিত করতে হবে যেমন- ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত,

১. কিছু বাদ্যযন্ত্র কিছুটা সঠিকভাবে বাজাতে পারে যেমন- হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার ইত্যাদি। ২. শিশুতোষ গান বা শেখানো কোন গান সঠিক সুর, তাল, লয়ে গাইতে পারে।	রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। • শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিচয় করাতে হবে যেমন-একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতারা ইত্যাদি। • শিশুকে এইসব বাদ্যযন্ত্র বাজাতে উৎসাহিত করতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কঠিন গান মোটামুটি পারদর্শিতার সাথে গাইতে পারে। ২. কিছু বাদ্যযন্ত্র মোটামুটি সঠিকভাবে বাজাতে পারে যেমন- হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, একতারা ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান গাইতে উৎসাহিত করতে হবে যেমন- ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। • শিশুকে এইসব বাদ্যযন্ত্র বাজাতে উৎসাহিত করতে হবে। • শিশু সবার সামনে গাইতে বা বাজাতে গেলে তাকে উৎসাহ দিতে হবে ও প্রশংসা করতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সর্বোচ্চ দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক উভয় গানই গাইতে পারে। ২. যেকোন ধরণের বাদ্যযন্ত্র সঠিকভাবে বাজাতে শেখার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে বিভিন্ন ধরণের গান গাইতে উৎসাহিত করতে হবে যেমন- ক্লাসিক্যাল, আধুনিক গান, সিনেমার গান, ব্যান্ডের গান, বাউল গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারী, সারী, লোকসংগীত, আদিবাসীদের গান ইত্যাদি। • শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন- একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, সেতারা ইত্যাদি।

ক্ষেত্র:	৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.৪: যুক্তি এবং কার্যকারন
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.৪.১: যৌক্তিক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান
আদর্শিক মান:	৪.৪.১.১: কার্যকারণ সম্পর্কে শিশু তার সচেতনতা প্রকাশ করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পড়ে যাওয়া বস্তু খোঁজে। ২. শব্দের উৎস খোঁজে। ৩. পরিচিত মুখ/বস্তু সরিয়ে নেওয়া হলে তা খোঁজে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর সামনে কোন খেলনা বা বস্তু ফেলুন যা সে খোঁজার চেষ্টা করতে পারে এবং খেলনা বা বস্তুটি পড়ে যাওয়ার শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করতে পারে। • শিশুর সামনে থেকে কোন পরিচিত মুখ/বস্তু সরিয়ে নেয়ার খেলা খেলুন যাতে সে তা খোঁজার চেষ্টা করতে পারে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. মানুষের সাথে এবং পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর সাথে বিভিন্ন ধরণের নড়াচড়া, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করে এবং এর প্রতিক্রিয়া খেয়াল করে। ২. শব্দ পাওয়ার জন্য বস্তুর উপর আঘাত করে। ৩. নিজের যেটা ভালো লাগে ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করে। ৪. একটা জিনিস পাওয়ার জন্য আরেকটা জিনিস ব্যবহার করে যেমন- শব্দ হওয়ার জন্য ঝুনঝুনি ঝাঁকায়, বল গড়িয়ে যাবার জন্য ধাক্কা দেয়, কোন কিছু নাগালে পাওয়ার জন্য চামচ বা কাঠি ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এমন উপকরণ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- বিভিন্ন খেলনা, ঝুনঝুনি, বিভিন্ন খাবারের স্বাদ ইত্যাদি। • সহায়তা করার আগে শিশুকে একই সমস্যা বিভিন্নভাবে সমাধানের সুযোগ দিতে হবে এবং শিশুকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিতে হবে, যেমন- খেলনা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারা।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সহজ সমস্যা সমাধান করতে পারে যেমন- বাক্স থেকে খেলনা বের করতে পারে। ২. বস্তুর উপর নিজের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এমন উপকরণ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- চাকাসহ খেলনা, আঁকার উপকরণ ইত্যাদি।

৩. কিসের কারনে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারে যেমন- লাইট অফ করলে অন্ধকার হয়ে যায়।	• সহায়তা করার আগে শিশুকে একই সমস্যা বিভিন্নভাবে সমাধানের সুযোগ দিতে হবে এবং শিশুকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিতে হবে। • শিশুদের চিন্তা-ভাবনা এবং আইডিয়াগুলোকে উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্কে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে যেমন- কী হতো যদি গাছে পানি দেয়া না হতো? • শিশুর পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নের (কেন, কিভাবে) উত্তর স্বেচ্ছায় এবং সঠিকভাবে দিতে হবে। • নিরাপত্তার অনুশীলন ও নিয়ম কানুনের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যেমন- কেন আমরা গরম বাটিতে হাত দেব না।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সমস্যা সমাধান করতে পারে যেমন- খেলনা নামানোর জন্য লাঠি ব্যবহার করে। ২. বস্তু বা অন্যদের উপর নিজের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেএবং সেই কাজটি আবার করে। ৩. নির্দেশিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার কারণ বুঝতে পারে যেমন- গরম বাটিতে হাত দিলে কী হবে, ঘরের বাইরে একা একা চলে গেলে কী হবে ইত্যাদি । ৪. কার্য-কারণ সম্পর্ক বোঝে, কিসের কারনে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারে যেমন- লাইট অফ করলে অন্ধকার হয়ে যায়। কেন এমন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে এসব প্রশ্ন করে। ৫. প্রাত্যহিক অনুশীলনের কারণ বোঝে যেমন- কেন প্রতিদিন খাওয়ার আগে হাত ধুতে হয় (অসুস্থতা থেকে বাঁচতে)। ৬. বাসায় নিরাপত্তার অনুশীলন ও নিয়ম কানুনের কারণ বোঝে, যেমন- ম্যাচ দিয়ে খেললে আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এমন উপকরণ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- চাকাসহ খেলনা, আঁকার উপকরণ ইত্যাদি। • সহায়তা করার আগে শিশুকে একই সমস্যা বিভিন্নভাবে সমাধানের সুযোগ দিতে হবে এবং শিশুকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিতে হবে। • শিশুদের চিন্তা-ভাবনা এবং আইডিয়াগুলোকে উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্কে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে যেমন- কী হতো যদি গাছে পানি দেয়া না হতো? • শিশুর পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নের (কেন, কিভাবে) উত্তর স্বেচ্ছায় এবং সঠিকভাবে দিতে হবে। • নিরাপত্তার অনুশীলন ও নিয়ম কানুনের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যেমন- কেন আমরা গরম বাটিতে হাত দেব না।

৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একটির কারণে আরেকটির পরিবর্তন হলে তা বুঝতে পারে। যেমন- যদি আমি পানিতে রঙ দেই তাহলে তার রঙ বদলে যাবে । ২. সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারে, যেমন- টিভি বা মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করলে তা বন্ধ হয়ে যায়। ৩. দুটি বস্তুর সহজ সম্পর্ক বুঝতে পারে, যেমন- বাক্সের ভেতরের বিচিগুলোই এই শব্দ তৈরি করছে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এমন উপকরণ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- চাকাসহ খেলনা, আঁকার উপকরণ ইত্যাদি। ● সশব্দে চিন্তা করতে হবে (নিজে নিজে শব্দ করে কথা বলা) এবং শিশুর সাথে কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেমন- প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ না করলে কী হতে পারে। ● কেন কোন কিছু ঘটছে এই বিষয়ে শিশুর ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাকে শেয়ার করার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। ● নিরাপত্তার অনুশীলন ও নিয়ম কানুনের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। ● শিশুর পূর্বে অর্জিত জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে ও মজবুত করতে সহায়তা করার জন্য শিশুর সাথে অন্তরঙ্গভাবে কাজ করতে হবে।

৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একটির কারণে আরেকটি পরিবর্তিত হলে তা বুঝতে পারে। যেমন- যদি আমি পানিতে চিনি দেই তাহলে তা গলে যাবে । ২. কোন কিছুর কারণ বোঝার আগ্রহ থেকে 'কেন' এই প্রশ্নটি বার বার করে। ৩. আকার আকৃতির পরিবর্তন বুঝতে পারে এবং কেন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন- মেঘ, গাছ, শিশুর নিজের।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● অভিজ্ঞতা দিয়ে শিশুর সাথে আলোচনা করতে হবে যাতে এ থেকে তারা কার্য-কারণ সম্পর্ক শিখতে পারে যেমন-ঝড়ের সময় গাছের ফল পড়ে, বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। ● সহায়তা করার আগে শিশুকে একই সমস্যা বিভিন্নভাবে সমাধানের সুযোগ দিতে হবে এবং শিশুকে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিতে হবে। ● সশব্দে চিন্তা করতে হবে (নিজে নিজে শব্দ করে কথা বলা) এবং শিশুর সাথে কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেমন- বৃষ্টিতে বেশি ভিজলে ঠান্ডা লাগতে পারে, অত্যধিক গরমে গায়ে ঘামাচি উঠতে পারে। ● শিশুর পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নের (কেন, কিভাবে) উত্তর স্বেচ্ছায় এবং সঠিকভাবে দিতে হবে।

	● শিশুর পূর্বে অর্জিত জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝতে ও মজবুত করতে সহায়তা করার জন্য শিশুর সাথে অন্তরঙ্গভাবে কাজ করতে হবে।
৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কিভাবে একটির পরিবর্তনে আরেকটি জিনিস পরিবর্তিত হয় তার কার্যকারণ আবিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষণ করে, যেমন- একটি ভেজা কাপড় রোদে দেয় আর আরেকটি ভেজা কাপড় ঘরের ভেতর রাখে এবং কী হয় তা খেয়াল রাখে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সহজ কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এমন উপকরণ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। যেমন- চাকাসহ খেলনা, আঁকার উপকরণ ইত্যাদি। ● আবহাওয়া এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন ইত্যাদি আলোচনা করার জন্য প্রত্যেকটা সুযোগ কাজে লাগাতে হবে যাতে করে শিশু যুক্তিটা বুঝতে পারে। যেমন- খুব গরম হলে আমরা হালকা পোশাক পড়ি এতে গরম কম লাগে আবার সূর্যের রোদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের বাঁচায়। ● কার্যকারণ বোঝার জন্য যেকোন সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, যেমন- কেন আমাদের হাত ধুতে হয়?
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কিভাবে পরিবর্তন হয় তার কার্যকারণ আবিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষণ করে, যেমন- বীজ থেকে চারা হওয়া। ২. কিছু ঘটনার কারণ বলতে পারে, যেমন- আমার বন্ধু গতকাল এখানে আসেনি কারণ সে অসুস্থ ছিল।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে সাথে নিয়ে কার্য-কারণ বোঝার জন্য পরীক্ষণের আয়োজন করতে হবে, যেমন- গ্লাসের পানিতে এক টুকরো বরফ দিলে কিভাবে তা গলে যায়, কিছু জিনিস পানিতে দিয়ে দেখা, কিভাবে এর কিছু উপকরণ ডুবে যায় আর কিছু উপকরণ ভেসে থাকে, ছোট চারাগাছে কিভাবে নতুন শিকড় গজায় ইত্যাদি। ● কার্যকারণ বোঝার জন্য যেকোন সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, যেমন- কেন আমাদের হাত ধুতে হয়?

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.৪: যুক্তি এবং কার্যকারন
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.৪.১: যৌক্তিক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান
আদর্শিক মান:	৪.৪.১.২: শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচিত মুখ, বস্তু বা খেলনার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়া দেখায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুর পরিচিত মানুষ যেমন-মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, দাদিকে শিশুর সামনে আসতে হবে এবং শিশুকে তার পরিচিত বস্তু বা খেলনা দেখাতে হবে।
৭ মাস থেকে ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. শব্দ শোনার জন্য বস্তু ঝাঁকায়। ২. বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে, যেমন- চোখের সামনে না থাকলেও বুঝতে পারে যে জিনিসটি/বস্তুটি বা মানুষটি আছে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • বিভিন্ন শব্দ তৈরি করে এমন, বিভিন্ন মসৃনতার এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের খেলনা দিয়ে শিশুকে খেলতে দিতে হবে। • বস্তু নিয়ে লুকোচুরি খেলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে, বস্তুটি আছে। • 'টুকি-বু' খেলতে হবে।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধারণাকে সাধারণীকরণ করে । যেমন-গরম খাবার খাওয়ার আগে কিভাবে বড়রা ফুঁ দিয়ে তা ঠান্ডা করে, পরবর্তী খাবারে সেও তা করে। ২. জিনিসের সাথে কাজের মিল করতে পারে, যেমন- ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করা হয়, বৃষ্টি হলে ছাতা ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদি।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • নিজের কাজগুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে শিশুরা সেগুলো বুঝতে পারে এবং একই পরিস্থিতিতে তারা আবার সেই কাজগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মুখোশ বা মেক-আপ নিলেও মানুষটি আগের মানুষই রয়ে যায়। • সহজ দৈনন্দিন কার্যক্রমে শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। • কী কাজে কোন বস্তুটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বারবার নাম ধরে জোরে বলতে হবে। • ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করতে হবে যাতে শিশু তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করতে শেখে।

২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধারণাকে কাজে ব্যবহার করে । যেমন-গরম খাবার খাওয়ার আগে কিভাবে বড়রা ফুঁ দিয়ে তা ঠান্ডা করে, পরবর্তী খাবারে সেও তা করে। ২. বাইরের আবহাওয়ার ভিত্তিতে মানুষ পোশাক পড়ে এটা বুঝতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● নিজের কাজগুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে শিশুরা সেগুলো বুঝতে পারে এবং একই পরিস্থিতিতে তারা আবার সেই কাজগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। ● সহজ দৈনন্দিন কার্যক্রমে শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ● কী কাজে কোন বস্তুটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বারবার নাম ধরে জোরে বলতে হবে। ● ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করতে হবে যাতে শিশু তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করতে শেখে।
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কাজের সাথে নতুন তথ্য এবং নতুন শব্দ ব্যবহার করে। ২. বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্য নতুন একটি পরিস্থিতিতে একটি ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে, যেমন- অনেক আগে ছবিতে দেখা কোন নকশা অনুযায়ী সে ভিন্ন রঙের একটি নকশা তৈরি করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রতিদিন শিশুকে 'প্রতীকী/কল্পনার' খেলার সুযোগ দিতে হবে। ● নতুন তথ্য এবং নতুন শব্দ শেখার জন্য তাদের 'প্রতীকী/কল্পনার' খেলায় নতুন নতুন খেলনা ও বিভিন্ন নতুন বস্তুর সংযোজন ঘটাতে হবে।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. কাজের সাথে নতুন তথ্য এবং নতুন শব্দ ব্যবহার করে। ২. বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্য নতুন একটি পরিস্থিতিতে একটি ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে, যেমন- অনেক আগের কোন মেলায় ঘোরার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে তার পরিবারের ছবি আঁকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রতিদিন শিশুকে 'প্রতীকী/কল্পনার' খেলার সুযোগ দিতে হবে। ● নতুন তথ্য এবং নতুন শব্দ শেখার জন্য তাদের 'প্রতীকী/কল্পনার' খেলায় নতুন নতুন খেলনা ও বিভিন্ন নতুন বস্তুর সংযোজন ঘটাতে হবে। ● বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন নকশার এবং বিভিন্ন কৌশলের পুতুলের জামা সেলাই করার জন্য ছোটদলে কাজ দিতে হবে।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে। ২. মুখোশ বা মেক-আপ নিলেও যে মানুষটি আগের মানুষই রয়ে গেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান করতে হয় এমন নতুন সমস্যা দিয়ে শিশুকে চ্যালেঞ্জ দিতে হবে। ● তাদের সমাধানের ব্যাখ্যা চাইতে হবে। ● শিশুকে প্রতীকী এবং নাটকীয় ভূমিকায় অভিনয় করতে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, মুখোশ ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম দিতে হবে। শিশুকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে। ২. কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বা কোন কাজ করার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়, যেমন- নাটকীয় খেলায় আগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান করতে হয় এমন নতুন সমস্যা দিয়ে শিশুকে চ্যালেঞ্জ দিতে হবে। ● তাদের সমাধানের ব্যাখ্যা চাইতে হবে। ● শিশুকে প্রতীকী এবং নাটকীয় ভূমিকায় অভিনয় করতে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, মুখোশ ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম দিতে হবে। শিশুকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

ক্ষেত্র:	৪: বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
উপ-ক্ষেত্র:	৪.৪: যুক্তি এবং কার্যকারন
সুনির্দিষ্ট বিষয়:	৪.৪.১: যৌক্তিক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান
আদর্শিক মান:	৪.৪.১.৩: শিশু কোন সমস্যা, প্রশ্ন, কাজ বা চ্যালেঞ্জের একাধিক সমাধান বা উত্তর খুঁজে বের করতে পারবে।

জন্ম - ৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের প্রতি একাধিক প্রতিক্রিয়া দেখায়, যেমন- শব্দ তৈরি করে, হাত-পা নাড়ায়, আরাম না হলে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাঁদে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • শিশুকে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে হবে। যেমন- শিশুর নাগালের সামান্য বাইরে কোন খেলনা বা রঙীন কোন বস্তু রাখতে হবে।
৭ মাস - ১২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. সরে যাওয়া বা ভাঁজ হয়ে থাকা খেলনা বা বস্তু ধরতে যায়। ২. শব্দ করে, অঙ্গভঙ্গি করে বা বড়দের অনুকরণ করে কোন সমস্যা সমাধানে বড়দের সাহায্য চায়।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • নিরাপদ এবং বয়স উপযোগী খেলনা বা বস্তু দিতে হবে। • শিশুর প্রতিটি সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিতে হবে। • শিশুদেরকে এমন খেলনা দিতে হবে যা দিয়ে তারা পূরণ করার বা গোছানোর খেলা খেলতে পারে, যেমন- ট্রাক, বাক্স, খালি পাত্র ইত্যাদি। • বড় বস্তুর মধ্যে ছোট বস্তু রাখা, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খালি পাত্র পূরণ করা আবার খালি করা ইত্যাদি খেলা দিতে হবে। • বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ধরণের আকার আকৃতি (জ্যামিতিক আকৃতি নয়) বানাতে দিতে হবে। • প্রতিনিয়ত শিশুর কাজের প্রশংসা করতে হবে ।
১৩ মাস - ২৪ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একটি কাজ করার জন্য অন্য বস্তু ব্যবহার করে, যেমন- বল আনার জন্য কাঠি বা লাঠি ব্যবহার করে, পানি বা বালি ভরাব জন্য খালি পাত্র বা বাটি ব্যবহার করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** • সহয়তা ছাড়া শিশুকে সমস্যা সমাধানের চ্যালেঞ্জ দিতে হবে এবং তাকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিতে হবে।

২. সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নভাবে বস্তুটিকে ব্যবহার করে এবং 'চেষ্টা ও ভুল' এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে থাকে।	● তারা বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর শিশুর সাথে কথা বলতে হবে এবং তাকে সম্ভাব্য সমাধানগুলো করে দেখিয়ে দিতে হবে । ● একাধিক সমাধান আছে এমন খেলা শিশুর সাথে খেলতে হবে।
২৫ মাস - ৩৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. একটি কাজ করার জন্য অন্য বস্তু ব্যবহার করে, যেমন- বল আনার জন্য কাঠি বা লাঠি ব্যবহার করে ইত্যাদি। ২. সাহায্য চাওয়ার আগে সমস্যাটি বিভিন্নভাবে সমাধানের চেষ্টা করে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● সহয়তা ছাড়া শিশুকে সমস্যা সমাধানের চ্যালেঞ্জ দিতে হবে এবং তাকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দিতে হবে। ● তারা বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর শিশুর সাথে কথা বলতে হবে এবং তাকে সম্ভাব্য সমাধানগুলো করে দেখিয়ে দিতে হবে। ● একাধিক সমাধান আছে এমন খেলা শিশুর সাথে খেলতে হবে। (যেমন- বিভিন্ন কাজের জন্য বাটি ব্যবহার করা)
৩৭ মাস - ৪৮ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন উপায়ে সমস্যার সমাধান করে এবং তার মধ্যে থেকে একটি সমাধান বেছে নেয়। ২. অন্য শিশু বা বড়দের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চায়। ৩. কেউ চ্যালেঞ্জ করলে নিজের নির্ধারিত সমাধানটি আবার খুঁটিয়ে দেখে সব ঠিক আছে কি-না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ▪ সমস্যা সমাধানে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। ▪ সমস্যা সমাধানে শিশুর সাথে কথা বলতে হবে এবং কিভাবে সমাধান করল সে বিষয়ে শিশুকে প্রশ্ন করতে হবে (কিভাবে এটা করেছো?)।
৪৯ মাস - ৬০ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বিভিন্ন উপায়ে সমস্যার সমাধান করে এবং তার মধ্যে থেকে একটি সমাধান বেছে নেয়। ২. অন্য শিশু বা বড়দের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চায়। ৩. কেউ চ্যালেঞ্জ করলে নিজের নির্ধারিত সমাধানটি আবার খুঁটিয়ে দেখে সব ঠিক আছে কি-না।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● প্রশ্ন করে শিশুকে একটু চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ফেলতে হবে । ● সমস্যা সমাধানের একক কাজ দিতে হবে । ● কোন সমস্যায় নতুন উপাদান যুক্ত করতে হবে, যেমন-নতুন চরিত্র, নতুন জিনিস, নতুন ঘটনা ইত্যাদি।

৬১ মাস - ৭২ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বয়স উপযোগী দলগত কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দলে কাজ করে সমস্যা সমাধান করে। ২. চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুদেরকে ছোটদলে দলীয় কাজ করতে দিতে হবে। একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের দলে সবচেয়ে উত্তম সমাধানটি বেছে নিতে সহায়তা করতে হবে।
৭৩ মাস - ৯৬ মাস	
শিশুদের জন্য সূচক: ১. বয়স উপযোগী দলগত কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দলে কাজ করে সমস্যা সমাধান করে। ২. চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।	**যত্নকারীদের জন্য কৌশল:** ● শিশুর সাথে সমস্যার প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তাকে সবচেয়ে উত্তম সমাধানটি বেছে নিতে সহায়তা করতে হবে। ● চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

References

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Ed.). London: Routledge.

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning conducting and evaluating quantitative and qualitative research. NJ: Pearson Prentice Hall.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2000). Handbook of qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publishers.

De Vaus, D. A. (2002). Surveys in social research (Fifth ed.). NSW, Australia: Allen & Unwin.

Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

ELDS Document of Bhutan

ELDS Document of China

ELDS Document of Washington

ELDS Document of Pakistan

ELDS Document of Macedonia

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: মবিশিম/শ:ইউ: ২/১৪/২০০৭-৩০৮ তারিখ: ১১/০৯/২০০৭

"প্রারম্ভিক শিখন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন"-এর জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ

পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	আহবায়ক
সিনিয়র এসিসটেন্ট সেক্রেটারী/ জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব (উন্নয়ন/ডেভ ২) এমওডবি-উসিএ/ মবিশিম/মশিবিম	সদস্য
জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রধান, এমওডবি-উসিএ/ মবিশিম	সদস্য
প্রতিনিধি, প্রাগশিম/ এমওপিএমই	সদস্য
প্রতিনিধি, এমওএফডবি-উএ	সদস্য
প্রতিনিধি, এনসিটিবি/	সদস্য
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী/ বিএসএ	সদস্য
প্রতিনিধি, আইসিএমএইচ	সদস্য
প্রতিনিধি, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
প্রতিনিধি, ইউনিসেফ	সদস্য
প্রতিনিধি, প্ল্যান বাংলাদেশ	সদস্য
প্রতিনিধি, গ্রামীণ শিক্ষা	সদস্য
প্রতিনিধি, সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ	সদস্য
প্রতিনিধি, সিএএমপিই/ ক্যামপি	সদস্য
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন	সদস্য
প্রতিনিধি, ওবিজিওয়াইএন এসোসিয়েশন	সদস্য
প্রকল্প পরিচালক, ইএলসিডিপি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী/বিএসএ	সদস্য

কোর দলের সদস্য

ম. হাবিবুর রহমান	এসসি-ইউএসএ	আহবায়ক
মোঃ নুরুজ্জামান	ইএলসিডিপি, বিএসএ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	সদস্য
মাহমুদা আকতার	ইসিডিআরসি-আইইডি, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তাফা	ইউনিসেফ	সদস্য
রুবিনা হাশেমী	কনসালটেন্ট, আইইডি, বিইউ ও এসসি-ইউএসএ	সদস্য

ইএলডিএস: কারিগরী দলের সদস্য

কামাল হোসেন	এসসি-ইউএসএ (আহবায়ক)
জিয়াউল হাসান	এনসিটিবি
মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ্	ডিপিই
কুর্‌রাতুল আইয়ান সফদর	এমওপিএমই
অধ্যাপক নাজমুল হক	আইইআর-ঢাবি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. জেনা হামাদানী	আইসিডিডিআর,বি
এম হাবিবুর রহমান	এসসি-ইউএসএ
মাহমুদা আকতার	ইসিডিআরসি-আইইডি, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়
ডাঃ তামান্না তাহের	ইউনিসেফ
রুবিনা হাশেমী	কনসালটেন্ট, আইইডি, বিইউ ও এসসি-ইউএসএ
পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৩২.০০০.০০০০.০৫৭.০৬.০০৪.১৪.২৬১ তারিখ: ২৭/১০/২০১৪

ELDS Validation Governance কমিটি

যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	আহবায়ক
পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
উপ-প্রধান, পরিকল্পনা শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, ইউনিসেফ-বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, আইসিডিডিআর'বি (icddr'b), ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, আগা খান ফাউন্ডেশন (বাংলাদেশ), ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, Bangladesh Paediatric Association, Dhaka	সদস্য
প্রতিনিধি, Obstetric & Gynecological Association of Bangladesh, Dhaka	সদস্য
প্রকল্প পরিচালক, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়), ঢাকা।	সদস্য সচিব

ELDS Validation কারিগরি কমিটি

ELDS Validation Governance কমিটির ২য় সভা (০৮/০৩/২০১৫) - এর কার্যবিবরণী অনুযায়ী

বিকাশ কিশোর দাস, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
উপ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
প্রকল্প পরিচালক, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা ২য় পর্যায় প্রকল্প	সদস্য
প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
ড. মনজুর আহমদ, চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওর্য়াক (BEN), ঢাকা।	সদস্য
ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তাফা, ইসিডি এডভাইজার, আগা খান ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য
ম.হাবিবুর রহমান, শিক্ষা সেক্টর উপদেষ্টা, সেভ দ্য চিলড্রেন, ঢাকা।	সদস্য
মোহাম্মদ মহসীন, ব্যবস্থাপক, শিক্ষা সেকশন, ইউনিসেফ, ঢাকা।	সদস্য
ইকবাল হোসেন, এডভাইজার,QPE, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য
প্রফেসর নাজমুল হক, অইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
জেনা হামাদানী, আইসিডিডিআরবি, ঢাকা।	সদস্য
তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, CAMPE, ঢাকা।	সদস্য
ডাঃ ওয়াহিদা খানম, আইসিএমএইচ, মাতুয়াইল, ঢাকা।	সদস্য
এ.এস.এম নাজমুল হক, প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
মোঃ মুরশীদ আকতার, গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি (NCTB), ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, NFOWD, ঢাকা।	সদস্য
প্রতিনিধি, Bangladesh Pediatrics Association, Dhaka	সদস্য
প্রতিনিধি, Obstetric & Gynecological Society of Bangladesh, Dhaka	সদস্য
প্রতিনিধি, Global Autism Bangladesh, Dhaka	সদস্য
মোঃ তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ইসিডি স্পেশালিস্ট, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা ২য় পর্যায় প্রকল্প বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য সচিব

ELDS - এর ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত কারিগরি ও সমন্বয় সহায়তা

বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক

ELDS - এর ইংরেজী থেকে বাংলায় যারা অনুবাদ করেছেন

- ডাঃ ওবায়দুল্লাহ খান ওয়াহেদী
- ফেরদৌসি খানম
- মোঃ শামীম ইউসুফ
- সুরাইয়া আক্তার

ELDS - এর অনুবাদ সম্পাদনা ও সমন্বয় সংক্রান্ত Tehnical Working Team

- ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তাফা
- ম. হাবিবুর রহমান
- মাহমুদা আকতার
- ইকবাল হোসেন
- সৈয়দা সাজিয়া জামান
- মোঃ তারিকুল ইসলাম চৌধুরী
- মোঃ মেহেদী হাসান